প্রচেত গুপ্ত

শীত খুব দূরে নয়...

শ্রীশ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। পুলিশ কেন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? কী তার অপরাধ? এতদিন শুধু নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়েই সে ছিল ব্যস্ত। চারপাশের অশান্ত সময়, আগুন, লাঠি, গুলি তাকে স্পর্শ করেনি। শ্রীশ যখন জানতে পারে, পুলিশ কেন ধরেছে তাকে, সে চমকে ওঠে।

আনন্দনভেলা

9 788177 569650

আ ন ন্দ ন ভে লা

শীত খুব দূরে নয়

প্রচেত গুপ্ত

আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১০

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

© প্রচেত গুপ্ত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-965-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

SEET KHUB DURE NOY

[Novel]

by

Pracheta Gupta

Published by Ananda Publishers Private Limited

45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

১০০.০০

খুব অল্প কিছু মানুষ আছে যারা অনেক দূরে
থাকলেও মনে হয়, আসলে কাছেই আছে।
এমনই একজন আমার বহুদিনের বন্ধু
সমীর ঘোষ-কে।

ওরা খুব শান্তভাবে এল। প্রায় নিঃশব্দে।

বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থেমেছে কোনওরকম আওয়াজ ছাড়া। যেন চালাতে হয়নি, নিজে থেকেই গড়িয়ে এসেছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে যে তিনজন পুরুষ নামল, তাদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল। পোশাক সাধারণ, আর-পাঁচজনের মতো প্যান্ট-শার্ট। তিনজন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

দোতলা এই বাড়িটি প্রলয় সেনগুপ্তর। ফুলহীন একটা বোগেনভিলিয়া গাছ একতলা থেকে উঠে গিয়েছে দোতলার বারান্দা পর্যন্ত। লোহার গেটের পাশে এক টুকরো সাদা মার্বেল পাথরে কালো দিয়ে লেখা 'শান্তিনীড়', নীচে বাড়ির নম্বর। সামনের লম্বা-চওড়া লোকটা ফলকের দিকে একঝলক তাকাল।

শান্তিনীড় নামটি দিয়েছেন প্রলয়বাবুর মা সুধাদেবী, যদিও প্রলয়বাবুর স্ত্রী অলকার নামটি তেমন পছন্দ ছিল না। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মা, যিনি বাবার মৃত্যুর পর থেকে সংসারের কোনও বিষয়েই আগ্রহ দেখান না, সব সিদ্ধান্তই ছেড়ে দেন ছেলে, বউমা এবং নাতি-নাতনিদের উপর, তাঁর এই একটিমাত্র অনুরোধ ফেলতে পারেননি প্রলয়বাবু।

সুধাদেবীর বয়স এখন ছিয়াশি। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই একতলার ঘরে তিনি শুয়ে থাকেন। হাঁটাচলা বিশেষ করতে পারেন না। বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছেন। নিয়মিত ডাক্তার আসে। বড় নাতনি হৈমন্তীর ঘটনার পর শরীর আরও ভেঙেছে। কিন্তু মাথা

এখনও পরিষ্কার। এই অবস্থাতেও তিনি প্রত্যেক বছর বিজয়ার সময় নিজের হাতে আত্মীয়স্বজনকে পোস্টকার্ডে দু'-এক লাইন করে আশীর্বাদবাণী লিখে পাঠান। এক-দু'লাইনের চিঠির শেষে কাঁপা-কাঁপা হাতে লেখেন, 'শান্তিনীড়'।

সেই শান্তিনীড়ের লোহার গেটের সামনে অচেনা তিনটি পুরুষ এসে থমকে দাঁড়াল। রাত অবশ্য তেমন কিছুই হয়নি। কলকাতার গায়ের এই উপনগরী আর আগের মতো নেই যে, অন্ধকার হলে শিয়াল ডাকবে। এখন পাঁচতারা হোটেল, ঝলমলে হাসপাতাল জেগে থাকে সারারাত। জমজমাট শপিং মলের সিনেমা হল থেকে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে হইহই করতে করতে মানুষ বের হয় মাঝরাতে। তবু ভিতর দিকের অনেক এলাকায় আজও সন্ধের পর ঝুপ করে যেন রাত নামে।

প্রলয়বাবুদের ব্লকটাও সেরকম। সন্ধের পর থেকে রাস্তা ফাঁকা। বাড়িগুলোয় চাপা স্বরে টিভি চলছে।

শান্তিনীড়ের উলটোদিকের একতলা বাড়িতে এক কিশোরী বই হাতে বারান্দায় পায়চারি করছে। মেয়েটির নাম অম্বা। অম্বার সামনে ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে পায়চারি না-করলে তার পড়া মুখস্থ হয় না। গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই অম্বা থমকে গিয়ে বই থেকে মুখ তুলল। সবসময়ই পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে তার কৌতূহল বেশি। পরীক্ষা যত এগিয়ে আসছে, সেই কৌতূহল তত বাড়ছে। এই রাতে প্রলয়জেঠুর বাড়িতে কে এল?

লম্বা লোকটা গেটে হাত রাখল, কিন্তু গেট খুলল না। পাশের দু'জন নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। শর্ট হাইট আঙুল তুলে বাড়ির পিছন দিকটা দেখাল। ওদিকটায় এখনও খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেই জায়গা পার হলে বুনো গাছপালার ওপাশ দিয়ে ভিআইপি রোডের খাল চলে গিয়েছে। কথা শেষ হলে হাতের

BanglaBook.org

মোবাইল টিপে ফ্যাঁসফেঁসে নিচু গলায় লোকটা বলল, "পোজিশন ঠিক আছে তো?"

ওপাশ থেকে সম্ভবত উত্তর এল। লোকটা সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কিছু ইশারা করল। আধমিনিটের মতো চুপচাপ অপেক্ষার পর তিনজনই গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

লোহার গেট 'ঠং' ধরনের একটা আওয়াজ তুলে চুপ করে গিয়েছে। সিমেন্ট বাঁধানো পোর্টিকো দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকগুলোর জুতোতেও কোনও শব্দ নেই। আশ্চর্য! এরা কি পায়ের আওয়াজও লুকোতে পারে? বারান্দার আলো নিভিয়ে অম্বা দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। জানলার এক পাশে নিজেকে আড়ালে রেখে উঁকি দিল। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। এরা কারা? ভাবভঙ্গি তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না!

পোর্টিকো দিয়ে এগিয়ে ডান হাতের বন্ধ দরজার সামনে তিনজন এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যেন শান্তিনীড়ের সদর দরজা তাদের পরিচিত। আগেও বহুবার এসেছে। লম্বা লোকটা মাথা নামিয়ে পাশের জনকে কিছু বলল। সে দরজার পাশে অন্ধকারে সরে দাঁড়াল। লম্বা লোক হাত তুলে ডোর বেল বাজাল একবার।

অম্বা দম বন্ধ করে ফেলেছে। লোকগুলো ডাকাত নয় তো? তা কী করে হবে? ডাকাত কি বেল বাজিয়ে ডাকাতি করতে ঢুকবে? তা ছাড়া এখনও তো রাতই হয়নি। সব বাড়িতে আলো জ্বলছে। সকলেই জেগে। বাবা এখনও ক্লাব থেকে তাস পিটিয়ে ফেরেননি। লোকগুলোকেও ডাকাতের মতো দেখতে নয়! মাকে ডাকলে কেমন হয়? রান্নাঘরে মা আছেন। চট করে গিয়ে ডেকে আনা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যা আছে। প্রলয়জেঠুদের বাড়ির সঙ্গে মায়ের ঝগড়া। সামনাসামনি ঝগড়া নয়, মনে মনে ঝগড়া। মা গতবছর মামার সঙ্গে প্রলয়জেঠুর ছোট মেয়ে অচিরাদির বিয়ের সম্বন্ধ

BanglaBook.org

করতে গিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছেন। কড়াভাবে প্রত্যাখ্যান নয়, ভদ্র-সভ্য ভাবেই ওঁরা বলেছিলেন, "এখন বিয়ে দেব না। মেয়ে তো সবে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। আগে লেখাপড়া শেষ করুক, তারপর ওসব ভাবা যাবে।"

তারপর থেকেই মা আর ওঁদের সহ্য করতে পারেন না। প্রসঙ্গ উঠলে মুখ বেঁকিয়ে বাবাকে বলেন, "লেখাপড়া না ঢং! ভালই হয়েছে, দাগ-লাগা বাড়ির মেয়েকে ঘরে না-এনে।"

বাবা বলেন, "দাগ-লাগা তো গায়ে পড়ে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলে কেন?"

মা বলেন, "গিয়ে ভুল করেছিলাম।"

এই আলোচনায় অম্বার ঢোকার অনুমতি নেই। তবে সে জানে, 'দাগ-লাগা' বলার কারণ, অচিরাদির দিদি হৈমন্তী। অম্বা যদিও মনে মনে ওদেরই সাপোর্ট করে। কোথায় ঝকঝকে স্মার্ট, সুন্দরী অচিরাদি আর কোথায় তার হ্যাবলা-ক্যাবলা-টাইপ মামা। মাথায় একটু গোলমালও আছে। চাকরিতে ঢুকলে রাখতে পারে না, তাড়িয়ে দেয়। লেখাপড়াও কম। মরতে কেন ওই ছেলেকে বিয়ে করতে যাবে অচিরাদি? মায়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওঁরা ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু এখন যদি মা এসে দেখেন, সে পড়া ফেলে জানলা দিয়ে ওই বাড়ির দিকে উঁকি মারছে, তা হলে গোলমাল হতে পারে। ডাকাত-ভগবান কিছুই শুনবেন না। বরং ডাকাত হলে মনে মনে খুশি হবেন। মেয়েকে চড় লাগিয়ে বলতে পারেন, ডাকাত তো তোর কী? ওঁদের বাড়িতে ওঁরা ডাকাত ডাকবেন না পুলিশ ডাকবেন, ওঁরা ঠিক করবেন। তুই আগে জানলা বন্ধ কর।

অম্বা ঝুঁকি না-নিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

দোতলার ড্রয়িংরুমে প্রলয় সেনগুপ্ত এবং অলকা দু'জনেই বসে আছেন। প্রলয়বাবু টেলিফোনে কথা বলছেন, অলকার সামনে টিভি খোলা। অলকা সেদিকে তাকিয়ে আছেন বটে, কিন্তু মন দিতে পারছেন না। তাঁর মন একেবারেই স্থির নেই। বিকেলে বড় মেয়ে হৈমন্তী ফোন করেছিল। হৈমন্তী আজকাল প্রায়ই ফোন করে টাকাপয়সা চাইছে। দু'-তিন সপ্তাহ অন্তর ফোন করছে। হাবিজাবি ক'টা কথার পরই টাকার প্রসঙ্গ। বিয়ের প্রথম একবছর এই কথাটুকুও হত না। প্রলয় সেনগুপ্তর কঠিন নিষেধ ছিল, এই মেয়ের সঙ্গে বাড়ির কেউ যোগাযোগ রাখবে না। মেয়ে যা করেছে, তারপর আর কোনওরকম সম্পর্ক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কিছুদিন হল, সেই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হয়েছে। বড় মেয়ের এ বাড়িতে আসা তিনি অ্যালাও করেননি, কিন্তু টেলিফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হলে তিনি না-শোনার ভান করেন। নিজে কথা বলেন না। মেয়ের সঙ্গে কী কথা হল, অলকা মাঝেমধ্যে টুকটাক স্বামীকে বলতে চেষ্টা করেন, প্রলয়বাবু শুনতে চান না। তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাকে ভালবাসতেন, তার কাছ থেকে এত বড় ধাক্কা খাওয়ার পর তিনি মনকে কঠিন করে নিয়েছেন। আজ ফোনে হৈমন্তী তার মাকে বলল, "জানো মা, তোমার জামাই একটা বড় কাজের অর্ডার পাচ্ছে।"

অলকা নির্লিপ্ত গলায় বললেন, "কী কাজ?"

"কী জানি কী কাজ। আমাকে সব বলে নাকি? তবে শুনেছি পাইপ না রড সাপ্লাই। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে অনেক টাকার ব্যাপার।"

অলকা মেয়ের উচ্ছ্বাস শুনেই বুঝতে পারলেন, মেয়ে গল্প তৈরি

BanglaBook.org

করছে। মিথ্যে বলার কায়দা সে ভাল করে রপ্ত করেছে। হয়তো রপ্ত করেনি, অভাব তাকে এই জিনিস শিখিয়েছে। আজ হৈমন্তী বলল, "কাজ শুরু হওয়ার আগেই ওকে অ্যাডভান্স করবে।"

অলকাদেবী সংক্ষেপে বললেন, "আচ্ছা।"

"তোমার জামাইয়ের কাছে অ্যাডভান্সের অ্যামাউন্ট শুনে তো আমি থ' মা। এত টাকা!"

"তাই?"

হৈমন্তী বলল, "জানো মা, ঠিক করেছি, ওই টাকা পেলে গলার জন্য একটা কিছু গড়াব। বিয়েটিয়েতে যেতে হয়। গলা খালি থাকলে প্রেস্টিজ থাকে না!"

মনটা ভারী হয়ে যায় অলকাদেবীর। বড় মেয়ের গয়না আলাদা করে সরানো আছে। কখনও কখনও মনে হয়, পাঠিয়ে দেবেন। তারপরই নিজেকে সামলান। ও-বাড়িতে গয়না যাওয়া মানেই শয়তানের হাতে সোনা তুলে দেওয়া। নির্মল সব উড়িয়ে দেবে।

হৈমন্তী বলল, "কী 'ও, আচ্ছা, তাই' করছ মা? আমার সঙ্গে বড় সেনটেন্স বলতেও কি তোমাদের ঘেন্না করে? নাকি বাবার বারণ? যাক, বাবা কেমন আছেন? ঠাম্মা?"

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে অলকাদেবী বললেন, "ভাল।"

"ভাল থাকলেই ভাল। ঠাম্মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কবে পট করে মারা যাবেন।"

অলকা বুঝতে পারেন, মেয়ে এ-বাড়িতে আসতে চাইছে। আগেও একবার-দু'বার এই প্রসঙ্গ সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তুলেছে। মেয়ের বাবাকে কথাটা বলেছিলেন অলকা, "হৈমী আসতে চায়।"

প্রলয়বাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, "মানে? ফিরে আসতে চাইছে?"

অলকা ঢোঁক গিলে বলেন "না, তা ঠিক নয়। এই একটু সকলের সঙ্গে দেখাটেখা করল, একবেলা থাকল... এরকম।"

BanglaBook.org

অলকা ভয় পান। মানুষটা এবার রেগে না যান! প্রলয় রাগেননি। শান্ত গলায় বলেন, "আমিও চাই হৈমী আসুক, গোড়া থেকেই চাই। আমি ওকে মেনে নেব। তবে আসতে হবে একেবারের জন্য। ফর এভার। ওই স্কাউন্ড্রেলটার কাছে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। সে যদি রাজি থাকে বলুক, আমি নিজে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসব।"

অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, "সেটা সম্ভব নয়।"

প্রলয়বাবু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। বলেন, "কেন? সম্ভব নয় কেন? ডিভোর্স আইন কি দেশ থেকে উঠে গিয়েছে? অল্প বয়সে যে ভুল করেছে, তা কি আর সংশোধন করা সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব। যত বড় উকিল লাগে, আমি ব্যবস্থা করব। একটা জেলখাটা আসামির কাছ থেকে ডিভোর্স পেতে কোনও সমস্যাই হবে না।"

অলকা অস্ফুটে বলেন, "এ কথা তো ওকে আমরা হাজারবার বলেছি। ও-ই তো রাজি হয়নি চলে আসতে।"

"তখন হয়নি, এখন হবে। যত দিন যাচ্ছে, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, কত বড় অন্যায় সে করেছে। ছি! এই বাড়ির মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করবে? তাও একটা ক্রিমিনালকে! প্রথমপক্ষের বউ মারার অপরাধে যাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে! আমি এখনও ভাবতে পারি না, হৈমী কীভাবে এই কাজ করল। ছেলেবেলা থেকে এই শিক্ষা, এই কালচারে তাকে আমি বড় করেছি! তোমার মেয়ে শুধু পরিবারের মুখে কালি ঢালেনি, নিজেরও কত বড় ক্ষতি করেছে, সে বুঝতে পারছে না!"

অলকা নিচু গলায় বলে, "হৈমী তা মনে করে না। বলে, নির্মলের আগের বউয়ের নাকি স্বভাবচরিত্রে গোলমাল ছিল। ধরা পড়ে, সুইসাইড করেছে। নির্মলের কোনও দোষ ছিল না, প্রমাণ না-পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।"

প্রলয়বাবু এবার চিৎকার করে ওঠেন, "স্টপ ইট! এসব

BanglaBook.org

বাজেকথা আমি অনেক শুনেছি। পুলিশ এত সহজে ভুল করে না। নিশ্চয়ই ডেফিনিট প্রমাণ ছিল। আজ প্রুভ করতে পারেনি, কাল করবে। মামলা তো বন্ধ হয়ে যায়নি। আর তোমার বড় মেয়ে চায়, নিজে ঢুকে ওই খুনিটাকেও এ-বাড়িতে ঢোকাতে। আমাদের টাকাপয়সায় মামলা চালাবে। আই উইল নট অ্যালাও দিস। ওই মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মরে গেলেও আমি রাজি হব না অলকা। হৈমী যদি এ বাড়ির ধারকাছ মাড়ায়, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব,'' হাতের খোলা ম্যাগাজিন খাটের উপর ছুড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান প্রলয় সেনগুপ্ত।

এর পর থেকে আর বড় মেয়ের প্রসঙ্গ স্বামীর কাছে তোলেন না অলকা। সাহস পান না এমন নয়, মানুষটাকে আর দুঃখ দিতে চান না। মনে আছে, যেদিন হৈমন্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নির্মলকে বিয়ে করার খবর জানাল, গোটা দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। পরদিন সকাল থেকেই নিজেকে যেন বদলে ফেলেছিলেন ঝটকা মেরে। দুই ছেলেমেয়েকে ডেকে বলেছিলেন, ''আজ থেকে মনে করবে, তোমাদের দিদি মারা গিয়েছে। শি ইজ ডেড। এ-বাড়ির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। নিজের পছন্দমতো সে একজনকে বিয়ে করেছে বলে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইনি। নিজের পছন্দমতো সঙ্গী খুঁজে নেওয়াটাই যথার্থ বলে আমি মনে করি। কিন্তু পরিবারের প্রতি তোমাদের দিদির এই বিশ্বাসঘাতকতা, লেখাপড়া শেখার পর তার এই নিম্নরুচি আমাকে আঘাত দিয়েছে। ওই ছেলেকে বিয়ে করাটা যে কত বড় খারাপ কাজ সে নিজেও বুঝতে পারে। পারে বলেই পালিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে করতে হয়েছে তাকে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ।'

পরিস্থিতি সামান্য বদলালেও খুব কিছু নয়। হৈমন্তী আজ যখন ঠাম্মাকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করল, অলকা চুপ করে রইলেন।

BanglaBook.org

হৈমন্তীও ব্যাপারটা ধরতে পারল। সামান্য হেসে বলল, "ঠিক আছে, আমি ছাড়ছি মা, ভাত বসাতে হবে। শোনো, পারলে হাজারদুয়েক টাকা পাঠিয়ো তো। ঠিক আছে দুই লাগবে না, দেড় পাঠিয়ো। অচি-র হাতে দেবে, আমি ওর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখা করে নিয়ে নেব। রাখলাম।"

এর পর থেকেই অলকার মনটা অস্থির। তিনি শুনেছেন নির্মলের ব্যাবসাপাতির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। লোনে-লোনে জেরবার অবস্থা। খুব শিগ্‌গিরই বন্ধ হয়ে যাবে। হবে না-ই বা কেন? জাল-জুয়াচুরি করে কতদিন টিকে থাকা যায়? তার উপর জেলখাটা লোক। খুব বেশি দিন না হলেও খাটতে তো হয়েছে। কে ওকে বিশ্বাস করে কাজ দেবে?

দিদির কাজকে সমর্থন না-করলেও, ছেলে শ্রীশ আর ছোট মেয়ে অচিরা বাবার নিষেধাজ্ঞা পুরোটা মানেনি। তারা প্রথম থেকেই গোপনে দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। অচিরা লুকিয়ে কয়েকবার সোদপুরের বাড়িতেও গিয়েছে। বাড়ি বলতে ঘুপচি ফ্ল্যাট। সেই যাতায়াত নির্মল পছন্দ করেনি। হৈমন্তী তার বোনকে বলেছে, "অচি, তুই এভাবে আসিস না। তোর জামাইবাবু পছন্দ করছে না। রাগারাগি করে। সে বলে, 'তোমার বাড়ির লোক যখন আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি, আমিও তাদের করব না।' তাও তুই যদি আসতে চাস, এমন সময় আসবি যখন ও বাড়িতে থাকবে না।"

অচিরা তারপরও একবার গেল। হিসেবে গোলমাল করে ফেলল। নির্মল সেদিন বাড়ি ছিল। ঘরে বসে দুপুরবেলাতেই মদ খাচ্ছিল। হৈমন্তী ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই তীব্র, কটু গন্ধে বমি এসে যায় অচিরার। ওড়না তুলে নাকে চাপা দিয়েছিল। হৈমন্তী দরজা খুলে বোনকে দেখে মুখ আমসি করে বলে, "তুই! ও আছে কিন্তু।"

অচিরা ভয় পেয়ে বলে, "চলে যাব?"

BanglaBook.org

হৈমন্তী বলে, "এসে পড়েছিস যখন একটু বসে যা। নইলে আবার কী ভাববে।"

অচিরা বলে, "থাক দিদি, আমি চলেই যাই। ভয় করছে।'

হৈমন্তী শুকনো হেসে বলে, "ভয়ের কী আছে? আমি তো আছি। আমার সামনে তোকে কিছু বলবে না।"

অস্বস্তি আর আশঙ্কা নিয়ে অচিরা ঘরে ঢুকেছিল। ওয়ান রুম ফ্ল্যাটে বসার ঘর বলে কিছু নেই। খাওয়ার টেব্‌লের পাশে চেয়ার টেনে বসেছিল দুই বোন। হৈমন্তী চাপা গলায় বলল, "কী খবর বল? বাড়ির সবাই ভাল আছে?!'

"আছে। তুই কেমন আছিস? ফোন করিস না কেন?" নিচু গলায় বলে অচিরা।

"কার্ড ফুরিয়ে গিয়েছে।"

"মিস্‌ড কল দিলেই তো পারিস। আমি কার্ড ভরে দেব।"

হৈমন্তী ফ্যাকাশে ধরনের হাসে। পাশের ঘর থেকে নির্মল জড়ানো গলায় বলে, "কী হল, হৈমী? জল দিতে এতক্ষণ লাগে? কে এসেছে?"

হৈমন্তী চমকে উঠে বোনকে বলল, "দাঁড়া, সামলে আসি।"

হৈমন্তী চলে যাওয়ার পর অল্প অল্প ঘামতে শুরু করে অচিরা। সে এসেছে শুনে লোকটা নিশ্চয়ই গোলমাল শুরু করে দেবে। গোলমালের কথা কাউকে বলা যাবে না। বাবাকে তো নয়ই, মাকেও না। এ-বাড়িতে আসা-যাওয়ার কথা মাকে সে বলেছে। কীভাবে দিদি আছে, তার খানিক খানিক জানিয়েছে, যতটা মায়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব। মা বলেছেন, "লোকটা খারাপ অচি। খুব খারাপ! তোর ওখানে না যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া তোর বাবা জানলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। যত না রাগ করবেন, তার চেয়ে দুঃখ পাবেন বেশি।"

BanglaBook.org

অচিরা বলেছিল, "মেনে নেওয়া যায় না মা? বাবাকে যদি বুঝিয়ে বলো? অনেকেই তো ভুল করে।"

অলকা কঠিনভাবে বলেছিলেন, "যে কারণে তোর দিদি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে-কথাও রাখেনি শয়তানটা। বিয়ের পরই জোর করে বাচ্চাটাকে নষ্ট করিয়ে ফেলে। হৈমীর তখন কিছু করার ছিল না। এর পরও কীভাবে মেনে নেব?"

অচিরা মাথা নিচু করে বলেছিল, "ওদের না মানা হোক, দিদিকে তো মেনে নেওয়া যায়।"

অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "হৈমী তাতে রাজি হয়নি। সে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে।"

অচিরার যাতায়াতের কথা তার দাদা আর ঠাকুরমা জানেন শুধু। শ্রীশ বলেছে, "দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, কিন্তু ওই লোকটার বাড়িতে কোনওদিন পা দেব না।"

ফলে অচিরাই শুধু আসে। ঠাম্মা লুকিয়ে টাকা দেয়। সেই টাকায় দিদির জন্য এটা-সেটা নিয়ে আসে। কোনওদিন চায়ের পাতা, কোনওদিন এক প্যাকেট বিস্কুট। আগেরবার আচারের একটা শিশি এনেছিল। দিদি লঙ্কার আচার খেতে ভালবাসে। তাও হৈমন্তী তাকে বলেছে, "তুই হাতে করে কিছু আনিস না।"

"কেন?"

"ও দেখলে, কে দিয়েছে জিজ্ঞেস করে, বলতে পারি না।"

অচিরা বুঝতে পেরে বলে, "ঠিক আছে।"

তারপর থেকে টাকা রেখে যায়। কুড়ি, পঞ্চাশ, একশো, যখন যেমন থাকে। ছোট বোন হয়ে দিদির হাতে টাকা দিতে লজ্জা করে। খাটের ফাঁকে, মিটসেফের উপরে রেখে যায়। বিকট চিৎকারে চমকে উঠল অচিরা।

"কেন এসেছে? কেন এসেছে তোমার বোন? তোমাকে

BanglaBook.org

না বলেছি, ও-বাড়ির কাউকে আমার এখানে ঢুকতে দেবে না। বলিনি? তার পরেও কেন অ্যালাও করছ? ঘাড় ধরে দূর করে দেব। তোমাকেও দেব!''

ঘর থেকে হৈমন্তীর কাতর গলা ভেসে এল, ''আস্তে বলো!''

জড়ানো গলার চিৎকার আরও বাড়ল, ''হোয়াই আস্তে? হোয়াই? শুনতে পাবে? পেলে পাবে! বেশি ভদ্দরলোক হয়েছে? আমি জেলখাটা আসামি আর ওঁরা সব ভদ্দরলোকের বাচ্চা। জেলে গিয়েছিলাম বেশ করেছিলাম, কারও বাপের পয়সায় যাইনি! বেরিয়ে এসেছি নিজের জোরে।''

'আঃ! প্লিজ, চুপ করো!''

''চুপ করব, অবশ্যই চুপ করব। আমার ন্যায্য পাওনা কড়ায়গন্ডায় বুঝে নিয়ে তবে চুপ করব। তোমার ভাইবোনের যদি দিদির প্রতি অত দরদ থাকে, তা হলে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য বাপকে চাপ দিতে বলো। সব শালা ঢপবাজের দল, কুত্তার বাচ্চা!''

অচিরা এর পর আর-এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেনি। চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসে। দিদির জন্য টাকা রেখে আসতে ভুলে যায়। দু'দিন পরে বিকেলবেলা হৈমন্তী ইউনিভার্সিটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। অচিরা বেরোতে হেসে বলল, ''চল, কিছু খাই। বড্ড খিদে পেয়েছে।''

ফুটপাথ পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে, দিদিকে নিয়ে দোকানে ঢুকল অচিরা। তাড়াহুড়ো করে চারটে গরম কচুরি আর গাদাখানেক তরকারি খেল হৈমন্তী। অচিরার বড্ড মায়া হচ্ছিল। মেয়েটার চেহারা কী হয়েছে! তার চেয়ে মোটে পাঁচ বছরের বড়। দেখলে মনে হয় বুড়ি। খাওয়া শেষ করে হৈমন্তী ঢকঢক করে গ্লাস-ভরতি জল খেল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে হেসে বলল, ''কিছু মনে করিস না অচি। সেদিন নেশা করেছিল।''

BanglaBook.org

অচিরার মনে হল, একটা সময় হৈমন্তী ছিল দারুণ শৌখিন। সবসময় টিপটপ থাকত। শাড়ির সঙ্গে রং ম্যাচ করে রুমাল নিত। বাবা মজা করে বলতেন, 'আমার সাজুনি মেয়ে!' আর আজ কী অবস্থা হয়েছে। চুলটাও ঠিকমতো আঁচড়ায়নি। একসময় এই মেয়েকে কী সুন্দরই না দেখাত!

অচিরা টেব্‌লের উপর হাত বাড়িয়ে হৈমন্তীর হাত ধরল। গাঢ় গলায় বলল, "দিদি, ফিরে আসা যায় না?"

হৈমন্তী শুকনো হেসে বলল, "বাদ দে।"

"কেন বাদ দেব?" কঠিন গলায় বলে অচিরা।

হৈমন্তী মাথা নামিয়ে টেব্‌লের কোনা খুঁটতে খুঁটতে বলে, "সবসময় ফিরে আসা যাওয়া যায় না, পথ হারিয়ে যায়।"

অচিরা বিরক্ত গলায় বলে, "এসব ফিলজফিক্যাল কথা বাদ দে দিদি। উই আর ওয়েটিং ফর ইউ। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি। যতই হাসি-ঠাট্টা দিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুক, বাবাকে দেখলে কষ্ট হয়। মনে হয়, মানুষটা রোজ ভাবছেন, তাঁর বড় মেয়ে আজ ফিরে আসবে। মুখে কিছু বলেন না। ঠাম্মা তোর নামে পুজো দেন। এসবের কোনও দাম নেই? তুই একবার তাঁদের কথা ভাববি না?"

হৈমন্তী মুখ তুলে বলে, "আর নির্মলের কথা কে ভাববে? তার তো কেউ নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন, কেউ নয়। বাবার তো তোরা আছিস। ওই মেয়েটার বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে। ওদের টাকাপয়সা অনেক। পুলিশকে খাওয়াচ্ছে। উকিলের পিছনে জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে নির্মলের। এই অবস্থায় ওকে ফেলে কোথায় ফিরে যাব অচি?"

অচিরা বুঝতে পারে, দিদির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে আর কোনও লাভ হবে না। সে একটা বাজে জালের মধ্যে জড়িয়ে

BanglaBook.org

পড়েছে। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বোকা ছিল এই মেয়েটাই। তার উপর খানিকটা লোভীও। বাজে জালে জড়িয়ে পড়া তার পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়। নির্মল নামে লোকটা তাকে সুখের লোভও দেখিয়েছিল। গোপনে সুতো দিয়ে বাঁধছিল। কিছু খারাপ মানুষের মধ্যে এই গুণটা থাকে, বোকা মেয়েদের দ্রুত মুগ্ধ করে ফেলে। শুধু সুতো দিয়ে বাঁধেনি, সেই সুতো কেটে যাতে দিদি বেরিয়ে আসতে না-পারে, তার ব্যবস্থাও করেছিল। আলাপের কয়েকদিনের মধ্যেই পেটে সন্তান এনে দিয়েছিল।

হৈমন্তী বলল, "ওসব ছাড়, কেমন আছিস বল?"

"এমনি ভাল থাকি, শুধু তোকে দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।"

হৈমন্তী চোখ বড় করে। বলে, "ও মা! মন খারাপের কী আছে? আমি তো দিব্যি আছি!"

অচিরা বড় নিশ্বাস ফেলে বলে, "কেন মিথ্যে কথা বলছিস? এই তোর দিব্যি থাকার নমুনা? স্বামী সকাল থেকে ঘরে বসে মদ খাচ্ছে। কুৎসিত গালাগাল দিচ্ছে..."

"ধুর! মিথ্যে কেন বলব? ভালবেসে বিয়ে করেছি, যা করেছি ভেবেচিন্তেই তো করেছি। আমি তো কচি খুকি নই।"

অচিরা খানিকটা রাগের গলাতেই বলল, "ভালবেসে অনেকেই বিয়ে করে। তা বলে এরকম?"

অচিরা চুপ করল। কিছু বলতে গিয়ে যেন থেমে গেল।

হৈমন্তী হাত সরিয়ে নিয়ে হেসে বলল, "থেমে গেলি কেন? তা বলে কী? এরকম একটা লোককে কেউ ভালবাসে না, তাই তো? কী করব বল? সবার ভালবাসার লোক তো সমান হয় না। কেউ ভাল, কেউ মন্দ। কিন্তু ভালবাসা তো ভালবাসাই।"

অচিরা বিরক্ত গলাতেই বলল, "রাখ তোর ভালবাসা! বিয়ের পর ওই লোকটা তো তোর বাচ্চাটাকেও রাখতে দেয়নি।"

BanglaBook.org

প্রসাধনহীন, ক্লিষ্ট ঠোঁটের কোনায় বিষণ্ণ হেসে হৈমন্তী বলল, "ঠিকই করেছে। খাওয়াতাম কী? বিয়ের পরপরই তো নির্মলের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। চাকরিটা ছেড়ে দিল, বিজনেস করতে গেল, সেটাও ঠিকমতো চলে না।"

অচিরা চায়ের কাপ নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, "দিদি, একটা কথা বলব?"

হৈমন্তী ভুরু কোঁচকাল। অচিরা বলল, "তোর মনে হয় না তুই ভুল করেছিস? সত্যি করে বল তো?"

হৈমন্তী একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, "সবসময় মনে হয় না, মাঝেমধ্যে মনে হয়। যখন নির্মল মারধর করে, পশুর মতো হয়ে যায়, তখন মনে হয়, ভুল করেছি।"

অচিরা চমকে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলল, "হোয়াট? মারে? ওই লোকটা তোকে মারে? ইজ ইট ট্রু? হাউ ডেয়ার!"

হৈমন্তীর হাসি একসময় হিংসে করার মতো ছিল। পাতলা ঠোঁট দুটো সরে গেলে মনে হত, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের ঝিলিক দিচ্ছে। সেদিনও সে সুন্দর করে হাসল, "সবসময় মারে না। কোনও কোনওদিন খুব রাগ হলে মারে। সেদিন তোমন তুই চলে যাওয়ার পর মারল।"

BanglaBook.org

অচিরার চোখ ফেটে জল এল। সে নিজেকে কোনওরকমে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "তুই ঠাট্টা করছিস? তোর গায়ে হাত দেয় কোন সাহসে? আমি আজই বাবাকে বলব, দাদাকে বলব। ইউ শুড গো টু দ্য পুলিশ।"

বোনের রাগ দেখে হৈমন্তী হেসে ফেলল, "বাবলু কী করবে? সোদপুরে এসে তার জামাইবাবুর সঙ্গে ঢিসুম-ঢিসুম করে মারপিট করবে?" কথাটা বলে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল হৈমন্তী। হাসির মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। চোখে জল আসছে।

অচিরা ঝুঁকে পড়ে হৈমন্তীর হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "অ্যাই দিদি, কী হচ্ছে? সবাই দেখছে। ঠাট্টা করছিস, না?"

হাসি থামিয়ে কোমরে গোঁজা রুমাল বের করে হৈমন্তী নাক, চোখ মুছল। বলল, "হ্যাঁ, ঠাট্টাই তো! কেমন ঘাবড়ে দিলাম বল?"

অচিরা বাঁ-হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, "এরকম ঠাট্টা আর করিস না।"

হৈমন্তী উঠে দাঁড়াল। বলল, "আচ্ছা করব না, এবার চল, দেরি হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না বোকা মেয়ে, আমি ভাল আছি। আমার মতো ভাল আছি। আমি তো জেনেশুনেই এই ভাল থাকা বেছে নিয়েছিলাম। মানুষ তো জানোয়ারকেও ভালবাসে, কুকুর, বিড়াল পোষে! সব ঠিক আছে। অ্যাই, তোর কাছে তিন-চারশো টাকা হবে? ওর ডেট পড়েছে, উকিলের ফিজ লাগবে। ঠিক আছে, অত দিতে হবে না। যেটুকু পারবি, তাই দে।"

অচিরা বুঝতে পারল, দিদি শুধু ওই লোকটার অন্যায়ে তাল মেলাচ্ছে না, নিজেও নির্লজ্জ হয়ে পড়ছে। আগে কখনও বোনের কাছে হাত পেতে টাকা চায়নি। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেখে এলে কিছু বলেনি। এখন নিজেই চাইছে! কী অদ্ভুত প্রেম! নাকি কম্পালশন? আবার চোখে জল এসে গেল অচিরার। বাড়ি ফেরার গাড়িভাড়াটুকু রেখে ব্যাগ উলটে সবই দিয়ে দিল। তবে তারপর থেকে আর কখনও অচিরা সোদপুরে যায়নি। সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে এসে বলেছিল, "মা, দিদি একদম ভাল নেই। তুমি বাবাকে বলো।"

অলকা ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলেন, "কী বলব?"

"জানি না কী বলবে, তুমি বলো।"

আজ বড় মেয়ে আবার টাকা চাওয়ার পর থেকে মনটা আরও ভারী হয়ে গিয়েছে অলকার। তিনি টিভির দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

আছেন বিষণ্ণ মনে। উলটোদিকের সোফায় বসে প্রলয়বাবু এখন টেলিফোনে কথা বলছেন বিশ্বনাথের সঙ্গে। বিশ্বনাথ বিশ্বাস, তাঁর সহকারী। সব অফিসে এক ধরনের 'ময়লা ঘাঁটা' স্বভাবের লোক থাকে। কোলিগদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, হাঁড়ির খবর কালচার না করলে এঁদের ভাত হজম হয় না। বিশ্বনাথ সেইরকম লোক। অফিসে আড়ালে সবাই তাকে বলে 'ময়লা-বিবি'। বিশ্বনাথের 'বি', বিশ্বাসের 'বি' মিলিয়ে 'বিবি'। এই 'ময়লা-বিবি'-র সঙ্গে কথা বলতে প্রলয়বাবুর একেবারেই ভাল লাগছে না, লোকটা ঘ্যানঘ্যান করছে। আর উনি শুধু 'হুঁ, হ্যাঁ' করে চলেছেন। হৈমন্তীর শান্তিনীড় ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও এই লোক নিশ্চয়ই রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করেছিল। প্রলয়বাবুর খুব ইচ্ছে করছে ফোনটা ছেড়ে দিতে, কিন্তু পারছেন না। দু'বছর পরে তাঁর রিটায়ার্মেন্ট। কর্মচারীদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের কাগজপত্র সব বিশ্বনাথই তৈরি করে। শেষসময়ে তাকে দুম করে চটানো ঠিক হবে না। বড় কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে ফ্যাকড়া তুলে কিছুদিনের জন্য আটকে দিতে পারবে। তিনি মনে মনে ফোন ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছেন।

ডোর বেল বাজতে সেই সুযোগ পাওয়া গেল।

"বিশ্বনাথ, আজ রাখছি ভাই। মনে হচ্ছে, কেউ এসেছে। এত রাতে আবার কে এল? ছাড়লাম," ফোন নামিয়ে প্রলয়বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "চাকরি করতে গেলে যে কত বাজে লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। যাক বাবা, আর একটা-দুটো বছর।"

আবার বেল বাজল। এবার আর প্রথমবারের মতো একবার নয়, বাজল দু'বার। অলকা ভুরু কোঁচকালেন। কে?

শ্রীশ নিজের ঘরে, তবে অচিরা এখনও ফেরেনি। টিউশন সেরে

BanglaBook.org

ফিরতে ফিরতে কোনও-কোনওদিন তার দশটা পেরিয়ে যায়। অসুবিধে কিছু হয় না। বন্ধু গাড়িতে নামিয়ে দেয়। শ্রীশেরও দেরি হয় না, এমন নয়। তবে সে সাধারণত রাত করে না। খুব আটকে না-পড়লে ছেলেবেলার অভ্যেস এখনও বজায় রেখেছে ছেলেটা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অভ্যেস। ছেলেমেয়েদের একটা বয়স পর্যন্ত প্রলয়বাবু এই বিষয়টায় খুব কড়া ছিলেন। সারাদিন যেখানেই ঘুরে বেড়াও, অন্ধকার নামলেই বাড়ি ঢোকা চাই। কোনও কোনও সময় সেই কড়া নজর বাড়াবাড়ির পর্যায়েও পৌঁছে গিয়েছে। হৈমন্তী হয়তো বন্ধুর বাড়ি জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছে, সন্ধে হতে না-হতে উনি গিয়ে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীশকে নিজে গিয়ে পুজোর প্যান্ডেল থেকে ধরে আনতেন বিকেল শেষ হলেই। অলকা বলতেন, "তুমি বেশি বেশি করছ। এটা তোমাদের আমল নয়। সময় পালটেছে। ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীন হয়েছে। এখন আর আতুপুতু করে রাখার যুগ নয়।"

প্রলয়বাবু গম্ভীর গলায় বলতেন, "যুগের সময় পালটাতে পারে, দিন-রাতের সময় পালটায়নি। স্বাধীনতার জন্য সকাল ছ'টা থেকে সন্ধে ছ'টা কম সময় নয়। তোমার কি মনে হয় কম?"

অলকা গজগজ করে বলতেন, "এক-আধদিন দেরি হলে কিছু হয় না। তোমার পাগলামির জন্য হৈমী সেদিন কান্নাকাটি করছিল। পার্টি থেকে মাঝপথে চলে আসতে হয়েছে বলে বন্ধুরা ঠাট্টা করেছে। ক্লাস টেনে পড়ছে, কচি খুকি তো নয়।"

প্রলয়বাবু এ-কথা গায়ে না-মেখে বলতেন, "আমার জন্য মেয়ে কান্নাকাটি করলে অসুবিধে নেই, কান্না থেমে যাবে। মেয়ের জন্য আমরা কাঁদলে সমস্যা, চট করে থামতে চাইবে না।'

অলকা গলা নামিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের ছেলেমেয়েরা ওরকম নয়।"

BanglaBook.org

প্রলয়বাবু নির্লিপ্ত গলায় বলেছিলেন, ''নয়, আমিও জানি। তবু অন্ধকার এমন একটা জিনিস, যা অতি সহজে নয়কে হয় করতে পারে। বড়রাই ফাঁদে পা দেয়, তো ছোটরা।''

অলকা রণে ভঙ্গ দিতেন। বলতেন, ''যা ভাল বোঝো, করো।''

একটা সময় পর্যন্ত ভালই বুঝেছিলেন প্রলয়বাবু। ছেলেমেয়ের সম্পর্কে বাইরে থেকে কখনও কমপ্লেন শুনতে হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় মেয়ে সব শিক্ষা, শাসনে জল ঢেলে দিল। একটা ক্রিমিনালের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সকাল পর্যন্ত বুঝতে দেয়নি। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে। নীচে ঠাম্মার কাছে গিয়ে, পিকনিক না কলেজ ফেস্ট বলে শ'তিনেক টাকা নিয়েছে। মাকে দিয়ে চুল বাঁধিয়েছে। তারপর সন্ধেবেলা ফোন করে বিয়ের খবর দিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, ''মা, আমি একটা কাণ্ড করে ফেলেছি।''

অলকা বিস্ফারিত চোখে বলেছেন, ''কী কাণ্ড?''

''আমি বিয়ে করে ফেলেছি মা। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।''

কানে মোবাইল ফোন চেপে ধরে অলকা কাঁপতে কাঁপতে খাটের উপর বসে পড়েন, ''কী বলছিস তুই হৈমী! কাকে বিয়ে করেছিস?''

''নির্মল।''

যন্ত্রণায় চোখ-মুখ কুঁচকে যায় অলকার। আর্তনাদ করে বলেন, ''সে কী! ওই খুনিটাকে? আগের বউটাকে মেরেছিল বলে জেলে ছিল না? তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়? এ তুই কী করলি হৈমী!''

হৈমন্তী কান্না থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, ''ওসব বাজে কথা মা। আর সত্যি হলেও আমার কিছু করার ছিল না মা, আমি কনসিভ করেছি। আয়্যাম প্রেগন্যান্ট!''

BanglaBook.org

প্রলয় সেনগুপ্তর যাবতীয় শাসন জলের তোড়ের মতো ভেসে গেল তার পর থেকেই। তবে শুধু ছেলেবেলার শিক্ষা নয়, শ্রীশ মূলত ঘরমুখো ছেলে। বাড়ি ফিরে হয় বইটই নিয়ে বসে, নয়তো কম্পিউটারে ডুবে যায়। কোনওদিন গানবাজনা শোনে, কোনওদিন সিনেমা দেখে। এখন চাকরি খুঁজছে। কয়েকটা কাজ পেয়েছে। পছন্দ হয়নি। অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ চলছে। তার বিদেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত সাইট ঘাঁটে। আজ সে আরও তাড়াতাড়ি ফিরেছে। দু'দিন পরেই তার একটা ইন্টারভিউ রয়েছে। কাজটা হয়ে যেতে পারে। গ্রুপ ডিসকাশন পেরিয়েছে সাতজন। চারজনকে নেবে। কোম্পানি বড়। শুধু এ দেশে নয়, মিড্‌ল ইস্টে বড় ব্যাবসা। সিলেক্ট হলে বাইরে পোস্টিং হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। শ্রীশও তাই চায়। বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়েছে। শুধু নিজের জন্য নয়, অনন্যারও তাই ইচ্ছে। অনন্যা বিশ্বাস করে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে না থাকলে কেরিয়ার করা যায় না। এই মেয়ের সঙ্গে শ্রীশের প্রেম যে খুব বেশিদিন হয়েছে এমন নয়। তবে এর মধ্যেই অনন্যা তার কেরিয়ার নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করে। কম্পিউটার খুলে কোম্পানির ব্যালান্স শিটে চোখ বোলাচ্ছিল শ্রীশ। ইন্টারভিউয়ে একেবারে ব্যালান্স শিট থেকে প্রশ্ন করবে বলে মনে হয় না। তবু ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। বড় চাকরি। ইন্টারভিউও সহজ হবে না। প্রশ্ন যা খুশি হতে পারে।

আবার বেল বাজল।

ভুরুর সঙ্গে অলকার চোখ-মুখও কুঁচকে উঠল। নিশ্চয়ই অচিরা। এরকম ঘনঘন বেল আর কে বাজাবে? অলকা গলা তুলে বললেন, "অ্যাই রত্না, রত্না দ্যাখ তো, দিদি এসেছে।"

গ্যাসের নব সিম করে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রত্না রান্নাঘর থেরে বেরিয়ে এল। সেও বিরক্ত। আজ সে লেটে চলছে। বর অটো

BanglaBook.org

চালায়। ফেরার পথে একেবারে বউকে তুলে নিয়ে ফেরে। কাজ সেরে বেরোতে দেরি হলে মানুষটা রাগারাগি করে। রত্না দ্রুত নীচে যায় এবং খুব অল্পক্ষণের মধ্যে উপরে উঠে আসে। মুখ ফ্যাকাশে, "মাসিমা, পুলিশ এসেছে। বাবলুদাকে খুঁজছে।"

শ্রীশের ডাকনাম বাবলু।

॥ ৩ ॥

রত্নার কথাটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই প্রলয়বাবু দেখতে পেলেন, দু'জন ষণ্ডা চেহারার লোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। বিনা অনুমতিতে এলেও তাদের মধ্যে কোনও জড়তা নেই। বোঝাই যাচ্ছে, অনুমতি ছাড়া কারও বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাওয়ার কাজে তারা যথেষ্ট অভ্যস্ত। প্রলয়বাবু সোফা ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ি আর ড্রয়িংরুমের মাঝখানে তিনপাল্লার বড় দরজা। ভাঁজ করে খুলতে হয়। যেটুকু শুধু কাঠ, বাকি সবটাই কাচের। কাচের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রলয়বাবু। অচেনা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? আপনারা কারা?"

সামনের লম্বা লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। ভিতরে আসতে পারি?"

পুলিশ? প্রলয়বাবু দরজা ছেড়ে এক পা পিছনে সরে গেলেন। বিড়বিড় করে বলেন, "আসুন।"

অলকা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি টিভি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে পরদায় যেরকম হইচই চলছিল, সেইরকমই চলছে। বাচ্চা একটা মেয়ে হাত ঘুরিয়ে নাচছে।

BanglaBook.org

"আপনি প্রলয় সেনগুপ্ত? শ্রীশ সেনগুপ্ত আপনারই ছেলে তো?" লম্বা-চওড়া চেহারার লোকটা স্থির চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। প্রশ্ন করার মধ্যে কোনও উদ্ধত ভাব নেই।

প্রলয়বাবু মাথা নাড়লেন। ঢোঁক গিলে বললেন, "কী হয়েছে?"

ইতিমধ্যে কাচের দরজা খুলে দু'জনেই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পিছনের লোকটা ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে দ্রুত। সম্ভবত জায়গাটা বুঝে নিতে চাইছে। তারপর সবাইকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খোলা বারান্দার সামনে। যেন গার্ড দিল।

লম্বা লোকটা বলল, "আপনার ছেলে তো বাড়িতেই আছে?"

প্রলয়বাবু চুপ করে রইলেন। সোফার গায়ে হাত রেখে অলকা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, লোকটা আমল দিল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু'পাশের ঘরগুলোর দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোনায় মুচকি হেসে বলল, "আছে, সাতটা বেজে একুশ মিনিটে সে বাড়ি ঢুকেছে, তারপর আর বেরোয়নি। তাই তো?"

প্রলয়বাবুর শরীরটা কেমন যেন হালকা লাগছে মনে হচ্ছে, মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এরা সব খবর নিয়ে এসেছে। বাবলু কখন বাড়ি ফিরেছে, কতক্ষণ রয়েছে, সব খবর। বাড়ির সামনে নিশ্চয়ই লোক ছিল। কই তিনি যখন অফিস থেকে ফিরলেন, কাউকে দেখেননি তো! খানিক আগে বারান্দাতেও গিয়েছিলেন। পঙ্কজ মুন্সি এসেছিল। এখানকার ব্লক কমিটির সেক্রেটারি। রাস্তা থেকে ঘাড় তুলে বলল, "উপরে আর উঠব না দাদা, রবিবার দশটায় মিটিং আছে। গত দু'বার আপনাকে পাইনি, এবার কিন্তু অবশ্যই আসবেন। গারবেজ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। পার্ক মেনটেন্যান্সের বিষয়টাও উঠবে।"

কই, তখনও তো বাড়ির সামনে কাউকে দেখেননি! নাকি ছিল, খেয়াল করেননি? তবে দেখাটা বড় কথা নয়, ওরা নজর রেখেছে,

BanglaBook.org

সেটাই বড় কথা। গুরুতর কিছু না-ঘটলে পুলিশ এভাবে নজর রাখবে কেন?

অলকা আতঙ্কিত গলায় বললেন, "কী হয়েছে? বাবলু কী করেছে? প্লিজ বলুন।"

"বাবলু কে?" লম্বা লোকটা অলকার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল।

অলকা বললেন, "আমার ছেলের ডাকনাম। সে কী করেছে?"

"ও। কিছু করেনি। ছেলেকে ডাকুন, ওকে একটু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

প্রলয়বাবুর মনে হল, পায়ের তলায় মেঝেটা কাঁপছে। বাবলুকে পুলিশের সঙ্গে যেতে হবে! কেন? সে কী করেছে? চুরি-ডাকাতি? মারপিট? বাবলু সেরকম ছেলেই নয়। সে খুবই ভদ্রসভ্য, ঠান্ডা ধরনের ছেলে। স্কুলে মার খেয়ে ফিরে আসত। কখনও পালটা মার দিয়ে আসেনি। বরং খুব ছেলেবেলায় হৈমী ভাইয়ের হয়ে ঝগড়া করতে যেত।

স্ত্রীর প্রশ্নটাই প্রলয়বাবু আবার করলেন, "শ্রীশ কি কোনও গোলমাল করেছে?"

লম্বা লোকটা ঠোঁটের কোনায় আবার সামান্য হেসে বলল, "বলছি তো কিছু করেনি। আপনার ছেলে গুড বয়। আপনারা টেনশন করছেন কেন?"

অলকা ইতিমধ্যে সোফার উপর পড়ে থাকা রিমোটটা তুলে টিভি বন্ধ করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় ভুল বোতাম টিপে দিলেন। টিভির ভলিউম বেড়ে গেল। লম্বা লোকটা বিরক্ত মুখে সেদিকে তাকাতে অলকা দ্রুত গিয়ে টিভির সুইচ বন্ধ করলেন। বললেন, "তা হলে ওকে ধরতে এসেছেন কেন?"

লোকটা অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ধরতে কোথায়

BanglaBook.org

এসেছি? কয়েকটা কথা বলব বলে নিয়ে যেতে এসেছি। কথা শেষ হয়ে গেলেই চলে আসবে।"

কথা শেষ হতেই লোকটা দ্বিতীয়জনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা চোখের ইশারা করল। প্রলয়বাবু মনে জোর এনে বললেন, "যা জিজ্ঞেস করার আপনারা এখানেই জিজ্ঞেস করুন। আমি ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি।"

লম্বা লোকটা এবার কঠিন গলায় বলল, "এখানে জিজ্ঞেস করা যাবে না। ওর ঘরটা কোনদিকে? আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

অলকা আর পারলেন না। তাঁর কান্না পেয়ে গেল। তিনি নিজেকে সামলে ঠোঁট কামড়ে বললেন, "বিশ্বাস করুন, বাবলু কখনও গোলমালের মধ্যে থাকে না। কোথাও ভুল হচ্ছে।"

লম্বা লোকটা এই কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না। পকেটে মোবাইল বেজে উঠতে সে তা বের করে কানে দিল। এক পাশে সরে গেল, কিন্তু দরজার মুখটা ছাড়ল না। নিচু গলায় বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আমরা পৌঁছেছি। না, না, কোনও প্রবলেম নেই। বাড়ি ঘিরে রাখা আছে। দেখছি কত তাড়াতাড়ি...না স্যার, বাড়তি কিছু হবে না...ঠান্ডা মাথাতেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি।"

বাড়ি ঘিরে রাখা আছে? প্রলয়বাবুর নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। এসব কী শুনছেন তিনি? বাবলুকে ধরতে পুলিশ এই বাড়ি ঘিরে রেখেছে?

বারান্দার সামনে দাঁড়ানো লোকটা উশখুশ করছিল। লম্বা লোকটা মোবাইল বন্ধ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে প্রলয়বাবু। ছেলেকে ডাকুন। শুনলেনই তো, আমরা কোনওরকম জবরদস্তি করতে চাই না। প্লিজ, আপনারা কো-অপারেট করুন। এমন কিছু করবেন না যাতে আমরা জোর করতে বাধ্য হই।"

BanglaBook.org

প্রলয়বাবু অসহায়ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। পশ্চিমদিকের কোণের ঘরটা শ্রীশের। প্রলয়বাবু যাওয়ার আগেই শ্রীশ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পরনে হাল ফ্যাশনের ট্র্যাকসুট ধরনের কালো পায়জামা, গায়ে একটা সাদা টি শার্ট। টি শার্টের বুকে রং দিয়ে আঁকিবুকি কাটা। চব্বিশ বছরের এই তরুণটিকে দেখতে সুন্দর। গায়ের রং তার মায়ের মতো ফরসা। মাথার চুল ছোট-ছোট, চোখ দুটো ঝকঝকে। ক্লিন শেভ্‌ন। সাদা-কালো পোশাকে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। শ্রীশের হাতে পেন। কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঙ্গে পেন রাখার দরকার হয় না। শ্রীশ রাখে। জরুরি চিঠিপত্র টাইপ করার আগে সে কাগজে খসড়া করে নেয়।

"কী হয়েছে বাবা?"

প্রলয়বাবু কাঁপা গলায় বললেন, "বাবলু এঁরা পুলিশ। তোমার কাছে এসেছেন।"

শ্রীশ বিস্মিত গলায় বলল, "পুলিশ! আমার কাছে?" লম্বা লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কী ব্যাপার, বলুন।"

লম্বা লোকটা একঝলকে শ্রীশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিল। ফিরে তাকাল বারান্দায় পাহারা দিয়ে দাঁড়ানো সঙ্গীর দিকে। সে মাথা নাড়ল। মনে হয়, এই ছেলেকেই যে তারা নিয়ে যেতে এসেছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করল। তবু লোকটা জিজ্ঞেস করল, "আপনিই শ্রীশ সেনগুপ্ত?"

শুধু শান্ত আর ভদ্রই নয়, শ্রীশ যথেষ্ট স্মার্ট ছেলে। কিছুদিন আগেই সে কলকাতার বেশ নামী এক ইনস্টিটিউট থেকে ম্যানেজমেন্ট কোর্স পাস করেছে। তার রেজাল্টও উপরের দিকে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউগুলোতে তার স্কোর ভাল। বেশ কয়েকটা চাকরির অফার এসে গিয়েছে। তবে সেসব কাজ তার পছন্দ হয়নি।

BanglaBook.org

তার নজর উপরে। পুলিশ শুনে নার্ভাস হয়ে যাওয়ার মতো দুর্বল মনের ছেলে শ্রীশ নয়, হলেও মুখে তা ফুটে উঠবে না।

"হ্যাঁ বলুন। কী জানতে চান? এনি প্রবলেম?"

লম্বা লোকটি শ্রীশের দিকে দু'পা এগিয়ে এল, "একটু প্রবলেম আছে ভাই। তবে কথা তো এখানে বলা যাবে না। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

প্রলয়বাবু বললেন, "কোথায়? থানায়?"

"প্রথমে থানায়, পরেরটা এখনই বলতে পারছি না," কথা শেষ করে লোকটা হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। বলল, "এবার কিন্তু সত্যি আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

শ্রীশ একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে বলল,"ঠিক আছে, আপনারা একটু ওয়েট করুন, আমি চেঞ্জ করে আসছি।"

লম্বা লোকটা এবার কঠিন গলায় বলল, "চেঞ্জের দরকার নেই। আপনি আসুন।"

স্মার্ট শ্রীশ এতক্ষণে নার্ভাস বোধ করল। পোশাক বদলাতে দেবে না। মানে, তার চলাফেরার উপর এরা নিয়ন্ত্রণ শুরু করতে চাইছে? সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি কি আমার মোবাইলটা নিয়ে আসতে পারি?"

দ্বিতীয়জন বারান্দার কাছ থেকে সরে এসে শ্রীশের বাঁ হাতের কব্জির কাছটা আলতোভাবে ধরল। গলাখাঁকারি দিয়ে ধমক দেওয়ার ঢঙে বলল, "মোবাইল লাগবে না, আপনি চলুন দেখি। অনেক ভ্যাজরভ্যাজর হয়েছে।"

প্রলয়বাবুর মনে হচ্ছে, তাঁর শরীরটা পাথরের মতো ভারী হয়ে যাচ্ছে, তিনি নড়তে পারছেন না। গোটা ঘটনাটাই তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, পুলিশ শ্রীশকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যে-ছেলের বিরুদ্ধে কখনও তাঁকে

BanglaBook.org

কোনও কমপ্লেন শুনতে হয়নি, না স্কুলে, না পাড়ায়, জীবনে বোধ হয় এক-আধবারের বেশি গায়ে হাত তুলতে হয়নি, সেই ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে! এতক্ষণ তাও এদের কথাবার্তা খানিকটা নরম মনে হচ্ছিল। এবার কর্কশ হচ্ছে। গালিগালাজও শুরু করছে। অলকা খুব চেষ্টা করলেন কান্না লুকোতে। পারলেন না। আঁচলে মুখ চেপে ডুকরে উঠলেন।

রান্নাঘরের দরজায় রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে রত্না। ঘটনায় সে যতটা না ভয় পেয়েছে, তার চেয়ে অবাক হচ্ছে অনেক বেশি। পুলিশের ধরপাকড়ে সে অভ্যস্ত। তাদের বসতিতে মাসে একবার-দু'বার করে পুলিশ হানা দেয়। নিয়ম করে একে-তাকে ধমকে যায়। অকারণে মুখখারাপ করে। সকলে বলে 'রুটিন খিস্তি'। পুলিশ যেমন রুটিন করে টহল মারে, তোলা তোলে, তেমন রুটিন খিস্তিও দিয়ে যায়। তা হলে বাবলুদা কি কোনও ঝামেলা করে এসেছে? অসম্ভব! প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল সে এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করছে। এই ছেলেকে সে কোনওদিন কোনও গোলমাল করতে দেখেনি। রাত করে ফেরে না। উঁচু গলায় ঝগড়া করে না। মদটদ খাওয়া তো দূরের কথা, সিগারেট খেলেও লুকিয়ে ছাদে চলে যায়। একে পুলিশ ধরতে আসবে?

BanglaBook.org

শ্রীশকে সামনে রেখে দু'জনে নামতে শুরু করল। প্রলয়বাবু কয়েকধাপ নেমে বললেন, "অভিযোগটা কি জানতে পারি?"

লম্বা লোকটা মুখ না-ঘুরিয়ে বলল, "এখনও কোনও অভিযোগ দেওয়া হয়নি।"

প্রলয়বাবু মনে জোর এনে আরও দু' ধাপ নেমে এলেন, "সে কী! কোনও চার্জ ছাড়াই একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"বললাম তো, অ্যারেস্ট করিনি।"

"আমি থানায় যাব?"

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে লম্বা লোকটা নির্লিপ্ত গলায় বলল, "আসতে পারেন।"

অম্বা আবার বই হাতে বারান্দায় চলে এসেছে। সে ভেবেছিল, ডাকাত পড়ার কারণে প্রলয়জেঠুর বাড়িতে হইচই শুরু হয়ে যাবে। সেরকম কিছু না-হওয়ায় সে খানিকটা সাহস ফিরে পেয়েছে। তা হলে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু নয়। সত্যি হয়তো ওঁদের বাড়িতে কেউ বেড়াতে এসেছে। তবে খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ভুল ভাঙল। সে রাস্তার আবছা আলোয় দেখতে পেল, লোকগুলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে বাবলুদা রয়েছে। তার গায়ে ঘরে পরার পোশাক। পোর্টিকো ধরে দ্রুত হেঁটে এসে তারা গাড়ির সামনে দাঁড়াল। অম্বা এবার দেখতে পেল, একজন বাবলুদার কোমরের কাছটা ধরে আছে। অন্যজন হাত রেখেছে কাঁধে। সেই রাখাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। যেন খামচে রেখেছে। বেঁটে লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ধরে ওদের ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল। বাবলুদাকে জোর করে ভিতরে ঠেলে দেওয়া হল। সবাই উঠতে না-উঠতেই গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বেঁটে লোকটা একছুটে ঘুরে এসে সামনে ড্রাইভারের পাশে উঠে পড়ল। দরজা বন্ধ হতে না-হতেই গাড়ি ছুটল। গোটা ঘটনাই ঘটল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অম্বা মিনিট দেড়েক সময় নিল। তার পরেই মাকে ডাকতে ঘরে ঢুকে পড়ল। সে বুঝতে পারেনি, প্রলয়জেঠুর বাড়িতে কারা এসেছিল। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে, যারাই আসুক, তারা বাবলুদাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

অচিরার মন এই মুহূর্তে একই সঙ্গে ভাল এবং খারাপ।

ভাল হওয়ার কারণ অচিরা জানে, খারাপ কেন বুঝতে পারছে না। সম্ভবত এটা মনের ভিতরকার নিজস্ব ঝগড়াঝাঁটি। চেতন মনে ভাল কিছু ঘটলে অবচেতন মন হিংসেয় হয়তো মুখ গোমড়া করে ফেলে। আবার অনেকসময় বেশিরকম ভালবাসায় একটা কষ্ট হয়, মন খারাপ লাগে। যাই হোক, সব মিলিয়ে অচিরার দারুণ লাগছে। আবার একটু লজ্জাও করছে। যতই হোক, বিষয়টা বিয়ে সংক্রান্ত। বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে যে-কোনও মেয়েরই লজ্জা হয়। সে টেব্‌লের উলটোদিকে বসে থাকা কালোকুলো, গাবদাগুবদো চেহারার ছেলেটির দিকে ঠিকমতো মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। না-তাকিয়েই বুঝতে পারছে, ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। রাগ হচ্ছে অচিরার। ইচ্ছে করছে, চারপাশ ভুলে গিয়ে ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

অচিরা মুখ নামিয়ে খালি প্লেটের উপর হাতের চামচটা নাড়াচাড়া করল। যেন অদৃশ্য খাবার গোছাচ্ছে।

শৌভিক ঝুঁকে পড়ে বলল, "কই, হাঁ-না কিছু বললে না তো? ইয়েস অর নো?"

অচিরা চোখ না-তুলে ফিসফিস করে বলল, "কী বলব বুঝতে পারছি না।"

শৌভিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কী বুঝতে পারছ না? ফিজ়িক্সের কোনও প্রবলেম হলে বলো, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

অচিরা মুখ তুলে বলল, "তুমি কি সত্যি বলছ? নাকি ঠাট্টা করছ শৌভিক?"

"না, মিথ্যে বলছি। আই অ্যাম লাইয়িং!"

BanglaBook.org

অচিরার খুব গর্ব হচ্ছে। এই ঝকঝকে, লেখাপড়ায় দুর্দান্ত ছেলেটা তাকে ভালবাসে সে জানত, কিন্তু এতটা ভালবাসে জানত না। এত ভালবাসার সে কি যোগ্য?

শৌভিক ভুরু তুলে বলল, "কী ব্যাপার বলো তো অচিরা। তোমার কি আমাকে পছন্দ নয়?"

অচিরা এবার না-হেসে পারল না। বলল, "না, পছন্দ নয়। আমার মা কালো জামাই কিছুতেই মেনে নেবেন না। শুধু তো কালো নয়, পাত্র আবার মোটা!"

আওয়াজ করে হেসে উঠল শৌভিক, "দ্যাখো না, চারবছর পরে কেমন স্লিম হয়ে ফিরে আসি। তুমি যদি চাপাচাপি করো, গায়ের রংও বদলে ফেলব। আমেরিকায় সব হয়। মগজ বদলে যায়, তো সামান্য গায়ের রং! রঙের শেড-কার্ড পাঠিয়ে দেব। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে পছন্দের কালারে টিক মেরে পাঠাবে। সেইমতো স্কিন পালটে নেব," কথা শেষ করে আবার হাসল শৌভিক।

অচিরা খেয়াল করে দেখল, শৌভিককে যেন আজ বেশি কনফিডেন্ট লাগছে। প্রতিটি কথা জোর দিয়ে বলছে। শৌভিক হাসি থামিয়ে বলল, "আর কিছু খাবে? আর একটা পকোড়া বলব? খাও না, এখানকার চিকেন পকোড়া তো ভাল।"

অচিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "খেপেছ? বাড়ি গিয়ে খেতে হবে না? বাইরে খেয়ে গেলে ধরা পড়ে যাব।"

শৌভিক হেসে বলল, "ধরা পড়লে কী হবে? কিছুদিন পরে তো সকলে জানতেই পারবে আমরা স্বামী-স্ত্রী।"

'স্বামী-স্ত্রী' শুনে নিমেষের জন্য অচিরার গালে রক্ত জমল। একটু ভয়-ভয়ও করছে। দিদির ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি টেব্‌লের উপর থেকে টিসু তুলে ঠোঁট মুছল, "সবাই জানবে মানে?"

BanglaBook.org

শৌভিক মুখের ভিতর নিজের জিভটাকে একবার পাক খাইয়ে নিয়ে বলল, "বাঃ, জানবে না? বিয়ে করব, অথচ লোকে জানতে পারবে না? আমরা কি অন্যায় কিছু করছি?"

অচিরা দ্রুত চারপাশে তাকিয়ে টেব্‌লের উপর রাখা শৌভিকের হাতে আলতো করে একটা চিমটি কাটল, "অ্যাই, আস্তে বলো, লোকে শুনতে পাচ্ছে!"

"ধুর, শুনলে শুনবে! হু কেয়ার্‌স? যদি বলো, আমি এখনই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারি, 'এই যে দাদা-দিদিরা শুনছেন, আমি আমার প্রেমিকা অচিরা সেনগুপ্তকে খুব শিগ্‌গিরই বিয়ে করতে চলেছি। আপনারা হাততালি দিয়ে আমাদের উইশ করুন,'" কথা বলতে বলতে সত্যি দুটো হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'পাশে ছড়িয়ে দিল শৌভিক।

অচিরা হেসে ফেলল। চোখ নাচিয়ে বলল, "এই যে স্যার। এটা আমেরিকা নয়, এটা কলকাতা। ওভাবে বিয়ের কথা বললে পাবলিক পিটুনি দেবে। গণধোলাই বোঝো?" হাত মুঠো করে কিল দেখাল অচিরা।

শৌভিক ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে মাথা ঝোঁকাল। বলল, "দিলে দেবে। আমি তোমার জন্য গিলোটিনে পর্যন্ত চড়তে রাজি আছি, পিটুনি তো কোন ছার!"

অচিরার খুব ভাল লাগছে। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ইস, বিরাট বীর এসেছেন!"

বাইপাসের ধারের এই রেস্তরাঁটা পুজো বা ক্রিসমাসের মতো অকেশন ছাড়া মূলত ফাঁকাই থাকে। শপিংমলের তিনতলার টেরেস জাঁকজমকহীন, ক্যাজুয়ালভাবে সাজানো। ছাদের উপর ছড়ানো-ছিটনো টেব্‌ল। মাথার উপর একটা করে রঙিন ছাতা। ছাতার নীচে গা ঢাকা দেওয়া ঝাপসা আলো। কেউ কারও ঘাড়ে পড়ার সুযোগ

BanglaBook.org

নেই। অচিরা এখানে কমই এসেছে। একবার শৌভিকের জন্মদিনে এসেছিল, আজ আবার এল। শৌভিকই নিয়ে এল। টিউশন সেরে প্রফেসর নাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মুখে মোবাইলে শৌভিকের মেসেজ পেল সে। সংক্ষিপ্ত মেসেজ, 'প্লিজ় ওয়েট, ভেরি আর্জেন্ট।' শৌভিক এক লাইনের বেশি মেসেজ করতে পারে না।

টিউশনের দিনটায় মৌলালি থেকে তপস্যার গাড়িতে ফেরে অচিরা। মেসেজ দেখে থমকে গেল, "এই রে!"

তপস্যা মুখ ফিরিয়ে বলল, "কী হল? এনি প্রবলেম?"

একইসঙ্গে হেসে এবং মুখ কাঁচুমাচু করে অচিরা বলল, "শৌভিক মেসেজ করেছে।"

তপস্যা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "বাব্বা, এমনভাবে বলছিস, যেন আজ প্রথম করল।"

অচিরা তপস্যার হাত ধরে বলল, "সরি তপস্যা, তুই চলে যা। ও আসছে।"

তপস্যা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বলল, "চলে যাব কেন? আমিও তোদের সঙ্গে থাকব।"

অচিরা উৎসাহ দেখিয়ে বলল, "থাক না, খুব ভাল হবে। শৌভিককে তো জানিস, ও কিছু মনে করবে না। তিনজনে আড্ডা হবে।"

"থাকবই তো। কিছু মনে করলেও থাকব, না-করলেও থাকব। তোদের পাশে-পাশে হাঁটব। তোরা যখন বসে চা খাবি, উলটোদিকে বসে আমিও চা খাব। তারপর শৌভিকদা যখন ট্যাক্সি করে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাবে, আমিও ট্যাক্সিতে উঠে যাব। বাইপাসে ট্যাক্সি উঠলে শৌভিকদা তোকে জড়িয়ে চুমু খেতে যাবে, আমি মুখ এগিয়ে দেব। হি হি!"

BanglaBook.org

অচিরাও হাসতে হাসতে তপস্যার পিঠে চড় মারল। মেয়েটা এইরকমই। ফাজিল ধরনের। দুটো কথার পর একটা অসভ্য কথা না-বলে পারে না।

"যা ভাগ! তোকে থাকতে হবে না।"

"কেন, চুমুর কথা শুনে হিংসে হল?" চোখ নাচিয়ে বলল তপস্যা। গলা নামিয়ে বলল, "অ্যাই অচিরা, শৌভিকদা তোকে কখনও চুমু খেয়েছে?"

অচিরা চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, "চুমু খেয়েছে কি না বলব না, তবে মাথা খেয়েছে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। হ্যাঁরে, শুনলাম, ও নাকি বাইরে কোথায় ডক্টরেট করতে যাচ্ছে? সেদিন কাজরী না চৈতালি কে যেন বলল, সত্যি?"

"হ্যাঁ, প্রায় ফাইনাল। ওর ইউনিভার্সিটি শৌভিকের থিসিসের সিনপসিস দেখে ভীষণ প্লিজ্‌ড। সব ঠিকঠাক হলে মাসতিনেক পরেই চলে যাবে," চেষ্টা করেও অচিরা গলা থেকে গর্বের ভাবটা পুরোপুরি লুকোতে পারল না।

তপস্যা সেটা বুঝতে পারল। হেসে হাত বাড়িয়ে বলল, "কনগ্র্যাট্‌স! আই ফিল জেলাস। দারুণ খবরটা এতদিন চেপে গিয়েছিলে বাছাধন?"

অচিরা বলল, "আমাকে কনগ্র্যাচুলেশনস জানাচ্ছিস কেন? আমি কী করলাম? আমি তো আর স্টেটসে যাচ্ছি না। তা ছাড়া সবে দিন দশ-বারো হল মেল এসেছে। ওরা কাগজপত্র সব চেয়ে পাঠিয়েছে। এদিকে ছেলের তো এখনও পাসপোর্টই হয়নি। অ্যাপ্লাই করেছে।"

"তা হলে আর কী, বছরখানেক পর এম এ পরীক্ষা শেষ করে তুমিও উড়ে যেয়ো পাখি!"

অচিরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ইস, আমায় কে নেবে?"

BanglaBook.org

তপস্যা হেসে বলল, "ও তোমায় ভাবতে হবে না। কপোত যখন যাচ্ছে, কপোতীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সে-ই করবে। তা শ্রীরাধা তুমি কি এই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি আমি কোথাও নামিয়ে দেব?"

অচিরা বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, আমি বাসস্টপে চলে যাচ্ছি, ওখানেই শৌভিক আসবে।"

"ভালই হয়েছে। কদমতলার বদলে বাসতলা," হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে পড়ল তপস্যা। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "বেস্ট অফ লাক। মনে হচ্ছে সামথিং উইল হ্যাপেন টু ডে। আজ কিছু একটা ঘটবে।"

অচিরা হাত তুলে চড় দেখাল। তবে সত্যি আজ ঘটনা ঘটেছে। ট্যাক্সি করে সটান এই রেস্তরাঁয় অচিরাকে নিয়ে এসেছে শৌভিক।

অচিরা অবাক হয়ে বলল, "ও মা, আমি কী বলব? তুমিই তো লিখেছ আর্জেন্ট কথা আছে, বলবে তো তুমি।"

শৌভিক মাথা চুলকে বলল, "ও আমিই বলেছিলাম, না?"

অচিরা অবাক হয়ে বলল, "বাঃ, ডেকে এনে ভুলে গেলে? আচ্ছা মানুষ তো! নাও, তাড়াতাড়ি বলো। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে সমস্যা আছে। জানোই তো, প্রলয় সেনগুপ্ত রাত করে ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফেরা পছন্দ করেন না?"

কৌতুকভরা চোখে শৌভিক বলল, "কী হবে? বকবেন?"

"বকবেন না? তোমার মতো তো নয়, বাবা-মা সবাই দুর্গাপুরের বাড়িতে, আর এখানে একা কখনও হস্টেলে, কখনও পেয়িং গেস্ট হয়ে রয়েছি। এখন আর বকে না, তবে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হয়। আমার বাবা-মা এখনও খানিকটা প্রাচীনকালে পড়ে আছেন। তা ছাড়া দিদির ঘটনার পর থেকে ওঁরা আরও স্কেপটিক্যাল হয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে নিয়েও খুব ভয়।"

BanglaBook.org

'দিদি' শুনে নাক কোঁচকাল শৌভিক, "ড্যাম ইট! কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা করলে অচিরা? তোমার দিদি যার সঙ্গে পালিয়েছিল, দ্যাট ফেলো ওয়াজ় আ ক্রিমিনাল। তুমিই তো বলেছ, লোকটা কিছুদিন জেলও খেটেছে। কী যেন নাম, নির্মল না সুনির্মল?"

কথাটা শুনে এত আনন্দের মধ্যেও অচিরার খারাপ লাগল। মুখ নামিয়ে বলল, "নির্মল। দিদি তো জানত না। সেও ঠকেছে।"

শৌভিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি জেলে যাচ্ছি না অচিরা, আমেরিকার এক বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি। তোমার পেরেন্টস নিশ্চয়ই এই ডিফারেন্সটা বুঝবেন।"

অচিরা বলল, "বাদ দাও ও-কথা।"

"আমি কখনও এসব বলি না। তুমি প্রসঙ্গটা তুললে, তাই!"

এটা সত্যি। শৌভিক কখনওই এই বিষয়ে অচিরার কাছে কোনও কৌতূহল দেখায় না। যেদিন প্রথম অচিরা তাকে ঘটনাটা জানায়, সে বরং খানিকটা অবাকই হয়। ঘটনা বলার সময় অচিরা তার দিদির দিক টেনেই বলেছিল। বাজে লোকটাকে ভালবেসে কতটা ঠকেছে, সেই কথা।

শৌভিক বলেছিল, "আমাকে এসব বলছ কেন? ইট্‌স হার পার্সোনাল ম্যাটার।"

অচিরা গাঢ় স্বরে বলেছিল, "আমার মনে হল, তোমার সবটাই জানা উচিত। শুধু আমাকে নয়, আমার ফ্যামিলিকে জানা দরকার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হাইড এনিথিং। পরে কোনও জায়গা থেকে শুনলে, তুমি ভাববে, আমি আমার পরিবারের একটা ব্ল্যাক স্পট লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমার কাছে আমি কিছু লুকোতে চাই না শৌভিক।"

শৌভিক হেসে অচিরার হাতটা ধরে বলেছিল, "ধুর, এর মধ্যে হোয়াইট-ব্ল্যাকের কী আছে? কোনও ফ্যামিলির একজন কী করল,

BanglaBook.org

তাই নিয়ে বাকি সবাইকে বিচার করা যায়? আমার বাবা তো একসময় দোকানে বসতেন। মুদির দোকান। সো হোয়াট? আমরা কি গুষ্টিসুদ্ধ সবাই গ্রসারি শপ খুলে বসেছি? আমার দাদা বেঙ্গালুরুতে সেটেল্‌ড। গাড়ির ডিজ়াইনিং-এর কাজ নিয়ে ইউরোপ ঘুরে এসেছে তিনবার। তোমার দিদির ঘটনা তুমি আমাকে না-বললেও কিছু এসে যেত না অচিরা।"

শৌভিকের এই উদার মন অচিরাকে আরও বেশি করে যেন এই ছেলের প্রেমে ফেলে দিয়েছিল। অন্য কেউ হলে প্রেমিকার বাড়ির কেচ্ছা শুনলে চিন্তায় পড়ত। মুখে হয়তো কিছু বলত না, কিন্তু মনের মধ্যে খচখচানি রাখত। পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে এই ধরনের ঘটনা বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষাদীক্ষা, আধুনিকতা বেশিরভাগ সময়ই গলে যাওয়া মেকআপের মতো মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বীভৎস দেখায়। অচিরাকে দেখতে হৈমন্তীর মতো উগ্র সুন্দর নয়। শান্ত, স্নিগ্ধ ধরনের চেহারা। গায়ের রং পরিষ্কার। মেকআপ বলতে কখন সখনও চোখের উপর হালকা শেড। সব মিলিয়ে ছিমছাম টিপিক্যাল একটা বাঙালি মেয়ের ভাব। শৌভিককে এটা খুব টানে। আর সেই কারণেই মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হলেও, চড়া সাজগোজ করে না অচিরা। আজও করেনি। জিন্‌সের উপর লাল রঙের একটা টপ পরেছে।

শৌভিক গুরুগম্ভীর কায়দায় বলল, "এই যে তোমার বাবা নজর রাখেন, দিস ইজ় গুড। মাথার উপর শাসন করার লোক থাকা ভাল। নইলে ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। হয় ডিস্কোথেক, নয় পলিটিক্স। দুটোই বোগাস! যাদের কিস্‌সু হওয়ার নয়, ওসব তাদের স্ট্রিম।"

অচিরা চোখ পাকিয়ে বলল, "অ্যাই, সবাই বোগাস নয়। আমার বাবা কিন্তু একসময় পলিটিক্স করতেন। স্টুডেন্ট পলিটিক্স।"

উর্দিপরা বেয়ারা এসে প্লেট-ভরতি পকোড়া দিয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

শৌভিক একটা মুখে ফেলে তৃপ্তিতে কামড় দিল। পড়াশোনার মতো সে খাওয়াদাওয়াও ভালবাসে।

"তোমার বাবার সময় আর এখনকার সময় এক নয় অচিরা। কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোয় দেখছ না, পলিটিক্সের নামে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড চলছে? গোলমাল, হইচই লেগেই আছে। অ্যাকাডেমিক অ্যাকটিভিটিজ় সব ডকে উঠেছে। শুধু বাইরের গোলমাল নয়, বছরের পর বছর পলিটিক্স ইনস্টিটিউশনগুলোর ভিতরটাও ফোঁপরা করে দিয়েছে। টিচার লেভেলে পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফ্যাকাল্টিগুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমার রিসার্চের জন্য সিনপসিস নিয়ে কতজনের কাছে যে গিয়েছি, জাস্ট টু ব্রাশ আপ। একটু মেজেঘষে দেবেন। দেখলাম, মোস্ট অফ দেম আর নট কম্পিটেন্ট ইনাফ। থ্যাঙ্ক গড, আমাকে এখানে রিসার্চ করতে হচ্ছে না। কোনও সিরিয়াস ছেলেমেয়েই অবশ্য করে না। সবাই বাইরে পালাতে চায়।"

"তুমি কি এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে আমাকে লেকচার দেওয়ার জন্য এখানে ডেকে আনলে? তাও আবার আর্জেন্ট কল দিয়ে?"

শৌভিক লজ্জা পেয়ে বলল, "সরি। ঠিক আছে, এবার কাজের কথায় আসি," চেয়ারে সোজা হয়ে বসে শৌভিক বলল, "অচিরা, আজ দুপুরে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

শৌভিকের কথা বলার ধরনটাই মজার। অচিরা হেসে বলল, "কী সিদ্ধান্ত? রিসার্চের বিষয় বদলাচ্ছ নাকি?"

"রসিকতা নয়, আমি ডিসিশন নিয়েছি, আমেরিকা চলে যাওয়ার আগে তোমাকে বিয়ে করে যাব।"

অচিরার মুখ থেকে পকোড়ার টুকরো প্রায় পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ছেলেটা কী বলছে? নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে। বিয়ে করবে! মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল নাকি?

BanglaBook.org

"এখন বিয়ে করবে?" চোখ বড় করে বলল অচিরা।

শৌভিক ঠিক একইরকম চোখ বড় করে বলল, "হোয়াই নট? তুমি কি এখন আঠেরো হওনি? আঠেরো না হলে অবশ্য করা যাবে না," তারপর টেব্‌লের উপর সামান্য ঝুঁকে বোকা ধরনের হাসল। বলল, "সোশ্যাল কিছু নয়, জাস্ট রেজিস্ট্রি করব।"

এরকম একটা অদ্ভুত কথা শোনার জন্য অচিরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। থাকার কথাও নয়। বলা নেই, কওয়া নেই, শৌভিক একেবারে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসছে! বুকের ভিতরটা ধুকপুক করল। ইচ্ছে করছে শৌভিকের হাতটা নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে সেই ধুকপুকানি শোনায়।

"তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না শৌভিক।"

"বুঝতে হবে না, তুমি শুধু বলো ইয়েস অর নো?"

নিজেকে সামলাতে সময় চাই। অচিরা খানিকটা সময় নিল। বিয়ে বলতে আবার দিদির কথা মনে পড়ে গেল। শৌভিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ এত তাড়াহুড়োর কী ঘটেছে? বিয়ে তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তুমি ফিরে এসো।"

শৌভিক চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "তাড়াহুড়োর কিছু নয়। হঠাৎ মনে হল, এই চার বছরের মাঝখানে আমি যদি ফিরতে না-পারি?"

অচিরা হেসে বলল, "তা হলে কী হবে? বাবা-মা ধরে বেঁধে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন?"

শৌভিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "মে বি। ছাত্র হিসেবে ভাল হলেও পাত্র হিসেবে আমি এখনও কিছু নই। কবে হব, তাও জানি না। অমন স্কলার বিদেশে হাজার-হাজার ঘুরে বেড়ায়। সেটল্‌ড হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। সময় লাগে। দে মে নট ওয়েট ফর দ্যাট। ধরো, দুম করে ওরা একটা জম্পেশ ছেলে পেয়ে গেল। ছেলের বিরাট

BanglaBook.org

ব্যাবসা। তিনটে হোটেলের মালিক। আমার মতো ভোঁদাইমার্কা চেহারা নয়, কার্তিকঠাকুরের মতো। কী করবেন তাঁরা?"

অচিরা ভুরু নাচিয়ে বলল, "তারা কী করবে জানি না, তবে আমি কিন্তু ওই ছেলের গলা ধরে ঝুলে পড়ব বাপু। হাতের কার্তিক পায়ে ঠেলার মতো বোকামি আমি করতে পারব না।"

শৌভিক ছেলেমানুষের মতো টেব্‌লে ছোট্ট চাপড় মেরে বলল, "দ্যাট্‌স দ্য পয়েন্ট। তাই সেই পথটি আমি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়ে যেতে চাই," কথাটা শেষ করে সুন্দর করে হাসল শৌভিক, তারপর হাত বাড়িয়ে অচিরার হাত ছুঁয়ে বলল, "আমি চাই না, আমাদের সন্তানরা এই দেশের নাগরিক হোক। তাতে ভবিষ্যতে ওদেরই সুবিধে হবে।"

অচিরা চোখ কপালে তুলে বলল, "বাপ রে, তুমি এখনই একেবারে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ভেবে ফেলেছ?"

শৌভিক গ্লাস তুলে জলে চুমুক দিল, "কেরিয়ার জিনিসটাই এরকম। অনেক আগে থেকে ভাবতে হয়। এর পর ওখানে চলে গেলে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব, এত ভাবাভাবির সময় থাকবে না। যখন সময় আসবে তখন হয়তো লেট হয়ে যাবে। সেইজন্য আমি গুছিয়ে যেতে চাইছি। এখনও মাসতিনেক সময় আছে, এই সপ্তাহে রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিশ দিয়ে দেব।"

অচিরার আবার বুক ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। শৌভিকের সঙ্গে তার পরিচয় মাত্র দু'বছরের। এর মধ্যে মানুষটা তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ভাবতেই আনন্দে বুক ভরে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরেই তপস্যাকে ফোন করবে। তাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। যতই ফাজিল হোক ও তো বলেছিল, আজ একটা কিছু ঘটবে। সামথিং উইল হ্যাপেন। সত্যি ঘটল! একটা মেয়ের জীবনে এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কী ঘটতে পারে? তবে বিয়ের ঘটনা সে

BanglaBook.org

অবশ্যই বাড়িতে জানাবে। আজ না হোক, দু'দিন পর জানাবে। বাবা-মা এবং তাদের যে দুঃখ এবং লজ্জা দিয়েছিল দিদি, সে তা করতে পারবে না।

অচিরা নিচু গলায় বলল, "আমি কিন্তু বাড়িতে জানাব।"

শৌভিক ভুরু কুঁচকে বলল, "বাড়িতে এখনই জানানোর দরকার কী? কিছুদিন যাক, দু'-একটা বছর, তারপর সিচুয়েশন বুঝে বললেই হবে।"

"তা নয় শৌভিক। দিদির ঘটনাটার পর থেকে বাবা-মা খুবই আপসেট। আমরা সকলেই... আমিও যদি লুকিয়ে কিছু করি... তুমি তো বললেই, তোমার বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা!"

শৌভিক সামান্য অস্বস্তির মধ্যে পড়ল, "তবু একজন স্টুডেন্টের সঙ্গে তাঁরা মেয়েকে কি এখনই বেঁধে দিতে চাইবেন? তাঁদের অন্যরকম ভাবনাচিন্তা থাকতে পারে।"

অচিরা হেসে বলল, "এরকম করে বলছ কেন? তোমার মতো ছেলে পেলে তাঁরা নিশ্চয়ই দারুণ খুশি হবেন। কিন্তু লুকিয়ে বিয়ে করে আমি তাঁদের আর দুঃখ দিতে পারব না।"

শৌভিক হাত তুলে বলল, "ফাইন। আমার কোনও সমস্যা নেই। যদি বলো, বাবাকে একদিন ফোন করতে বলতে পারি।"

"তা হলে তো খুব ভাল হয়।"

হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল অচিরা। রাত হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন।

"চলো, চলো! ইস, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে যে কীভাবে ম্যানেজ করব!"

"ডোন্ট ওরি, তোমাদের বাড়ি তো এখান থেকে কয়েকমিনিট। ট্যাক্সিতে উঠলেই শাঁ করে পৌঁছে যাব।"

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে ব্যাগ থেকে চুপ করিয়ে রাখা মোবাইলটা

BanglaBook.org

বের করল অচিরা। দেখল, দশটা মিস্‌ড কল। সব ক'টা মায়ের। মা তপস্যাকে ফোন করেননি তো? তা হলে ঝামেলা। তপস্যাকে একটা ফোন করে জেনে নেওয়া উচিত। তপস্যাকে ফোনে ধরা গেল না। লাইন ব্যস্ত। বাইপাস দিয়ে ট্যাক্সি যখন সল্টলেকের দিকে বাঁক নিল, শৌভিক অচিরার হাতটা ধরে বলল, "এনি প্রবলেম ম্যাডাম? চিন্তার কিছু ঘটেছে? মুখ শুকনো কেন? বিয়েটা কোনও চিন্তার বিষয় নয়। আনন্দের ব্যাপার। তুমি যেমন চাইবে তেমন হবে।"

অচিরা রাগ করে বলল, "না, প্রবলেম নয়, বিরাট আনন্দ। বাড়িতে ফিরলে আমার জন্য আজ সন্দেশ, রসগোল্লা তোলা আছে। তুমি গেলেও ভাগ পাবে। হবু জামাই বলে কথা!"

শৌভিক দু'হাত দিয়ে অচিরার ডান হাতের পাতা তুলে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল, "অফ কোর্স যাব। একদিন তোমার বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করে আসব।"

বাড়ির কাছে চলে এসেছে ট্যাক্সি। কথা বলতে বলতে অচিরা মোবাইলের নম্বর টিপল। একবার বাজতেই ওপাশে অলকা ফোন ধরে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, "কোথায় তুই? ফোন ধরছিস না কেন?"

BanglaBook.org

মায়ের বাড়াবাড়িতে যেমন একটু ভয় পেল, তেমন বিরক্তও হল অচিরা। একদিন দেরি হয়েছে বলে একেবারে আর্তনাদ করতে হবে? দিদির ভূত কি এঁদের ঘাড় থেকে কোনওদিন নামবে না?

"ফোন সাইলেন্ট মোডে ছিল মা, তপস্যার ওখানে নোট্‌স নিতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছে। তুমি ওরকম চেঁচাচ্ছ কেন? সবে তো দশটা বাজে। এই তো এসে গিয়েছি।"

অলকা টেলিফোনেই কেঁদে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি আয়, বাবলুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। তোর বাবা থানায় গিয়েছেন।"

॥ ৫ ॥

সেন্ট্রিকে দিয়ে খবর পাঠানোর পরও দশ-বারো মিনিট অপেক্ষা করতে হল। ওসি ব্যস্ত আছেন। প্রলয় সেনগুপ্ত ছটফট করছিলেন। দশমিনিট তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অনন্ত সময়। একেই থানায় পৌঁছোতে খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। তিনি একা আসেননি। সঙ্গে পঙ্কজ মুন্সিকে নিয়ে এসেছেন। পঙ্কজ মুন্সি খেতে বসার তোড়জোড় করছিলেন। দরজা খুলে প্রলয়বাবুকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, "প্রলয়দা! ভিতরে আসুন।"

প্রলয়বাবু গলা নামিয়ে বলেছিলেন, "ভিতরে আসব না, তুমি আমার সঙ্গে বেরোতে পারবে পঙ্কজ?"

প্রলয়বাবুর চোখমুখের অবস্থা দেখে পঙ্কজ মুন্সির সন্দেহ হয়। দরজা বড় করে খুলে বলেন, "কী হয়েছে? বিপদআপদ?"

প্রলয়বাবু প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল খুঁজছিলেন। না, রুমাল আনেননি। হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফিসফিস করে বলেছিলেন, "একবার থানায় যেতে হবে।"

"থানায়! কেন? আবার চুরিটুরি কিছু হল নাকি?"

প্রলয়বাবু মাথা নামিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, বাবলুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

"বাবলু? শ্রীশকে পুলিশ ধরেছে! কী বলছেন আপনি?"

প্রলয়বাবু মুখ তুলে বলেছিলেন, "তুমি যদি আমার সঙ্গে থানায় যেতে... একা যেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।"

পঙ্কজ মুন্সি চিন্তিত গলায় বলেছিলেন, "অবশ্যই যাব। আপনি ভিতরে আসুন, আমি রেডি হয়ে আসছি।"

সাত-আট মিনিটের মধ্যে পঙ্কজ গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে ফেলেন। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঠিক কী হয়েছে বলুন তো?"

BanglaBook.org

"কী হল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না পঙ্কজ। প্লেন ড্রেসের কয়েকজন এসে ছেলেটাকে নিয়ে গেল," ভেঙে পড়া গলায় বলেন প্রলয় সেনগুপ্ত।

পঙ্কজ মুন্সি গলির বাঁক ঘুরে বলেন, "আপনি অত চিন্তা করবেন না প্রলয়দা। নিশ্চয়ই খুচরো কিছু গোলমাল। থানার ওসি আমার পরিচিত। ভদ্রলোক খারাপ নয়, দেখি না কথা বলে।"

প্রলয়বাবু গাড়ির ড্যাশবোর্ডে হাত রেখে সোজা হয়ে বসে ছিলেন। দু'পাশে ছুটে যাওয়া বহু বছরের চেনা রাস্তা, আইল্যান্ড, ঘরবাড়ি তাঁর অচেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ঠিকমতো নিশ্বাস নিতে পারছেন না। হৈমন্তী যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেদিন খুব বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধাক্কার মধ্যে আজকের অসহায় ভাব ছিল না। রাগ ছিল। মেয়ের উপর রাগ, নিজের উপর রাগ। সন্তানকে এই মানুষ করলেন? তিনি মুখ না-ঘুরিয়ে নিচু গলায় বলেন, "বাবলুকে তো তোমরা চেনো পঙ্কজ। ও কোনও গোলমাল করার ছেলে? তুমিই বলো?"

ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন প্রলয়বাবু। মেয়ে চলে যাওয়ার পর দরজা আটকে বসেছিলেন। এক্ষেত্রে দরজা আটকে বসে থাকা যায় না। এই ঘটনা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে, মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। প্রলয়বাবু টেলিফোনের পাশে রাখা নাম্বারের ডায়েরিটা তুলে এলোপাথাড়ি পাতা ওলটাতে শুরু করেন। অলকা চেয়ারে বসে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলেন, "কার নম্বর খুঁজছ?"

"জানি না।"

"পাগলের মতো করছ কেন?"

প্রলয়বাবু থমকে যান। সত্যি তো, তিনি উন্মাদের মতো আচরণ

BanglaBook.org

করছেন। কার ফোন নাম্বার খুঁজছেন তিনি? কাকে এই ভয়ংকর খবরটা দেবেন? অফিসের কাউকে? আত্মীয়দের ডাকবেন? বাড়িতে মানুষ মারা গেলে ফোনের ডায়েরি নিয়ে বসতে হয়। সকলকে খবর দিতে হয়। এ-বাড়িতে তো কেউ মারা যায়নি। ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আত্মীয়রা কী করবেন? তাঁদের ফোন করে বলার মতো এটা কোনও খবর নয়। ঘটনা একেবারে অন্যরকম হলেও হৈমীর বেলায়ও এরকম হয়েছিল। একসপ্তাহ অফিস যেতে পারেননি, ফোন ধরেননি প্রলয়বাবু। তখন কিছু করার ছিল না। এখন করতে হবে। মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন প্রলয়বাবু। কাজটা খুব কঠিন। শরীর অবশ লাগছে। মনে হয়, প্রেশারটা বেড়ে গিয়েছে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। উপায় নেই। বাড়িতে পুরুষমানুষ তিনি একা। যা করার তাঁকেই করতে হবে। সবার আগে জানা দরকার, ছেলেটাকে কেন ধরে নিয়ে গেল? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? সেটা জানার আগে কাউকে কিছু বলার মানে হয় না। মাঝখান থেকে একটা মুখরোচক গল্প ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই হবে না। শান্তিনীড় সম্পর্কে আর কত মুখরোচক গল্প ছড়াবে? হৈমন্তীর ঘটনার পর গল্প কম ছড়ায়নি। মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন শুধু বৃদ্ধা সুধাদেবী। বলেছিলেন, "যা হয়েছে মেনে নাও। মেয়ে তার পছন্দের মানুষের সঙ্গে ঘর করতে গিয়েছে, নিজেরা দুঃখ পেলেও এই কথা বাইরের লোককে বলতে লজ্জা পেয়ো না।"

প্রলয়বাবু বিড়বিড় করে বলে উঠেছিলেন, "থানার নাম্বারটা কোথায় যেন লেখা আছে?"

অলকা সোফার উপর এলিয়ে বসে পড়েছিলেন। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছিল, "থানায় ফোন করে কী হবে?"

"ছেলেটাকে কেন ধরে নিয়ে গেল সেটা তো বলবে," গলায় জোর আনার চেষ্টা করছিলেন প্রলয়বাবু। পরক্ষণেই বুঝতে

BanglaBook.org

পেরেছিলেন, অলকা ঠিক বলেছে। কান্নাকাটি করলেও তার মাথা বেশি কাজ করছে। ফোন করে লাভ হবে না। বাড়িতে এসেও যখন ওরা কিছু বলল না, তখন ফোনে বলবে আশা করাটাই বোকামি। তিনি একটু ভেবে বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আমি থানায় যাচ্ছি।"

অলকা সোজা হয়ে বসে বলেন, "একা যাবে?"

"তো কী, পাড়ার লোক ডেকে দল পাকিয়ে যাব?"

"দরকার হলে তাই যাব। একটা নিরীহ, ভাল ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, আর আমরা চুপ করে থাকব? পাড়ার সবাই জানে বাবলু কেমন ছেলে। ছেলেবেলা থেকে দেখছে," কথা শেষ না-করেই ফের উচ্চকণ্ঠে কেঁদে ওঠেন অলকা।

প্রলয়বাবু বিড়বিড় করে বলেন, "সে তো হৈমীর বেলায়ও জানত!"

রান্নাঘরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রত্না কী করবে বুঝতে পারছিল না। তবে এ-বাড়িতে যে আজ আর রান্না হবে না, সেটা বুঝতে পারছিল। তার খুব খারাপ লাগছিল। বাবলুদা সাতে-পাঁচে থাকার ছেলে নয়। এই বয়সের ছেলেছোকরারা কত সময় খারাপ হয়। ধমক দিয়ে কথা বলে, ঘর ঝাড়পোঁছ করার সময় আড়চোখে বুকের দিকে তাকায়। এই ছেলে একেবারেই সেরকম নয়। চা খেতে ইচ্ছে করলে নরমভাবে বলে, "রত্না, এক কাপ চা হবে নাকি? দ্যাখো না, মাকে লুকিয়ে ম্যানেজ করতে পারো কিনা।" সেই ছেলেকে পুলিশ নিয়ে গেল!

রত্না এগিয়ে এসে অলকার মাথার কাছে দাঁড়ায়। গলা নামিয়ে বলে, "বউদি, পিন্টুর বাবাকে আসতে দিন। দাদাবাবু না হয় ওর অটোতেই থানায় যাবেন। পিন্টুর বাবার সঙ্গে থানার দু'-একজন হাবিলদারের চেনাজানা আছে।"

কথাটা সত্যি। রত্নার স্বামীকে মাঝেমধ্যে থানায় যেতে হয়।

BanglaBook.org

নিয়ম করে টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যাপার থাকে। নইলে ওরা একটা না-একটা কেস দিয়ে দেবে। কখনও কাটা তেল, কখনও সিগন্যাল ভাঙা, কখনও রুট চেঞ্জ, যখন যা মনে হবে। কিছু না-করলে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে গুন্ডামি-হুজ্জতির কেসে টানবে। একটা সময় পর্যন্ত শুধু ইউনিয়নকে পয়সা দিলেই চলত। ওরাই সব সামলাত। এখন শুধু ইউনিয়নে হয় না। ইউনিয়ন শুধু স্ট্যান্ড সামলায়, রুটের জন্য পুলিশের সঙ্গে আলাদা ব্যবস্থা। প্রলয়বাবু ঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন, "কাউকে লাগবে না, আমি একাই যাচ্ছি। অচি ফিরতে এত দেরি করছে কেন?"

অলকা বলেছিলেন, "ফোন করেছি, বেজে যাচ্ছে। মনে হয় স্যারের ওখানে আছে।"

"ঠিক আছে, তুমি ওকে খবর দাও। আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। মাকেও কিছু বলতে যেয়ো না।"

তৈরি হয়ে নীচে নামার সময় সুধাদেবী ছেলেকে ডাকেন। ইচ্ছে না-থাকলেও বাধ্য হয়ে মায়ের ঘরে ঢুকতে হয় প্রলয়বাবুকে। বৃদ্ধা বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা। শুয়ে থাকলেও পিঠ খানিকটা তুলে রাখা যায়। প্রলয়বাবু খাটের পাশে এসে দাঁড়ান। সুধাদেবী জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে?"

প্রলয়বাবু নিজের উদ্‌বেগ লুকোতে লুকোতে বলেন, "কই, কিছু হয়নি তো।"

"কারা এসেছিল? উপরে আওয়াজ পেলাম।"

প্রলয়বাবু একটু ভেবে নিয়ে বলেন, "আমার অফিসের লোক।"

বয়স অনেক, তার উপর অসুস্থ। তবু সুধাদেবীর চোখেমুখে এখনও এক ধরনের আভিজাত্যের ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। গায়ের রং ধবধবে ফরসা। যত বয়স বাড়ছে, সেই ফরসা রং যেন বাড়ছে।

BanglaBook.org

বয়সের ভারে কুঞ্চিত কপালের উপর সাদা চুলের দু'-এক ফালি এসে পড়েছে এলোমেলোভাবে। পরিষ্কার জামাকাপড়, পরিষ্কার বিছানা ছাড়া থাকতে পারেন না। আজও সব ধোপদুরস্ত। চোখের অবস্থা ভাল নয়। বাঁ দিকের চোখটা তো খুব সমস্যা করছে। তবু তিনি পুরনো পাওয়ারের গোল চশমাটা প্রায়ই চোখে রাখেন। নাতিনাতনিরা ঠাট্টা করে।

শ্রীশ বলে, "ঠাম্মা বিছানায় শুয়ে শুয়েও ফ্যাশন ছাড়বে না!"

অচিরা বলে, "ছাড়বে কেন? এখনও ঠাম্মাকে কেমন দেখতে আছে সেটা বল দাদা? ইস ঠাম্মা, তোমার রংটা যদি আমাকে একটু দিতে!"

শ্রীশ বলে, "রং নিয়ে কী করবি? আসল জিনিসটা তো ইচ্ছে করলেও ঠাম্মা তোকে দিতে পারবে না।"

অচিরা বুঝেও না-বোঝার ভান করে বলে, "সেটা আবার কী?"

শ্রীশ মুখে চুকচুক আওয়াজ করে মুচকি হেসে বলে, "মগজ। ওটা আমি নিয়ে নিয়েছি।"

অচিরা কাঁদোকাঁদো গলায় সুধাদেবীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, "দেখেছ ঠাম্মা, দাদা আমাকে বোকা বলছে। তুমি তাড়াতাড়ি একশোটা টাকা দিয়ে আমার মন ভাল করে দাও!"

সুধাদেবী নাতি-নাতনির এই খুনসুটিতে আনন্দ পান। তিনি বালিশের তলা থেকে নোটের দলা বের করেন। বলেন, "একশো পাবি না, পঞ্চাশ নিয়ে পালা।"

একসময় নাতি-নাতনিকে বিলোনোর জন্য তিনি বালিশের তলায় টাকা রাখতেন। হৈমন্তী চলে যাওয়ার পর সেই অভ্যেস তিনি বন্ধ করেছেন। মেয়েটা বাড়ি ছাড়ার আগের দিন তাঁর কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়েছিল। নেওয়ার সময় বলেছিল "কাউকে বোলো

BanglaBook.org

না ঠাম্মা। আমার এক বন্ধু বিরাট বিপদে পড়েছে। বাবার অসুখ। নার্সিংহোমে রাখতে হবে। টাকা নেই।''

এই ঘটনা সুধাদেবীকে আঘাত দিয়েছিল। বড় নাতনি তাঁকে এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলল! একবারও তার মনে হল না, যে-বুড়িটা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, তাকেই ঠকাচ্ছে! যদিও ওই মেয়ে সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ধারণা একটু অন্যরকম। তিনজনের মধ্যে এই মেয়েটাই বোকা। বোকা না হলে কেউ ওরকম একটা খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে? তবে সেই থেকে টাকা বিলানোয় রুচি হারিয়েছেন সুধাদেবী। শ্রীশ বা অচিরাও এখন আর টাকাপয়সা নেয় না। দিতে গেলে আপত্তি করে। তবে দিনের মধ্যে দু'জনেরই একবার করে ঘরে আসা চাই। কখনও পাশে বসে দুটো কথা বলে। মনটা ভরে যায়। তবু আজও তিনি বড় নাতনিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। অচির কাছ থেকে খবর নেন। লুকিয়ে টাকা পাঠান। তবে পাঠান সাবধানে। টাকার পরিমাণ এমন হয় না, যাতে খারাপ লোকটার নজরে পড়ে।

ছেলে যে সত্যি কথা বলছে না সেটা বুঝতে সুধাদেবীর অসুবিধে হল না। তিনি চোখ থেকে চশমা খুলে বলেছিলেন, "এত রাতে অফিসের লোক?"

প্রলয়বাবু অস্বস্তিতে পড়েন। বিরক্তও হন। হাতে সময় নেই।

"রাত আর কোথায় দেখছ? তুমি এত বেশি চিন্তা কোরো না তো! খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো মা।"

সুধাদেবী মাথাটা একটু তুলে, ছেলের সাজপোশাকের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুই কোথাও বেরোচ্ছিস?"

আর ছটফটানি ঢেকে রাখতে পারেননি প্রলয়বাবু। মুখ দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করে বলেছিলেন, "একটু পঙ্কজের ওখানে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

"পঙ্কজ! সে কে?"

"উফ মা, পঙ্কজকে ভুলে গেলে? আমাদের ব্লকের সেক্রেটারি। রবিবার কী যেন মিটিং আছে। আগে কথা বলতে চাইছে।"

সুধাদেবী একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেন, "উপরে কাঁদছিল কে? বউমা?"

প্রলয়বাবু মুখ ঘুরিয়ে নিচু গলায় উত্তর দেন, "কে জানে, হৈমী বোধহয় ফোন করেছিল।"

হৈমন্তীকে নিয়ে অলকার কান্নাকাটি নতুন নয়। তবে সে-কান্নায় আগে যতটা জোর ছিল, এখন আর নেই। একতলা পর্যন্ত পৌঁছোনোর তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ছেলের কথা সুধাদেবীর বিশ্বাস হল না। সে কিছু লুকোতে চাইছে। লুকোক। সংসার থেকে নিজেকে যখন সরিয়েই রেখেছেন, তখন সব খবরে তাঁর প্রয়োজন কী? সামান্য সময় চুপ থেকে সুধাদেবী বলেছিলেন, "শোন, আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে এসেছে, কিনে আনিস।"

প্রলয়বাবু অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলেন, "এখন হবে না। কাল সকালে আনব।"

ছেলের আচরণে বৃদ্ধা আরও সন্দিহান হন। ওষুধ নিয়ে প্রলয় কখনও এরকম করে না। ফুরিয়ে যাবার দু'দিন আগেই আনার ব্যবস্থা করে। আজ কী হল! নাতি-নাতনিগুলো ঠিকমতো বাড়ি ফিরেছে তো? বাবলু তো একবারও নীচে নামল না? অচি?

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রত্না খাবার দিতে এসে সুধাদেবীকে ঘটনাটা জানায়। থালা সরিয়ে দেন সুধাদেবী।

ওসি সত্যি ব্যস্ত ছিলেন। অফিসারদের নিয়ে বসেছিলেন। বেশি রাতের দিকে মনে হয় কোনও রেডের ব্যাপার আছে। তার প্ল্যান-প্রোগ্রাম চলছিল। ঘর ফাঁকা হতে প্রলয়বাবুদের ডেকে নিলেন।

BanglaBook.org

পঙ্কজ মুন্সিকে দেখে বললেন, "আরে পঙ্কজবাবু! আপনিও এসেছেন? বসুন, বসুন। কী ব্যাপার?"

প্রলয়বাবু বললেন, "আমার ছেলেকে ধরে এনেছেন কেন?"

ওসি ভুরু কোঁচকালেন। থানায় ঢুকে সাধারণ মানুষের কৈফিয়ত চাওয়ায় পুলিশ অভ্যস্ত নয়। পঙ্কজ মুন্সি হাত দেখিয়ে প্রলয়বাবুকে থামালেন। এগিয়ে এসে ওসির টেব্‌লের উলটোদিকে রাখা চেয়ারের পিছনদিকটা ধরে শান্ত গলায় বললেন, "ইনি প্রলয় সেনগুপ্ত। আমাদের ব্লকের একত্রিশ নম্বর বাড়ি। খানিক আগে পুলিশ ওঁর ছেলেকে ধরে এনেছে। কী ব্যাপার বলুন তো, ছেলেটি খুব ভাল। আমরা ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি।"

ওসি কথার মাঝখানেই প্রলয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শ্রীশ? শ্রীশ আপনার ছেলে?"

প্রলয়বাবু উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, "হ্যাঁ, ডাকনাম বাবলু। বাবলু কোথায়?"

ওসি টেব্‌লের কাগজপত্র, ফাইল সরাতে সরাতে বললেন, "আপনি বসুন। বসুন পঙ্কজবাবু।"

প্রলয়বাবু চেয়ারে বসতে বসতে অধৈর্যভাবে বললেন, "আমার ছেলে কোথায়? তার সঙ্গে দেখা করব।"

ওসি মুখ তুলে শান্তভাবে বললেন, "শান্ত হন মিস্টার সেনগুপ্ত। আপনার ছেলে এখানে নেই।"

প্রলয় সেনগুপ্ত চমকে উঠলেন, "নেই মানে? আপনারা ধরে এনেছেন অথচ এখানে নেই!"

পঙ্কজ মুন্সি হাত বাড়িয়ে প্রলয়বাবুর কনুই স্পর্শ করলেন। চুপ করার ইঙ্গিত। ওসি গলা নামিয়ে বললেন, "কেসটা আমাদের নয়, উপরতলার। ওরাই ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে গিয়েছে।"

প্রলয়বাবু বললেন, "নিয়ে গিয়েছে? কোথায় নিয়ে গিয়েছে?"

BanglaBook.org

ওসি টেব্‌লে পড়ে থাকা পেনসিলটা তুলে টেব্‌লের উপর হালকা করে টোকা দিতে লাগলেন, "কোথায় নিয়ে গিয়েছে সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারব না। ইন্টারোগেশনের জন্য সিআইডি-র অনেক জায়গা আছে। ভবানীভবন হতে পারে, অন্য কোথাও হতে পারে। তবে একটা কথা বলতে পারি, আপনার ছেলেকে এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি।"

প্রলয়বাবুর মনে হল, তিনি যে চেয়ারটায় বসে আছেন সেটা দুলছে। বাবলুকে এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি মানে? যে-কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট করা হতে পারে?

পঙ্কজ মুন্সি টেব্‌লের উপর হাত রেখে বললেন, "অভিযোগটা কী? একটা ভাল ছেলেকে হঠাৎ আপনারা ধরলেন কেন?"

ওসি ভদ্রলোক এবার ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসলেন, "সরি মিস্টার মুন্সি, আমরা কাউকে ধরিনি। এটা পুরোপুরি সিআইডি-র বিষয়। তাদের স্পেশ্যাল ক্রাইম সেল রয়েছে, তারা করেছে। সবটা আমি জানিও না। এ ধরনের সিরিয়াস কেসে লোকাল থানাকে সব জানানোর দরকারও হয় না। যেটুকু জানি, সেটুকুও আমার বলার কথা নয়। আমি আপনাকে চিনি, আপনারা এখানকার বিশিষ্ট মানুষ, সেইজন্যই... আমাদের ডিউটি ছিল একসপ্তাহ ওই বাড়ির উপর ওয়াচ রাখা। তার বেশি কিছু নয়।"

প্রলয়বাবু চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন। একসপ্তাহ ধরে পুলিশ তাঁর বাড়ির উপর নজর রেখেছে, "কই আমরা তো কিছু বুঝতে পারিনি!"

ওসি একটু হেসে বললেন, "অন্যদের বুঝতে দিয়ে নজর রাখার কাজ পুলিশ করে না। এর জন্য আইবি-র আলাদা টিম আছে। ইন্টেলিজেন্স বুরো। আমরা শুধু দেখেছি, শ্রীশ সেনগুপ্ত কখন বাড়ি থেকে বের হয়, কখন ঢোকে, ব্যস এইটুকু। সেইমতো রিপোর্ট করেছি।"

BanglaBook.org

প্রলয়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "কেন?"

ওসি আবার সামান্য হাসলেন। বললেন, "ওই যে বললাম, এর বেশি কিছু আমরা জানি না। যেটুকু আমাদের ডিউটি, সেটুকু করেছি। এমনকী, ওরা যে আজই আসবে, তাও আমাকে জানায়নি। আপনার বাড়ি ঘিরে রাখার কাজও ওদের নিজস্ব ফোর্স করেছে। তবে হ্যাঁ, আসামি নিয়ে যাওয়ার সময়, থানায় একবার বুড়ি ছুঁয়ে গিয়েছে। কাগজপত্র কিছু লেখালিখি হয়নি।"

আসামি! বাবলু আসামি! প্রলয়বাবুর মনে হল তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। বাবলুর নামের সঙ্গে 'আসামি' শব্দ শুনতে হবে, তিনি কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। বিড়বিড় করে বললেন, "জল হবে?"

ওসি বেল বাজিয়ে জল আনতে বললেন। পঙ্কজ মুন্সিও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বিষয়টা যে এতটা ভয়ংকর, তাঁর ধারণার মধ্যে ছিল না। বাড়ি থেকে যখন গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছেন তখন ভেবেছিলেন, ছুটকো-ছাটকা পেটি কেস। শ্রীশ হয়তো বাইরে কারও সঙ্গে ঝামেলা করে এসেছে। অনেকসময় শান্ত ছেলেরও মাথা গরম হয়। কিন্তু প্রলয় সেনগুপ্তের ছেলের ঘটনা তো মারাত্মক! একসপ্তাহ বাড়ির উপর নজর রেখে যাকে ধরা হয়, সে কোনও ছোটখাটো বিষয় নয়।

"চার্জটা ঠিক কী বলতে পারবেন?" পঙ্কজ মুন্সি অনুরোধের ঢঙে বললেন।

"এলইডব্লু যখন ধরেছে, চার্জটাও সেই জাতীয় কিছু হবে।"

"এলইডব্লু! সেটা কী?"

পঙ্কজ মুন্সির প্রশ্নে ওসি ভদ্রলোক ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলেন। সম্ভবত কতটা বলা উচিত হবে তা নিয়ে দ্বিধা করছেন। তারপর বললেন, "টেররিস্টদের ধরতে আমাদের নানা ধরনের উইং তৈরি

BanglaBook.org

হয়েছে। এটা লেফটিস্ট এক্সট্রিমিস্ট উইং। এই উইংকে আলাদা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।"

প্রলয়বাবু জলের গ্লাস মুখে তুললেও দু'চুমুকের বেশি খেতে পারেননি। জলের স্বাদ তেতো লাগল। উলটো হাতে ঠোঁট মুছে তিনি বললেন, "মানে?"

"সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এই সেল অপারেট করে। আসামির বিরুদ্ধে চার্জ ওরাই ফ্রেম করবে। থানার কিছু করার নেই। কোর্টে তোলার সময় থানা ইনভলভ্ড হয়। তাও যে সবসময় ওরা লোকাল থানার আন্ডারে অ্যারেস্ট দেখাবে, এমন নয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা পশ্চিম মেদিনীপুরের কোনও থানার কেস কানেকশনও দিতে পারে। সেটা ওদের উপর নির্ভর করছে।"

প্রলয়বাবু ঢোঁক গিলে বললেন, "এক্সট্রিমিস্ট মানে আপনি কি জঙ্গি অর্গানাইজেশনগুলোর কথা বলছেন?"

ওসি মুখ নামিয়ে সামনের ফাইলটা সরাতে সরাতে বললেন, "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা গুলি-বোমা ছুড়ছে, খুন করছে, তারা সবাই আমাদের কাছে জঙ্গি।"

"আমার ছেলে কখনও এসবের মধ্যে থাকে না। বোমাটোমা তো দূরের কথা, সে কোনওদিন রাজনীতির ধারকাছ দিয়ে যায়নি। হি ইজ় আ ভেরি গুড বয়। আপনি পঙ্কজবাবুকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, পাড়ায় খবর নিন।"

ওসি ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়ালেন। এর অর্থ, তিনি আর সময় দিতে পারবেন না, "দেখুন মিস্টার সেনগুপ্ত, এখনই এতটা আপসেট হবেন না। আমি বলছি না, আপনার ছেলে গুড বয় নয়। পঙ্কজবাবু যখন নিয়ে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আপনাদের চেনেন। কিন্তু এটাও তো সত্যি, এত কাণ্ড করে যখন একজনকে ধরা হয়েছে, তার পিছনে কোনও কারণ আছে। ইনফর্মেশন আছে।"

BanglaBook.org

প্রলয়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, "হতেই পারে না। বাবলু এসব করতেই পারে না। আপনারা ভুল করেছেন।"

পঙ্কজ মুন্সি প্রলয়বাবুর হাত টেনে বসিয়ে দিলেন।

ওসি মুচকি হেসে বললেন, "এখনই এতটা উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি মিস্টার সেনগুপ্ত। উত্তেজিত হওয়ার অনেক সময় পাবেন। ইনফর্মেশন ভুলও হতে পারে। ওরা কি বাড়ি সার্চ করেছে? আপনার ছেলের ঘর?"

সার্চ! প্রলয়বাবুর মাথা টলমল করে উঠল। পুলিশ তাঁর বাড়ি সার্চ করবে? নিজেকে কোনওরকমে সামলে বললেন, "না, সেরকম তো কিছু করেনি।"

ওসি বললেন, "পরে হয়তো আসবে।"

প্রলয়বাবু বিস্ফারিত চোখে বললেন, "বাড়ি সার্চ করতে আসবে?"

"আসবেই যে এমন বলছি না, তবে... যাই হোক, আপনি বরং কনসার্নড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

পঙ্কজ মুন্সি বললেন, "এখন কোথায় যাব?"

ওসি মুখ তুলে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন, "এত রাতে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? কেউ দেখা করবে না। ফোনেও কথা বলবে না। ইন ফ্যাক্ট অফিসগুলোয় ঢুকতেও দেবে না। সিকিয়োরিটির খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। কী জানি কবে বলবে, তুমিও থানার সামনে বালির বস্তা ফেলে বাঙ্কারের ব্যবস্থা করো। সারাক্ষণ টেনশনে থাকি। আপনারা বরং এক কাজ করুন, কাল সকালে ভবানীভবনে যান। তার আগে উকিলের সঙ্গে কথা বলে রাখুন। যদি আপনার ছেলেকে কোর্টে তোলে আপনার উকিল লাগবে। আর-একটা কথা বলব?"

প্রলয় সেনগুপ্ত মুখ তুলে তাকালেন।

BanglaBook.org

"যদিও আমার বলাটা উচিত নয়, তবু আপনাদের চিনি, যে ক'বছর এখানে পোস্টিং, একসঙ্গে থাকতে হবে!"

প্রলয়বাবু কাতরভাবে বললেন, "প্লিজ বলুন। খুব হেল্‌পলেস লাগছে। ছেলের মা ভেঙে পড়েছে।"

ওসি গলা নামিয়ে বললেন, "রিসোর্সফুল কাউকে ধরার চেষ্টা করুন। সবচেয়ে ওয়াইজ হয় পলিটিক্যাল কানেকশনের কেউ যদি চেনাজানা থাকে! আদারওয়াইজ জেনুইন কেস ছাড়াও অনেকসময় হ্যারাস্‌ড হতে হয়। জেলে যে এরকম কত পচছে! সামান্য কানেকশনে ঢুকে গিয়েছে। আপনারা সবই জানেন, নতুন করে কী বলব? আমাদের করবারও কিছু নেই। যেভাবে খুন-জখম শুরু হয়েছে... ধরপাকড়ে অনেকসময় ভুল করি। কী করব? আমাদের উপরও তো প্রেশার থাকে... এবার আমাকে যে বেরোতে হয়!"

থানা থেকে বেরিয়ে প্রলয়বাবু পঙ্কজ মুন্সির হাত ধরে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ পঙ্কজ। তুমি আমার উপকার করলে।"

পঙ্কজ মুন্সি বিব্রতভঙ্গিতে বললেন, "ছি ছি, কী যে বলছেন। কী উপকার করলাম? বিপদের সময় এইটুকু তো করতেই হয়। কাল সকালেই ভবানীভবনে যাব। আমার চেনা উকিল আছে, যদি বলেন আমি কথা বলতে পারি। একটু ভাবুন।"

বিধ্বস্ত প্রলয়বাবু বললেন, "আমি কিছু ভাবতে পারছি না। এক্সট্রিমিস্ট! বাবলু এরকম ছেলে নয়।"

"ভেঙে পড়লে কী করে চলবে প্রলয়দা? ঘটনা যখন ঘটে গিয়েছেই, সেটা তো ফেস করতে হবে। কী যে শুরু হল চারপাশে! আর ওই যে ওসি বললেন, রিসোর্সফুল কাউকে... এখানকার কাউন্সিলর তো আমাদের চেনা, তাকে ধরে কিছু হবে না?"

প্রলয়বাবু গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে গেলেন। যেন খড়কুটো পেলেন, "এখন একবার যাবে?"

BanglaBook.org

পঙ্কজ মুন্সি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। বললেন, "দাঁড়ান, একবার ফোন করে নিই।"

পঙ্কজ মুন্সি মোবাইলের ফোনবুক খুলে কাউন্সিলরের নাম্বার টিপলেন। ব্লক কমিটির মাথা, কাউন্সিলরের নাম্বার রাখতেই হয়। শুধু কাউন্সিলর নয়, এলাকার উলটোদিকের নেতাদের ফোন নাম্বারও পঙ্কজ মুন্সির কাছে আছে। কাল কে ক্ষমতায় আসবে তার ঠিক নেই। এই তো, এই বছরের ইলেকশনেই পনেরো বছরের পুরনো কাউন্সিলার ভবতোষ পাইন হেরে গেলেন। সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলতে হয়।

অত রাতেও কাউন্সিলর নিজের অফিসেই ছিলেন। উঠব-উঠব করছিলেন। পঙ্কজ মুন্সিকে আসতে বারণ করে টেলিফোনেই দ্রুত ঘটনা জেনে নিয়ে আঁতকে উঠলেন, "ওরে বাব্বা! এ তো মারাত্মক ব্যাপার দাদা!"

পঙ্কজ মুন্সি বললেন, "ছেলেটিকে আমরা সবাই চিনি, খুব ভাল ছেলে। বিশ্বাস করুন। আপনিও দেখেছেন হয়তো। ভোটের সময় ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

কাউন্সিলর গম্ভীর গলায় বললেন, "সরি পঙ্কজবাবু, এটার মধ্যে আমাকে ঢোকাবেন না। অন্যকিছু হলে ইন্টারফেয়ার করা যায়, কিন্তু এটায় পারব না। পার্টিও অ্যালাও করবে না। এটায় নাক গলালেই অপোনেন্ট বলতে শুরু করবে, আমরা খুনের পলিটিক্সকে সাপোর্ট করছি। হারামজাদাদের ইসু করতে কতক্ষণ, বলুন? তা ছাড়া, আমার মতো চুনোপুঁটি এত বড় কেসে কী করবে? কে শুনবে আমার কথা? চারপাশে কী কাণ্ড শুরু হয়েছে দেখছেন না!"

পঙ্কজ মুন্সি শুকনো গলায় বললেন, "আপনি যদি কাউকে রেফার করতেন।"

"সরি দাদা, জঙ্গিদের মামলায় ঢুকতে বলবেন না। জল, আলো, আবর্জনা এসব বলুন, আছি।"

BanglaBook.org

এর পর আর কথা বাড়ানো অর্থহীন। ফোন রেখে দিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে মাথা নাড়লেন পঙ্কজ মুন্সি। চোয়াল শক্ত করে স্টার্ট দিলেন। জঙ্গি! বিশ্বাস হচ্ছে না, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু পুলিশ এত আয়োজন করে ধরে নিয়েই-বা যাবে কেন?

শান্তিনীড়ের সামনে গাড়ি থামতে প্রলয়বাবু নেমে পড়লেন। পঙ্কজ মুন্সি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। এই সময় কী বলা উচিত?

॥ ৬ ॥

এক-একটা সময় আসে যখন বাস্তবকে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। চোখের সামনে ঘটনা দেখার পরও আশা জাগে, ঘুম ভাঙলেই এই দৃশ্য সরে যাবে। ভিতরে ছটফটানি, অস্বস্তি তৈরি হতে থাকে। যত সময় যায়, সেই অস্বস্তি প্রবল হতে থাকে। মনে হয়, ঘুম কেন ভাঙছে না? দুঃস্বপ্ন শেষ হতে কেন এত সময় লাগছে? শ্রীশের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক রামচন্দ্রন কৃষ্ণন বলতেন, ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার প্রাথমিক কথা দুটি। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং সমস্যাকে ঠিকভাবে জাজ করতে হবে। শুধু ঠান্ডা মাথায় সমস্যাকে বের করলেই হবে না, তার গুরুত্ব বোঝা দরকার। একজন ম্যানেজার ভাল না মন্দ, তা নির্ভর করে সে সমস্যাকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারছে কি না, তার উপর। ভারী সমস্যাকে হালকাভাবে নেওয়া যতটা না খারাপ, তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ, গুরুত্বহীন সমস্যা সম্পর্কে ওভার-রিঅ্যাক্ট করা। দ্যাটজ ওয়র্স্ট ম্যানেজমেন্ট। এতে জটিলতা বাড়ে। আগাছা যেমন জল-হাওয়া পেয়ে বাড়তে থাকে, সেরকম

BanglaBook.org

অগভীর সমস্যার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। সে ডালপালায় বড় হতে থাকে। খানিক আগে পর্যন্ত শ্রীশ একইসঙ্গে এই দুই শিক্ষা ব্যবহারের চেষ্টা করছে। কোনওটাই কাজ করছে না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ তার এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। খানিক আগে পর্যন্ত ভিতরে একধরনের নার্ভাস ভাব তৈরি হয়েছিল। সেইসঙ্গে বিস্ময়। পুলিশ তাকে ধরে আনল কেন? কী অপরাধ করেছে সে? নাকি তার নামে কেউ কোনও মিথ্যে অভিযোগ করল? সেই নার্ভাস, বিস্ময় ভাব এখন কেটে গিয়েছে। তার বদলে ভিতরে তৈরি হচ্ছে আতঙ্ক, ভোঁতা ধরনের আতঙ্ক। পুলিশ কি তাকে শুধু ইন্টারোগেট করবে? নাকি মারধরও করবে? নির্দোষ একজন ভদ্র, শিক্ষিত ছেলেকে পুলিশ কি মারধর করে? করলে, কীভাবে মারে? সাধারণ চোর-ডাকাতের মতো? গলা শুকিয়ে গিয়েছে শ্রীশের। মুখের ভিতর একধরনের শুকনো তিতকুটে স্বাদ অনুভব করছে। এই বাড়ির যে-ঘরে শ্রীশকে বসানো হয়েছে, সেখানে উজ্জ্বল নিয়ন আলো জ্বলছে। ঘরটা দোতলা না তিনতলায় মনে করতে পারছে না শ্রীশ। আরও উপরেও হতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় খেয়াল করেনি। খেয়াল করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। এবার ঘরটা তাকিয়ে দেখল। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, তবু চারপাশটা কেমন যেন ফ্যাকাসে। তীব্র আতঙ্কে বোধহয় এরকমই হয়। উজ্জ্বল আলোতেও চারপাশ ফ্যাকাশে লাগে। ঘর চওড়ায় যেমন বড়, সিলিংও অনেকটা উঁচু। এক কোনায় কাঠের ন্যাড়া টেব্‌লের দু'পাশে কয়েকটা চেয়ার। তারই একটায় শ্রীশকে বসানো হয়েছে। ঘরের ডান পাশে দুটো বড় জানালা। দুটোই বন্ধ। লম্বা লম্বা শিকের জানালা দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা পুরনো দিনের। কত পুরনো? কে জানে,

BanglaBook.org

হয়তো ব্রিটিশ আমলের। এই বাড়িটা কী? বড় কোনও থানা? নাকি এটাই জেলহাজত? বাড়িটা এত নিস্তব্ধ কেন? কে জানে, হয়তো শুধু এই তলাটাই চুপচাপ।

বিশাল লোহার ফটক পেরিয়ে শ্রীশকে নিয়ে গাড়ি ঢুকতেই কয়েকজন মাথায় কালো ফেট্টি বাঁধা লোক ছুটে আসে। টিভির ছবিতে দেখা কম্যান্ডোদের মতো তাদের প্রত্যেকের কাঁধে আর্মস। তিনজন গাড়িটা ঘিরে দাঁড়ায়। একটা লোক কনুই ধরে শ্রীশকে নামিয়ে আনে। বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ানো দু'জন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশকে ইশারায় ডেকে চোখের ইঙ্গিত করে। তারা এসে শ্রীশের পিঠে হাত রেখে বলে, "আসুন।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় শ্রীশ দেখতে পায়, প্রতিটা বাঁকে লোহার কোল্যাপসিবল গেট। সামনে অস্ত্র নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। নির্দেশ পেলে তারা গেট খুলে দিচ্ছে।

খানিক আগে উর্দি-পরা হাবিলদার গোছের একজন টেব্‌লে এক গ্লাস জল রেখে গিয়েছে। তেষ্টা পেলেও গ্লাস মুখের কাছে তুলতে ইচ্ছে করছে না। এখন ক'টা বাজে? কতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে? মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময়। আতঙ্কের সময় এরকমই হয়। প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হয় অনন্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল শ্রীশ। বাড়িয়েই চমকে উঠল।

পাশের কোনও ঘর থেকে নারীকণ্ঠের বিকট কানফাটানো চিৎকার ভেসে এল, "ওরে বাবা রে, মরে গেলাম, ওরে বাবা... মেরো না গো...ওরে মা রে।"

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ চাপা দিয়ে ফটাস-ফটাস আওয়াজ হতে লাগল। বাঁশ জাতীয় কিছু দিয়ে মারলে যেমন আওয়াজ হয়, অনেকটা সেরকম। আওয়াজের সঙ্গে পুরুষ গলায় কে যেন হুংকার দিল, "বল তোর স্বামী কোথায় আছে?"

BanglaBook.org

নারীকণ্ঠ তীব্র গলায় চিৎকার করতে থাকে, "আমি জানি না, জানি না, বিশ্বাস করো, আর পারি না গো, আর মেরো না..."

শ্রীশ কেঁপে উঠল। কী হচ্ছে এসব? পুলিশ কাউকে মারছে? কোনও মেয়েকে?

ম্লান আলোর করিডরে সেই কাতরানি ঘুরপাক খেতে লাগল। পুলিশ এইরকম বীভৎসভাবে মারে? শরীর ঝিমঝিম করে উঠল শ্রীশের। আবার আওয়াজ। যেন গালে সজোরে চড় পড়ল। ভারী কিছু মেঝের উপর ছিটকে পড়ল। মেয়েটা কি মাটিতে পড়ে গেল? দু'হাতে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল শ্রীশ। শুনল পুরুষালি ধরনের এক মহিলাকণ্ঠ বলল, "স্যার, একে ঝুলিয়ে দিই। গোটা রাত মাথা নিচু করে ঝুলুক, দেখবেন, কাল সকালে সব বলে দেবে। বরকে কোথায় লুকিয়েছে, ডাকাতির মালপত্র কোথায়, সব।"

শ্রীশের শরীর থরথর করে কাঁপছে। গল্প-উপন্যাসের বইয়ে পুলিশের মারের কথা সে পড়েছে। সিনেমাতেও দেখেছে। মূলত একটাই দৃশ্য, লকআপে হাত ঝুলিয়ে থানার দারোগা ডান্ডা-পেটা করছে। কিন্তু এখন যা ঘটছে, তা ধারণার বাইরে। তলপেটে চাপ অনুভব করল শ্রীশ। বাথরুমে যাওয়া দরকার। কী করবে? এখানে বাথরুমটা কোথায়? এরা কি বাথরুমে যাওয়া অ্যালাও করে? চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল সে। পা দুটো পাথরের মতো ভারী। ইচ্ছে করছে, দু'হাতে কান দুটো চেপে রাখে। তা হলে এই বিকট চিৎকার শুনতে হবে না। উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল শ্রীশ। লাঠি পেটানোর আওয়াজ পাওয়া গেলেও, নারীকণ্ঠের আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না। মেয়েটা বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছে। একটা সময় সব থেমে গেল। কে যেন নিচু গলায় কাউকে কিছু বলল, আবার নিস্তব্ধতা।

এর মিনিট দুয়েকের মধ্যে পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল শ্রীশ।

BanglaBook.org

সেই লম্বা-চওড়া লোকটা পাশের কোনও ঘর থেকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা ফাইল। ফাইলটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। কয়েক পা হেঁটে এসে ঘরে ঢুকল। শ্রীশের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল। তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "দেখুন দেখি, আপনাকে কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।"

গলা শুনেই শ্রীশ চিনতে পারল। এই লোকই পাশের ঘরে এতক্ষণ কুৎসিত গালাগালি দিতে দিতে 'ডাকাতের বউ'-কে মারছিল। তারপরও কত স্বাভাবিক! যেন কিছুই ঘটেনি! লোকটা উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, "পুলিশের চাকরিতে কী যে সব ফ্যাচাং ঘাড়ে এসে পড়ে।" তার কথা বলার ভঙ্গি এমন, যেন শ্রীশের সঙ্গে অনেকদিনের চেনাজানা। গাড়িতে এতটা পথ আসার সময় কিন্তু তিনজনের একজনও তার সঙ্গে কথা বলেনি। শ্রীশ জিজ্ঞেস করছিল, "আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?" তিনজনই চুপ করে ছিল।

লম্বা-চওড়া লোকটি কাঁচুমাচু ধরনের মুখ করে বলল, "আচ্ছা বলুন তো, ডাকাতের বউ পেটানো কি আমার কাজ? তিনদিন হল ওকে নিয়ে এসেছে। হারামজাদি কিছুতেই মুখ খুলছে না। আপনাকে নিয়ে আসতে না আসতে এসি সাহেব ফোন করলেন। বললেন, 'সাধু, তুমি একটু দ্যাখো দেখি। আর দেরি করলে তো ডাকাতির মাল-মেটিরিয়াল সব হাপিস হয়ে যাবে।' বাধ্য হয়ে আমাকে একটু দেখতে হল। আসলে কী জানেন, পুলিশে কাজ করতে করতে যদি একবার ঠ্যাঙানিতে সুখ্যাতি হয়ে যায়, পালিয়ে যাওয়ার আর পথ থাকে না। রাউডি সেকশন বলে, 'এসে একবার ঠেঙিয়ে যাও', ড্যাকোয়েটি সেকশন বলে, 'এসে ঠেঙিয়ে যাও', চিটিং বলছে, 'ঠেঙিয়ে যাও,' সাধু একেবারে ঠ্যাঙানি বিশারদ হয়ে গিয়েছে, হা হা..." 'সাধু' নামের লোকটা নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে

BanglaBook.org

লাগল। একজন মহিলাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারধর করার পর কেউ উচ্চকণ্ঠে হাসতে পারে? শ্রীশ চোখ নামাল। বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা খুব সহজ ভঙ্গিতে তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটা যেন বলতে চাইছে, তোমার অবস্থাও এরকম হতে পারে। মহিলাকে পাশের ঘরে এনে টর্চার করার কারণও হয়তো তাই। এ-বাড়িতে নিশ্চয়ই মারধরের জায়গার অভাব নেই। বেছে বেছে মেয়েটাকে এমন জায়গায় আনতে হবে কেন? যাতে সে বিকট চিৎকার শুনতে পায়? লোকটা টেব্‌লের উপর ফাইলটা রেখেছে। শ্রীশ তাকিয়ে দেখল, উপরে ইংরেজিতে বড় বড় করে লেখা, শ্রীশ সেনগুপ্ত।

শ্রীশ কাঁপা গলায় বলল, "একটু বাথরুমে যাব?"

সাধু ব্যস্ত হয়ে বলল, "অবশ্যই যাবেন," তারপর হাত তুলে বলল, "করিডর ধরে সোজা চলে যান। ওই কোল্যাপসিব্‌ল গেটটার বাঁ দিকেই বাথরুম।"

শ্রীশের একটু স্বস্তি লাগল। তাকে একা বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, সে ভাবতে পারেনি।

সাধু হাতের ফাইলটা খুলতে খুলতে বলল, "যান, চলে যান, কোনও অসুবিধে নেই। আলো আছে।"

BanglaBook.org

শ্রীশ ঠিক করেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে আশপাশের দিকে তাকাবে না। বিশেষ করে পাশের ঘরের দিকে তো নয়ই। তবু চোখ চলে গেল। দরজা বন্ধ। বাইরে একজন মোটা চেহারার মহিলা টুলের উপর বসে আছে। গায়ের ইউনিফর্ম ঘামে ভেজা, অবিন্যস্ত। মাথার খোঁপাটা ভেঙে পড়ে আছে কাঁধের উপর। কোলের উপর একটা বেঁটে মোটা লাঠি। ডাকাতের বউকে কি এই মহিলাই মারধর করছিল? দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। তবে মহিলার মুখ শান্ত। হাতে খোলা একটা পান। মনোযোগ সহকারে সেই পান থেকে

সুপুরি ধরনের কিছু একটা বাছছে। শ্রীশের পায়ের আওয়াজে মহিলা মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হল। মহিলা ফের মাথা নামিয়ে পানে মন দিল। যেন এতক্ষণ এই ঘরের ভিতর কিছুই হয়নি।

॥ ৭ ॥

স্যাঁতসেঁতে, প্রায় অন্ধকার নোংরা বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে আসার পর শ্রীশ দেখল, শুধু সাধু নয়, ঘরে আরও একজন এসে পাশের চেয়ারে বসেছে হেলান দিয়ে। সাদা শার্ট পরা বয়স্ক লোকটার মাথার সামনের দিকে অল্প টাক। শ্রীশ যতটা সময় ধরে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল, লোকটা স্থির চোখে তাকিয়ে রইল, যেন চেহারা দেখে কিছু বুঝে নিতে চাইছে।

সাধু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "ইনি আমাদের ডিএসপি সাহেব। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

সাধুর কথা বলার ভঙ্গি এমন যেন আলাপ করার জন্য শ্রীশের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। এরা ভাল ব্যবহারের একটা পরিবেশ তৈরি করতে চায়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কর্ডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার'। কেন? শ্রীশকে সহজ করে দেওয়ার জন্য? প্রথমে মারের ভয়াবহ আতঙ্ক তৈরি করে, পরে তাকে সহজ করছে? সম্ভবত এটাও এদের একরকম কায়দা। শ্রীশ মুখ তুলে ডিএসপি-র দিকে তাকাল। লোকটা তার নাম লেখা ফাইলটা টেনে ওলটাচ্ছে। মুখ না-তুলে বলল, "আপনার নামই তো শ্রীশ? শ্রীশ সেনগুপ্ত?"

শ্রীশ মাথা নাড়ল। সাধু হাসিমুখে বলল, "শুধু মাথা নাড়লে কিন্তু হবে না ভাই। মুখে কথা বলতে হবে। আমরা পুলিশের লোকজন

BanglaBook.org

বোকা টাইপের মানুষ। ইঙ্গিত, ইশারা ধরতে পারি না। আওয়াজ কানে ঢুকলে তবে বুঝতে পারি।"

ঠাট্টা করে বললেও এটা যে হুকুম শ্রীশ বুঝতে পারল। সে অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ।"

ডিএসপি মুখ তুলে বলল, "বাহ্, খুব আনকমন নাম। শ্রীশ মানে কী?"

শ্রীশ দেখল, মানুষটার চোখ দুটো নরম ধরনের। তাদের কলেজে চার্নক বলে একটা ছেলে ছিল। তার চোখের দৃষ্টি ছিল নরম। ঝগড়াঝাঁটির সময় সে কড়া চোখে তাকাতে পারত না। চার্নক কবিতা লিখত। পুলিশের চোখও নরম হয়!

"শ্রীশ মানে বেশি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে এই নামে একটা চরিত্র আছে।"

"চমৎকার," বলে ডিএসপি হঠাৎই গম্ভীর গলায় বলল, "শ্রীশ, তুমি নিশ্চয়ই জানো না, কেন তোমাকে এখানে এনেছি।"

'আপনি' থেকে দুম করে 'তুমি'-তে নামায় সামান্য চমকাল শ্রীশ। পুলিশের এটাই হয়তো নিয়ম। এর পর 'তুই-তোকারি' শুরু করবে।

"না। আমি কী করেছি? আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কী?" গলায় জোর আনার চেষ্টা করল শ্রীশ।

ডিএসপি ফাইলে চোখ রেখে মৃদু স্বরে বলল, "সেটাই তো আমরা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ছেলে হিসেবে তুমি তো দেখছি অ্যাবাভ অ্যাভারেজ। নামী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেছ। এই ফাইলেই লেখা আছে, একসময় কলেজে নাকি তুমি ডিবেট করতে। ইন্টার-কলেজ ডিবেট কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছিলে। তারপর যে-ইনস্টিটিউটে তুমি ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছ, সেখানেও তোমার রিপোর্ট চমৎকার। রেজাল্ট উপরের দিকে। বেশ কয়েকটা

BanglaBook.org

কোম্পানিতে চাকরির জন্য ইতিমধ্যে সিলেক্টেড হয়েছ। এখন আরও বেটার অপশনের জন্য চেষ্টা করছ। তাই তো?"

শ্রীশ মাথা নাড়ল। নিচু গলায় বলল, "হ্যাঁ স্যার।"

"তা হলে? তা হলে হঠাৎ তোমার কী সমস্যা হল?"

শ্রীশ অবাক হয়ে বলল, "সমস্যা? আমার তো স্যার কোনও সমস্যা নেই।"

ডিএসপি লোকটা মসৃণ গালে হাত বোলাতে বোলাতে শ্রীশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে নরম চোখ দুটোকে পাথরের চেয়েও কঠিন করে ফেলল। চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল, "সমস্যা নেই তো এদের সঙ্গে ভিড়তে গেলে কেন? দেশোদ্ধার? বিপ্লব?"

শ্রীশ বিস্ফারিত চোখে বলল, "কী বলছেন স্যার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ডিএসপি ভুরু কুঁচকে ঠান্ডা গলায় বলল, "ঝিলম নামের মেয়েটিকে তুমি কীভাবে চিনলে? তার সঙ্গে তোমার কী যোগাযোগ?"

"ঝিলম!" অবাক গলায় বলল শ্রীশ।

ডিএসপি-র ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি ফুটল যেন, "হ্যাঁ, ঝিলম, ঝিলম দত্ত। তবে কখনও চাঁপা মুর্মু, কখন মোহিনী বাস্কে নাম নিয়ে অ্যাকশন করত। মাঝখানে কয়েকটা দিনের জন্য জবা হেমব্রম নামেও কাজ করেছে।"

শ্রীশ অবাক হল। অ্যাকশন! কীসের অ্যাকশন? এই নামের কোনও মেয়েকে সে চিনতেই পারছে না, তার অ্যাকশন সম্পর্কে কী করে বলবে?

"আমি এই নামের কোনও মেয়েকে চিনি না।"

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ডিএসপি বলল,"তা হলে সে তোমাকে চিনল কী করে?"

BanglaBook.org

শ্রীশ খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, "আপনারা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।"

এবার কথা বলল সাধু। নরম গলায় বলল, "আমরা তো সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আপনি ভাবুন, এত চট করে 'চিনি না' বললে কী করে হবে?"

শ্রীশ অসহায় গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন, এই নামের কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও আমার পরিচয় হয়নি।"

ডিএসপি চেয়ারে হেলান দিল। মাথা একপাশে কাত করে বলল, "তা বললে হবে কী করে শ্রীশবাবু? তুমি যে তাকে চেনো, এমন যথেষ্ট প্রমাণ পুলিশের কাছে আছে। সামান্য পরিচয় নয়, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ আছে।"

ঘনিষ্ঠ পরিচয়! যে-মানুষটার নামই সে কখনও শোনেনি, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কীভাবে থাকবে? এরা কী বলছে? শ্রীশ কাতরভাবে বলল, "আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে স্যার।"

ডিএসপি সামনে ঝুঁকে পড়ে টেবলের উপর চাপড় দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "শাট্ আপ!"

চমকে উঠল শ্রীশ। ডিএসপি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আমাদের ভুল ধরবার জন্য তোমাকে এখানে ধরে আনা হয়নি শালা। ওই মেয়ের ডায়েরিতে তোমার নাম, ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে।"

ধমক খেয়ে শ্রীশ কেঁপে উঠল। এমন অপমানিত সে জীবনে কখনও হয়েছে বলে মনে করতে পারছে না। অচেনা অথবা মনে করতে না-পারা একটি মেয়ের ডায়েরিতে তার নাম!

"আমার নাম, ঠিকানা?" কাঁপা গলায় বলল শ্রীশ।

ডিএসপি চোখ সরু করে বলল, "শুধু নাম-ঠিকানা নয়, আরও আছে।"

আরও আছে! কী সেটা? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। এই

BanglaBook.org

লোকের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে আবার অপমানিত হতে হবে। সেই অপমান কতটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। শ্রীশ মাথা নামিয়ে মনের ভিতর আঁতিপাঁতি করে ঝিলমকে খুঁজতে চেষ্টা করল। স্কুল, কলেজ, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, সব জায়গায়ই সে মেয়েদের সঙ্গে পড়েছে। অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তাদের মধ্যে ঝিলম নামে কে ছিল? হয়তো ছিল, মনে পড়ছে না। এদের বাইরে তার জীবনে মেয়ে বলতে অনন্যা।

অনন্যার সঙ্গে আলাপ একেবারে অন্যভাবে। সে কম্পিউটারের ছাত্রী। সফ্‌টওয়্যার নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে বড় কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে। একটা ওয়র্কশপে গিয়ে আলাপ হয়। ওয়র্কশপটা ছিল ইন্টার‍্যাকশনের। ম্যানেজমেন্ট এবং প্রোগ্রামিং-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মত বিনিময়। ম্যানেজমেন্ট কি কম্পিউটারের আগাম বলে দেওয়া পথে চলতে পারে? নাকি একমাত্র মানুষই পারে পরিচালন পদ্ধতিকে তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করে সঠিক পথে চালনা করতে? ওয়র্কশপের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনন্যা নামের সদ্য পরিচয় হওয়া মেয়েটির সঙ্গে গোলমাল বেধে যায় শ্রীশের।

শ্রীশ বলেছিল, ''অসম্ভব। প্রোগ্রামিং ম্যানেজমেন্টকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তার কথামতো চলতে পারে না। সমস্যা কখন কীভাবে আসবে, সেটা আগে থেকে হিসেব করে রাখা যায় না। প্রোগ্রামিং-এর সীমাবদ্ধতা আছে।''

অনন্যা মানতে চায়নি। বলেছিল, ''এটা আপনি ঠিক বলছেন না মিস্টার সেনগুপ্ত। সব সমস্যাকেই খুব সহজে কয়েকটি ডেফিনিট ক্যাটিগরিতে ভাগ করা যায়। সমস্যা ধরে ধরে সমাধানের প্রোগ্রামিং আগাম করে রাখতে অসুবিধে কোথায়?''

শ্রীশ বলেছিল, 'তা হলে ম্যানেজারের প্রয়োজন কী? সফ্‌টওয়্যার দিয়েই তো বিজনেস চলতে পারে?'

BanglaBook.org

অনন্যা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "কিছু মনে করবেন না, পৃথিবীতে সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যেভাবে হচ্ছে, আফটার সার্টেন ইয়ার্স ম্যানেজার পোস্টগুলো আর তেমনভাবে দরকার হবে না। পোস্টগুলো ফিজ্‌ল্‌ড আউট হয়ে যাবে। কোম্পানি কীভাবে চলবে সফ্‌টওয়্যারই বলে দিতে পারবে।"

এর পরই তর্ক বাড়তে থাকে। তর্কের একটা পর্যায়ে পৌঁছে শ্রীশ রেগে যায়। উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ লাল হয়ে আসে। বাকিরা ঘটনাটা কোনওরকমে সামলায়। রাতে বাড়ি ফেরার পর অনন্যার ফোন পায় শ্রীশ। ওয়র্কশপ পার্টিসিপেন্টদের তালিকা থেকে সে নম্বর জোগাড় করেছিল। ফোন পেয়ে শ্রীশ ভেবেছিল, মেয়েটি ক্ষমা চাইতে ফোন করেছে। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম ঘটে। অনন্যা আবার তর্ক শুরু করে...

ডিএসপি মুখে একধরনের বিচ্ছিরি শব্দ করতেই শ্রীশের ঘোর কাটল। কাঁপা গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি এই নামের কাউকে মনে করতে পারছি না," কথাটা বলেই শ্রীশের মনে হল, খানিক আগে শোনা ডাকাতের বউয়ের কথার পুনরাবৃত্তি হল যেন। পাশের ঘরে মার খেতে খেতে মহিলা এরকমই বলছিল না? 'বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।'

BanglaBook.org

ডিএসপি আবার চেয়ারে হেলান দিল। টেব্‌লের উপর দু'হাতের আঙুলগুলো রেখে তবলা বাজানোর ঢঙে টোকা মারতে লাগল। এতক্ষণ চুপ করে থাকা সাধু এবার নড়েচড়ে বসল। ডিএসপি-র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "স্যার, আমি বরং ঘটনাটা ওকে একটু বলি। মনে হয়, ঘটনা ধরিয়ে দিলে মেয়েটিকে রিলেট করতে পারবেন। তা ছাড়া শ্রীশবাবু শিক্ষিত বুদ্ধিমান, মেমরি ভাল। কোনও কারণে মেয়েটিকে মনে পড়ছে না।"

সাধু শ্রীশের দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ গলায় বলল, "আপনি

মন দিয়ে শুনুন ভাই। সবটা শুনলে নিশ্চয়ই ঝিলম দত্তকে আপনি চিনতে পারবেন। এক কাপ চা খাবেন?"

শ্রীশ চুপ করে রইল।

সাধু বলল, "চা খেলে ভাল লাগবে।"

শ্রীশ বিড়বিড় করে জানাল, "না।"

সাধু মৃদু হেসে বলল, "ঠিক আছে, মন যখন চাইবে, খাবেন। খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে জোরাজুরি করা উচিত নয়।"

ডিএসপি-র দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে সাধু বলতে শুরু করল, "মেয়েটির বয়স তেইশ-চব্বিশ। এই আপনার মতো। আমাদের কাছে খবর আছে, বছরদুয়েক আগে সে এক্সট্রিমিস্টদের দলে যোগ দেয়। সময়টা আড়াইবছরও হতে পারে। প্রথমদিকে ওদের থিয়োরিটিক্যাল উইং-এ কাজ করত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছোট ছোট মিটিং করত। সাধারণ গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করত। পরে ফায়ার আর্মস চালানোয় ট্রেনিং নেয়। ল্যান্ডমাইন তৈরি এবং তাকে সঠিকভাবে প্লেস করায় হাত পাকায়। আমরা যতটা জানতে পেরেছি, গত একবছর ধরে মেয়েটি দলের অ্যাকশন কমিটিতে কাজ করছে। পার্টিকুলার একটা গ্রুপের লিডারশিপ দেয়। গ্রুপের নাম 'এম নাইন'। এমন নাম কেন বলতে পারব না। মনে হয়, এটা ওদের কোনও কোড। এম নাইনের কাজ হল, ডিসটার্বড জোনগুলোয় হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে পুলিশের ক্যাম্প, থানা, আউটপোস্ট অ্যাটাক করা। গেরিলা কায়দায় ছোট ছোট অ্যাটাক। টার্গেট হল, পুলিশ ফোর্সের দু'-একজনকে মারা, পারলে কিছু অস্ত্র লুঠ করে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া। কাজটা দুঃসাহসিক। পুলিশের ঘাঁটিতে ঢুকে অ্যাকশন করে পালিয়ে আসা টাফ জব। এসব ক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আমাদের ইনটেলিজেন্স মেয়েটি সম্পর্কে বহুদিন ধরেই খোঁজখবর পাচ্ছিল। তাকে ধরবার জন্য অন্য

BanglaBook.org

স্টেটকে যেমন আমরা অ্যালার্ট করি, তেমন এখানেও বিভিন্ন গ্রামে রেড করেছি, কিন্তু ধরতে পারিনি। যাই হোক, দু'সপ্তাহ আগে, আপনার বান্ধবী তার দলবল নিয়ে একটা অ্যাকশনে যায়। জায়গাটা রিমোট এলাকায়, ঝাড়খণ্ড বর্ডারের কাছাকাছি। যতদূর মনে পড়ছে, জায়গাটার নাম শিলাডিহি। ঝাড়গ্রাম-বিনপুর-শিলদা হয়ে যেতে হয়। পুরোটাই জঙ্গলের পথ, খানিকটা পাহাড়ি। ওদের সঙ্গে একটা জিপ ছিল। সাধারণত এই ধরনের অ্যাকশনে এক্সট্রিমিস্টরা জিপ ব্যবহার করে না, মোটরবাইকে আসে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মোটরবাইকে পালানো সুবিধে। মনে হয়, এবার তাদের প্ল্যান ছিল, অ্যাকশনের পর মেন রোড দিয়ে পালাবে। সেদিন পুলিশ পালটা গুলি চালায়। ওদের কয়েকজন সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড হয়, কিন্তু কেউ ধরা পড়েনি। পরদিন সকালে পুলিশ ক্যাম্পের হাফ কিলোমিটার দূরে হাইওয়ের পাশে একটা মেয়ের ডেডবডি পড়ে আছে বলে খবর আসে। ফোর্স ছুটে যায়। দেখে, সত্যি একটা মেয়ে রাস্তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ে জলপাই রঙের শার্ট-প্যান্ট। এসব ক্ষেত্রে মৃতের পরিচয় চট করে বোঝা যায় না। দলের বাকিরা যতটা পারে সঙ্গের কাগজপত্র সরিয়ে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়েটির কাঁধের ব্যাগটা থেকে গিয়েছে। সম্ভবত, সঙ্গীরা সেটি সরানোর সময় পায়নি। পুলিশের ভয়ে বডি ফেলে দ্রুত পালিয়েছে। অথবা সঙ্গে আরও আহত কেউ ছিল, যার চিকিৎসার জন্য তারা তাড়াহুড়ো করছিল, এই মেয়েটির দিকে মন দিতে পারেনি। এগজ্যাক্টলি কী হয়েছিল, বলা কঠিন। যাই হোক, পুলিশ ওই ব্যাগ থেকে কিছু অ্যামিউনিশন এবং একটা ডায়েরি পায়," পায়ের আওয়াজে কথা থামাল সাধু। দরজার কাছে পাশের ঘরের মহিলা পুলিশটি এসে দাঁড়িয়েছে। ডিএসপি-ও মুখ ফেরাল। সাধু বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে?"

BanglaBook.org

"স্যার, মেয়েটি সব বলতে চাইছে।"

"ঠিক আছে, তা হলে দেরি করবেন না। ওদের খবর দিন। নীচে বিশ্বনাথ আছে।"

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। সাধু ডাকল, "শুনুন, ওদের বলবেন, বেরোনোর আগে মেয়েটাকে যেন কিছু খাইয়ে নেয়।"

সাধু শ্রীশের দিকে ফিরে বলল, "দেখলেন তো, অল্প পেটানির রেজাল্ট? সব বলে দিচ্ছে। পুরোটা বলবে না, আর-এক কোর্স দিতে হবে। সেটা আমাকে লাগবে না। ওরাই ম্যানেজ করবে। যাক, আপনার ঘটনায় আবার ফিরে আসি।"

শ্রীশ খেয়াল করল, সাধু ঘটনাটা বলার সময় ডিএসপি লোকটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভাব লক্ষ করছে। সাধু বলল, "মেয়েটির সেই ডায়েরি থেকেই পুলিশ জানতে পারে তার নাম ঝিলম দত্ত। একসময় বাড়ি ছিল কলকাতার সন্তোষপুরে। খুব স্বাভাবিকভাবে সেখানে বেশ কিছু নাম ঠিকানাও রয়েছে। তার মধ্যে একটা নাম শ্রীশ সেনগুপ্ত। উইথ ইয়োর অ্যাড্রেস। অবাক লাগছে তো?" কথা থামিয়ে ডান হাতের তালু দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছল সাধু। মুখে একটা হাসি এনে বলল, "দাঁড়ান ভাই, আপনার অবাক হওয়ার আর-একটু বাকি আছে। ওই ডায়েরির ভিতর থেকে আমরা একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো পেয়েছি। আমরা আপনাকে দেখাব বলে কাগজটা এনেছিও। এই সেই কাগজ, নিন দেখুন," বলতে বলতে টেব্‌লের উপর খুলে রাখা ফাইলের দুটো পাতা সরিয়ে একটা কাগজের টুকরো বের করল সাধু। এগিয়ে দিল শ্রীশের দিকে। কাঁপা হাতে শ্রীশ কাগজটা নিল। জীর্ণ, প্রায় হলুদ হয়ে যাওয়া ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতা। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় শ্রীশ দেখল, গোটা পাতার উপর ছোট ছোট সুন্দর মেয়েলি হরফে একটি মাত্র লাইন লেখা,

BanglaBook.org

'শ্রীশ, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি বলেছিলে, রোদ উঠলে আসবে।'

যেন চিঠিটা লেখা শুরু করার পরেই থমকে যাওয়া হয়েছে! শিউরে উঠল শ্রীশ। এর অর্থ কী? সে তো কিছুই বুঝতে পারছে না। এরকম ভয়ংকর একটা মেয়ে, যাকে সে একেবারেই চিনতে পারছে না, তাকে এমন চিঠি লিখতে যাবে কেন? তার জন্য কীসের অপেক্ষা? মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। নিশ্চয়ই কোনও ভুল হচ্ছে। বড় কোনও ভুল।

সাধু চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "শ্রীশবাবু, এবার নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মেয়েটিকে আপনি চেনেন না। নিন বলুন, মেয়েটিকে আপনি কীভাবে চেনেন? কতটা চেনেন? বুঝতেই পারছেন, এই ধরনের ডেঞ্জারাস অ্যান্টিভিস্টদের যারা চেনে তাদের কো-অপারেশন না-পেলে পুলিশ বড্ড অসহায় হয়ে পড়ে।"

শ্রীশ ঢোঁক গিলে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সাধু হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে বলল, "আমাদেরও একই অবস্থা। কিন্তু সেই অবস্থা থেকে তো আমাদের বেরোতে হবে, তাই না? বুঝতে আমাদের হবেই। অনন্যা নামে যে-মেয়েটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে, তিনি যদি এরকম কোনও চিঠি আপনাকে লিখতেন, আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না। আমরা ঘামাতামও না। আপনাদের পার্সোন্যাল ম্যাটার। কিন্তু ঝিলম দত্ত আর অনন্যা তো এক নন। ঠিক কিনা?"

সাধুর কথা শেষ হতে না-হতে ডিএসপি বলল, "অনেক হয়েছে, এবার প্রেম-পিরিতির কথা বাদ দাও সাধু। এই যে ছোকরা, ঝিলম তোমার জন্য কেন অপেক্ষা করছিল এবার চটপট বলে ফেলো। আর্মস? নাকি কোনও ইনফর্মেশন? কী ইনফর্মেশন? ওকে তুমি কী

BanglaBook.org

দেবে বলেছিলে? রোদ উঠলে কথাটার মানে কী? আমরা জানি, এটা একটা কোড। এক্সট্রিমিস্টরা বেশিরভাগ সময় কোড ব্যবহার করে। আমরা কয়েকমাস আগে পুরুলিয়ায় একটা ছেলেকে ধরেছিলাম। ছেলেটার কাছে একটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিল। হুইচ ওয়াজ ফল্‌স। সেখানে ওষুধের যে ক'টা নাম ছিল, সব ক'টাই এক-একটা আর্মস ইন্ডিকেট করছিল। বুঝতে পারছ খোকা? এখন বলো, রোদ উঠলে বলতে কী বোঝায়? ইজ ইট অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান? চুপ করে আছ কেন? হারি আপ!" চিৎকার করে উঠল ডিএসপি।

শ্রীশের মনে হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটা জাল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। যে-জাল কেটে সে আর কখনও বেরোতে পারবে না। হাত দুটো তুলে আবার নামিয়ে নিল। অস্ফুটে বলল, "বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন আপনারা, আমি এসব কিছুই জানি না। আমি কখনও এসবের মধ্যে থাকিনি। কোনওদিন রাজনীতি করিনি। আই হেট পলিটিক্স। যে-মেয়ের কথা আপনারা বলছেন, আমি কাউকে আমি কোনওদিন দেখিনি, তাকে চিনি না।"

সাধু আবার বড় করে শ্বাস নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "মনে করার চেষ্টা করুন।"

শ্রীশ মুখ সরিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, "মনে করতে পারছি না।"

ডিএসপি পিঠ সোজা করল। ঘাড় কাত করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "চিন্তা কোরো না ছেলে! কথা কীভাবে মনে করতে হয়, সে ব্যাপারে আমরা তোমাকে হেল্‌প করতে পারব। মনে করানোর টেকনিক আমাদের খুবই জানা আছে।"

শ্রীশ মুখ নামাল। এই লোকটা কি তাকে এবার মারবে? শ্রীশ দু'হাতে টেব্‌লের পাশটা আঁকড়ে ধরল। শরীর জুড়ে অবসাদ ছড়িয়ে পড়ছে। হাত-পা, মেরুদণ্ড যাবতীয় জোর হারিয়ে ফেলছে। ইচ্ছে করছে এলিয়ে পড়তে। নিজেকে এই তীব্র অপমান থেকে রক্ষা

BanglaBook.org

করার একটাই উপায়, মেয়েটার নাম মনে করা। শ্রীশ চোখ বুজল। কে ঝিলম? কোথায় দেখা হয়েছিল? স্কুল না কলেজে? ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে নয় তো? নাকি একেবারে অন্য কোথাও? যেভাবে অনন্যার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেরকম কিছু কি? মনে পড়ছে না। কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু ঝিলম কেন? কারও নামই এখন আর মনে পড়ছে না! অতিরিক্ত ভয় পেলে বোধহয় এরকমই হয়। স্মৃতি লোপ পেতে থাকে। সে বিড়বিড় করে বলল, "মেয়েটার কোনও ফোটো দেখাতে পারবেন?"

সাধু উৎসাহ নিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই পারব। তবে একটা সমস্যা আছে। ফোটোটা জীবন্ত মানুষের নয়, ডেডবডির। এনকাউন্টারের সময় পুলিশের গুলি মেয়েটার বাঁদিকের কানের পাশে কোথাও লেগেছিল। ফলে মুখের বাঁদিকটা হেভিলি ইনজিয়োর্ড। দেখলে আপনার একটু খারাপই লাগতে পারে," বলতে বলতে ফাইল হাতড়ে একটা সাদা খাম বের করল সাধু। ভিতর থেকে টেনে আনল পোস্টকার্ড মাপের ফোটোগ্রাফ, এগিয়ে ধরল শ্রীশের দিকে। সেই ফোটোর দিকে একঝলক তাকাতেই শ্রীশের শরীর জুড়ে পাক দিয়ে উঠল।

চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে এক তরুণী। ফোটোয় কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জলপাই রঙের প্যান্ট, এলোমেলো হয়ে যাওয়া শার্ট। চওড়া বেল্ট। মাথার তলায় চাপ চাপ রক্ত। মেয়েটার মাথার চুল ছড়িয়ে আছে সেই রক্তের উপর। বুলেটের আঘাতে মুখের এক পাশ ভয়ংকর। গাল, কান ছিন্নভিন্ন। আশ্চর্যভাবে অন্যদিকটায় আঘাতের চিহ্ন নেই বিন্দুমাত্র। সেদিকটা টলটলে, সুন্দর। নাকের ছোট্ট নথটা পর্যন্ত অটুটভাবে আলগোছে ছুঁয়ে রয়েছে। আরও আশ্চর্য হল, মৃত্যুর পরও মেয়েটার চোখ খোলা। এই ধরনের ভয়াবহ মৃত্যুর পর কি এরকমই হয়? চোখ চেয়ে থাকে? নাকি স্নেহে, যত্নে মৃতের

BanglaBook.org

চোখের পাতা বুজিয়ে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না পাশে? টানা টানা, গভীর মায়ায় ভরা সেই চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে শ্রীশের দিকে! কালো ঠোঁটের ফাঁকে লেগে আছে একচিলতে হাসি। মৃত্যুর হাসি? নাকি মৃত্যুকে তুচ্ছ করার? মাথা ঘুরে গেল শ্রীশের। টেব্‌ল চেপে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে কোনওরকমে নিজেকে সামলাল সে। সে চিনতে পেরেছে! এই মেয়েকে সে চেনে! এই টানা টানা মায়া ভরা চোখ, এই নাকে আলগোছে লেগে থাকা নথ, কালো ঠোঁট দু'টো তার অস্পষ্ট মনে পড়ছে। সে একে চেনে। ডিএসপি অনেকটা ঝুঁকে পড়ে শীতল গলায় প্রশ্ন করল, "কী, চিনতে পারছ?"

ফোটোর দিকে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট কামড়ে দু'পাশে মাথা নাড়তে লাগল শ্রীশ। অস্ফুটে বলতে লাগল, "না, না..."

সাধু উঠে দাঁড়িয়ে সপাটে একটা চড় মারল গালে। মুহূর্তের জন্য শ্রীশের চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

BanglaBook.org

॥ ৮ ॥

প্রলয় সেনগুপ্ত বসে আছেন দোতলার বারান্দায়।

সামনের নিচু টেব্‌লে গাদাখানেক ভাঁজ করা খবরের কাগজ রাখা। তিনি সেই কাগজ একটা করে তুলে দ্রুত পাতা ওলটাচ্ছেন। তাঁর মাথা যেভাবে উঠছে-নামছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি কাগজ পড়ছেন না, দেখছেন। পাতার উপর থেকে একেবারে নীচ পর্যন্ত দেখছেন। দেখা শেষ হলে চোখে-মুখে খানিকটা প্রশান্তি নিয়ে হাতেরটা সরিয়ে পরের কাগজ তুলে নিচ্ছেন। বাড়িতে রোজ দুটো করে খবরের কাগজ আসে। একটা বাংলা, একটা ইংরেজি। আজ প্রলয়বাবু আরও চারটে কাগজ কিনে এনেছেন। কম চালু,

আগে কখনও চোখে পড়েনি এমন কাগজও কিনেছেন। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখানকার পথের মোড়ের আইল্যান্ডগুলো একসময় চমৎকার ছিল। গাছপালায় ভরতি। ফুল ফুটত। সেসব গোল্লায় গিয়েছে। এখন সবসময় হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টারে ঢাকা থাকে। বিশ্রী দেখায়। আইল্যান্ডের গায়ে বাবু কাগজ নিয়ে বসে ছিল। উপরে উঁই করে রাখা বান্ডিল। পা ছড়িয়ে বসে বাবু দ্রুত হাতে সেই বান্ডিল খুলে টাটকা কাগজ গুছিয়ে রাখছিল থাক দিয়ে। প্রলয় সেনগুপ্ত অত কাগজ চাইতে সে অবাক হয়।

"স্পেশ্যাল কিছু আছে নাকি কাকাবাবু? পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন? মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

প্রলয়বাবুর কথা বলতে ভাল লাগছিল না। জোর করে হেসে বলেছিলেন, "না, না। সেরকম কিছু নয়।"

"তা হলে! হঠাৎ এত?"

"এমনি। রোজই দুটো পড়ি, আজ মনে হল, বাকিগুলোও একটু দেখি।"

কথাটা বলেই বুঝতে পেরেছিলেন, যুক্তি জোরদার হল না। বেশ দুর্বলই হল। অন্যকিছু বলা উচিত ছিল। অফিস সংক্রান্ত কিছু। টেন্ডার, অনুষ্ঠানের খবর, অ্যানুয়াল রিপোর্ট জাতীয় কিছু। তবে বাবু কিছু সন্দেহ করল বলে মনে হয় না। সে মুখ নামিয়ে একটা-একটা করে কাগজ বের করছিল, হেসে বলেছিল, "ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন লাগলে বলবেন। রবিবার সকালে বাড়িতে বিল দিতে যাব।"

প্রলয়বাবু বলেন, "এসো।"

বাড়িতে ফিরে বারান্দায় উঠে এসেছেন প্রলয় সেনগুপ্ত। বেতের চেয়ারে বসে কাগজগুলো নিয়ে পড়েছেন। তাঁর দেখার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি খুঁজছেন বিশেষ কোনও খবর। বড় কোনও খবর নয়, ছোট খবর। পাতার আনাচেকানাচে, অবহেলা, অযত্নে

BanglaBook.org

যা ছাপা হলেও হতে পারে। অনেকসময়ই এধরনের খবর চোখ এড়িয়ে যায়। সেই কারণে প্রলয়বাবু বেশি সতর্ক। তাঁর চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে, খবরটা দেখতে না-পেয়ে তিনি খুশিও হচ্ছেন। অলকা দু'কাপ চা হাতে বারান্দায় এলেন। সকালের প্রথম চা অলকা নিজের হাতে করেন। তবে দু'কাপের বেশি করতে হয় না। ছেলেমেয়ে দু'জনেই বেলা করে ওঠে। ততক্ষণে রত্না এসে যায়। আগের রাতের এঁটো বাসনটাসন মেজে চা বসিয়ে দেয়। শ্রীশ চা ছাড়া বিছানা ছাড়তে পারে না। কলেজে পড়ার সময় থেকে অভ্যেস করেছে। রাত জেগে পড়ত, চা হাতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে হত। সে-পাঠ শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনও সেই অভ্যেস চলছে। সকালে কোথাও বেরোনোর থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। সেদিন নিজে থেকে উঠে হইচই লাগিয়ে দেয়। অচিরার কোনও-কোনওদিন ইউনিভার্সিটির তাড়া থাকে। এতই তাড়া যে চা-ভাত দুটোই একসঙ্গে টেবলে নিয়ে বসে। বকাবকি করলেও শোনে না।

অত কাগজ দেখে অবাক হলেন অলকা। একপাশে ঠেলে সরিয়ে কাপ রাখলেন টেব্‌লের কোনায়। চেয়ার টেনে বসলেন স্বামীর মুখোমুখি। বারান্দায় চেয়ার-টেবল সব বেতের। একদিকে বেতের ঝুড়িতে কায়দা করে রাখা মানিপ্ল্যান্ট ঝুলছে। অলকার চোখেমুখে রাত জাগার বিধ্বস্ত ভাব। কান্নাকাটির কারণে চোখ দুটো ফোলা। কাল তিনটে পর্যন্ত সকলে মিলে ড্রয়িংরুমেই বসে ছিলেন। একসময় প্রলয়বাবু স্ত্রী ও মেয়েকে বলেন, "তোমরা শুতে যাও।"

অলকা মেয়েকে বলেন, "তুই যা।"

অচিরা বলে, "মা, ভয় করছে।"

প্রলয়বাবু বলেন, "সবাই শরীর খারাপ করে লাভ নেই। কাল সকালের আগে তো কিছু করা যাবে না।"

BanglaBook.org

অলকা মাঝেমধ্যে ফুঁপিয়ে উঠছিলেন। অচিরা বলেছিল, "অয়নের এক কাকা পুলিশের বড় পোস্টে আছেন। ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলব?"

প্রলয়বাবু সোফায় মাথা রেখে ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন, "পুলিশ দিয়ে কিছু হবে না। থানার ওসি যা বললেন, তাতে আরও বড় কাউকে ধরতে হবে। পলিটিক্যাল কোনও সোর্স... সকালে আগে ভবানীভবনে যাই..."

অলকা আতঙ্কিত গলায় বলেন, "সে কী? লালবাজার?"

প্রলয় সেনগুপ্ত নিজেকে সামলান। থানা থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রী, মেয়েকে বিস্তারিত কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন, "শ্রীশকে থানায় রাখেনি। ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।"

অলকা উদ্‌বিগ্ন গলায় বলেন, "অন্য জায়গায়! কোথায় নিয়ে গিয়েছে?"

"ঠিক জানি না। তবে এখনও অ্যারেস্ট করেনি, কাল কী হবে জানি না।"

অলকা আতঙ্কিত গলায় বলেন, "সে কী, অ্যারেস্ট করবে কেন? ওরা যে বলল, কথা বলে ছেড়ে দেবে?"

প্রলয়বাবু খাটের উপর কপালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বলেন, "আমাকে এত প্রশ্ন করছ কেন? হয়তো ছেড়ে দেবে। কাল সকালের আগে কিছু বোঝা যাবে না।"

অচিরা কান্নাভেজা গলায় বলে, "দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? কী করেছে?"

প্রলয়বাবু চিন্তিত মুখে বলেন, "সেটাও খুব পরিষ্কার নয়। তবে পলিটিক্যাল কিছু।"

অচিরা বলল, "পলিটিক্স! দাদা তো কখনও পলিটিক্সের মধ্যে থাকে না?"

BanglaBook.org

প্রলয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বাবলুকে কেউ মিথ্যেভাবে জড়িয়েছে।"

অলকা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। অচিরা এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখল, "মা, শান্ত হও।"

অলকা কাঁধ থেকে মেয়ের হাত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আর কত শান্ত হব বলতে পারিস? রোজই একটা না-একটা ঝড়ঝাপটা। সবই কি আমাদের কপালে জুটবে? কী পাপ করেছি আমরা? তোর দিদি পালাবে, তোর দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে?" অলকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

অচিরা ঠোঁট কামড়ে বলে, "আহ্ মা, পুরনো কথা বাদ দাও।"

অচিরা তখনও বাইরের পোশাক বদলায়নি। তার আনন্দের সন্ধেটা যে এভাবে বিষাদে মিশে যাবে, সে কল্পনাও করতে পারছিল না। বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। মোবাইলে ধরার উপায় ছিল না। তাড়াহুড়োয় প্রলয়বাবু মোবাইল নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। পলিটিক্স শুনে তার ভয় করছিল। তাদের ইউনিভার্সিটিতে আজকাল এসব খুব শুরু হয়েছে। ছেলেমেয়েরা রোজই মিটিং-মিছিল করে। গত মাসে ইউনিয়ন রুম ভাঙচুর হয়েছে। ছেলেরাই করেছে। পুলিশ এসেছিল। তাই নিয়েও গোলমাল হল। একদল ক্লাস বয়কটের ডাক দিল। তাতেও গোলমাল। তাদের ফ্যাকাল্টিরও অনেকে এখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। করিডরে, ক্যান্টিনে সবসময় তর্ক, উত্তেজনা। দুটো কথার পরই রাজনীতি চলে আসে। শনিবার ইকনমিক্সের তরুণ আর ইংলিশের ঋদ্ধির সঙ্গে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ একসময় দু'জনে গলায়-গলায় বন্ধু ছিল। এক কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। এখন দু'জনেই আলাদা রাজনীতি করে। ইউনিভার্সিটির পরিবেশ দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সবসময় চাপা টেনশন। সুশান্ত সেদিন ক্লাসে বলছিল,

BanglaBook.org

তাদের হস্টেলে নাকি বোমা বাঁধা হয়। বলার মধ্যে একটা গর্বের ভাব। অথচ সে ছাত্র হিসেবে দারুণ। ওর ফার্স্টক্লাস কেউ আটকাতে পারবে না। সেই ছেলে বোমা নিয়ে গর্ব করে কীসের জন্য?

স্ত্রীর কান্নাকাটির মাঝখানেই উঠে পড়লেন প্রলয়বাবু। বাথরুমে যেতে যেতে বললেন, "পাড়ার লোককে আর না-ই বা জানালে। দয়া করে চুপ করো।"

অলকা কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, "জানতে আর কী বাকি আছে? হৈমীর ঘটনা কি লুকোতে পেরেছিলে?"

"মেয়ের দিকে একটু নজর রাখলেই এই প্রশ্ন উঠত না।"

অলকা বললেন, "তুমি তো রেখেছিলে। চোখে চোখে রাখতে সর্বদা। লাভ হয়েছিল কিছু? অত বাড়াবাড়ির জন্যই মেয়েটা... আর বাবলুকে যে ধরে নিয়ে গেল, সেও কি আমার জন্য?"

অচিরা মায়ের হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বলে, "উফ মা, চুপ করবে? এত বড় একটা বিপদের সময় কী করছ তোমরা? দাদা কখনও খারাপ কিছু করতে পারে না। পুলিশ নিশ্চয়ই কোনও ভুল করেছে। দেখবে, কালই ছেড়ে দেবে। দাদা পার্টি-পলিটিক্সের মধ্যে কখনও থাকে না।"

দীর্ঘক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে থাকার পর শেষরাতে অলকা মেয়েকে নিয়ে শুতে যান। নিজের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, মেয়ের জন্যই উঠতে হয়। বিছানায় শুয়েও মা-মেয়ে অনেকক্ষণ কাঁদেন। অচিরা ঠিক করে, সকালেই সে শৌভিককে ফোন করবে। তার অনেকরকম যোগাযোগ। কোনও না-কোনওভাবে নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু জানা দরকার, দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগটা ঠিক কী? বোমা বাঁধার মতো কিছু?

স্বামীকে একটার পর একটা খবরের কাগজ পড়তে দেখে আঁচল দিয়ে মুখ, গলা মুছে অলকা বললেন, "কী দেখছ?"

BanglaBook.org

"কিছু না," চোখের উপর থেকে কাগজ না-নামিয়েই প্রলয়বাবু বললেন।

"এত পেপার কিনেছ কেন?"

"বললাম তো কিছু না, এমনি," প্রলয়বাবুর গলায় বিরক্তি।

অলকা ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, "পেপারে কী বেরিয়েছে?"

প্রলয়বাবু খোলা পাতার আড়াল থেকেই বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে বললেন, "কী বেরোবে? বেরোনোর কী আছে?"

অলকা উদ্‌বিগ্ন গলায় বললেন, "বাবলুর ঘটনাটা?"

প্রলয়বাবু একটু থমকালেন। অলকা কী করে ধরে ফেলল! অবশ্য, না-পারারই বা কী আছে? অলকা বুদ্ধিমতী। এতদিন তাঁর সঙ্গে ঘর করছে। স্বামী যে খবরের কাগজের পাহাড় নিয়ে বসার মানুষ নয়, অলকা সবচেয়ে ভাল জানে। দুয়ে-দুয়ে চার করতে কতক্ষণ?

"কী এমন ঘটেছে যে কাগজে বেরোতে হবে?"

অলকা বললেন, "চা খাও।"

স্ত্রীর কথার উত্তর না-দিয়ে প্রলয়বাবু সাত নম্বর পাতার নীচের দিকে তাকিয়ে সামান্য চমকে উঠলেন। 'যুবক ধৃত' হেডিং-এ একচিলতে একটা খবর রয়েছে। সাত-আট লাইনের খবর। যুবক ধৃত! মুহূর্তখানেকের জন্য বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। এটা নয় তো? দ্রুত খবরটা পড়ে ফেললেন প্রলয়বাবু। না, এটা নয়। রিপোর্টার সোনাগাছি এলাকা থেকে এক মদ্যপ যুবককে ধরার ঘটনা লিখেছে। তাও মধ্যরাতে। প্রলয়বাবু নিশ্চিন্ত হলেন। হাত বাড়িয়ে কাপ তুলে চুমুক দিলেন।

"অচি কী করছে?"

"ঘুমোচ্ছে," অলকা শান্ত গলায় বললেন।

BanglaBook.org

"ঘুমোক, কাল সারারাত জেগেছিল।"

অলকা বললেন, "তুমি কখন বেরোবে?"

প্রলয়বাবু আপনমনে বললেন, "আর-একটু পরে। এখন গেলে কাকে পাব? কিন্তু যেটা দরকার ছিল, নেতা, মন্ত্রী কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা। রেফারেন্সে না-গেলে পাত্তা দেবে না। কারও কথাই তো মাথায় আসছে না। এখানকার কাউন্সিলরকে কাল পঙ্কজ বলেছিল, সে রাজি হল না। ভয় পেয়ে গেল। এইসব কেসে নাকি নাক গলাতে পারবে না।"

অলকা চমকে উঠে বললেন, "কী কেস?"

প্রলয়বাবু বুঝলেন, কথাটা বেফাঁস বলা হয়ে গেল। খুনোখুনির রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকার দায়ে বাবলুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে শুনলে অলকা নার্ভাস হয়ে পড়বে। অবশ্য কথাটা একটা না-একটা সময় জানাতেই হবে। কতক্ষণ লুকিয়ে রাখা সম্ভব? কাল শেষরাতে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, পুলিশ বোধহয় বাবলুকে ফেরত দিতে এসেছে। আজও হয়তো সেরকম করবে। এই ছটফটানি বন্ধ হওয়া দরকার। অচিরারও জানা দরকার। তার চেয়েও মারাত্মক কথা হল, পুলিশ যদি বাড়ি সার্চ করতে আসে? ওসি কাল যা বলল, তাতে সেটা একেবারে অসম্ভব নয়। মানসিকভাবে এদের প্রস্তুত থাকা উচিত। চায়ের তলানি প্রলয়বাবু কখনও খান না। এখন খেলেন। তারপর কাপ নামিয়ে শান্তভাবে বললেন, "অলকা, বাবলুর বিষয়টা খানিকটা সিরিয়াস। কাল তোমাদের বলিনি। এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের জেনে রাখা দরকার। পুলিশ যে-ভুলটা করেছে, সেটা সিরিয়াস ভুল করেছে।"

আতঙ্কিত চোখে অলকা বললেন, "সিরিয়াস!"

"হ্যাঁ, ওরা সন্দেহ করছে, বাবলু এমন কোনও পলিটিক্যাল

BanglaBook.org

পার্টির সঙ্গে জড়িত, যারা খুন-জখমের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। কাগজে পড়ো না? রোজই তো খবর বেরোচ্ছে।"

অলকা ফিসফিস করে বললেন, "অসম্ভব।"

"অসম্ভব তো আমরা জানি, পুলিশও জানবে। তার আগে যেটুকু হ্যারাস করা যায়।"

অলকা আবার নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলেন। কাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সামলে রেখেছিলেন প্রলয়বাবু। এখন তাঁর নিজের গলার কাছেও কান্না দলা পাকিয়ে এল। তিনি হাতের কাগজটা মুখের সামনে তুলে ধরে নিজেকে আড়াল করলেন। বললেন, "কান্নাকাটি করে লাভ হবে না অলকা। খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে ছেলেটাকে কোর্টে না তোলে। এখনও কিছু হয়নি। কোর্টে নিয়ে গেলে অনেক খারাপ কিছু হতে পারে। এসব কেসে আজকাল জামিন দিচ্ছে না। বিনা দোষে আবার জেলে পচে মরার দিন শুরু হয়েছে। চারপাশে কী হচ্ছে, দেখছ না? খবরের কাগজ, টিভিতে শুধু ধরপাকড়ের খবর। খুব খারাপ অবস্থা।"

এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। স্বামীর কথা শুনে অলকা এবার আওয়াজ করে ডুকরে উঠলেন।

"যাও, ভিতরে যাও। আশপাশের বাড়িতে লোকজন জাগতে শুরু করেছে। দেখলে সন্দেহ করবে।"

প্রলয়বাবু বুঝতে পারছেন, চেষ্টা করতে হবে, যাতে ঘটনাটা কম জানাজানি হয়। কাল পুলিশ প্লেন ড্রেসে এসেছিল এটা একটা রক্ষে। জিপটিপও আনেনি। পাড়ার লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। এখন ছেলের কেরিয়ার গড়ার সময়। পুলিশ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়লে বিরাট ক্ষতি। পুলিশ যতই ভুল করুক, ছেড়ে দিক, মানুষ সেটা মনে রাখবে না। ধরে নিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়াটুকুই মনে রাখবে। কত লোক তো জেল থেকে বেকসুর খালাস পায়, কেউ বলে? কেউ বলে না। ধরা পড়ার সময় খবরের কাগজ, টিভি ফলাও করে দেখায়। প্রমাণ হওয়ার আগেই অপরাধী বানিয়ে ছাড়ে। ছাড়া পেলে একটা শব্দও নেই। অদ্ভুত সিস্টেম!

অলকা কান্না থামিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, "এত ছেলে থাকতে বাবলুকে নিয়েই পুলিশ ভুল করল কেন? কী কারণ?"

প্রলয়বাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "ঠিক জিনিসের কারণ থাকে অলকা, ভুলের কারণ থাকে না। যা খুশি একটা কিছু করলেই হল।"

"আমার অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে।"

প্রলয়বাবু বললেন, "কী সন্দেহ?"

"বাবলুর নামে মিথ্যে করে কেউ পুলিশের কাছে বলেছে। নইলে ওর পিছনে পুলিশ খামোকা কেন লাগতে যাবে?"

বাকি কাগজগুলো দেখার গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রলয়বাবু। এবার উঠতে হবে। অলকা কাপগুলো হাতে নিয়ে উঠতে-উঠতে বললেন, "আমি জানি, কে করেছে।"

প্রলয়বাবু মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে ভুরু তুললেন। অলকা মুখে কঠোর ভাব এনে বললেন, "এ ওই বদ লোকটার কাজ। নির্মল। নিশ্চয়ই ও কোনওভাবে কলকাঠি নাড়িয়েছে। এসব খারাপ লোকের উপরমহলে অনেক চেনাজানা থাকে। পুলিশের তো খারাপ লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম। এখানকার সম্পত্তির উপর শয়তানের নজর পড়েছে। মেয়েটাকে নিয়েছে, এবার টাকা-পয়সা নিতে চায়।"

প্রলয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "এসব তোমাকে কে বলল?"

"আমি জানি। অচি, বাবলুর উপর রাগ। তার উপর টাকা-

BanglaBook.org

পয়সার টানাটানি চলছে খুব। হৈমন্তী আজকাল আমার কাছ থেকে টাকা চায়।"

"টাকা চায়?"

"হ্যাঁ, এতদিন তোমাকে বলিনি। অবস্থা খুব খারাপ। ওই লোক আমাদের আর কত সর্বনাশ করবে, আমি জানি না। আমি এখনই হৈমীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছি, কত টাকা পেলে ওর বর খুশি হবে? আমাদের মুক্তি দেবে?" কথা বলতে-বলতে আবার মুখে আঁচল চাপা দিলেন অলকা।

প্রলয়বাবু উঠে পড়ে নিচু গলায় হিসহিসিয়ে বললেন, "পাগলামি কোরো না অলকা, একদম পাগলামি কোরো না। বাবলুকে পুলিশ যে-কারণে নিয়ে গিয়েছে, সেটা এত সহজ নয়। লেফটিস্ট এক্সট্রিমিস্টদের নিয়ে যাদের কারবার, তারা ধরেছে। নির্মলের মতো নিম্নমানের একজন ক্রিমিনালের হাত অত দূর থাকতে পারে না। এই বিষয়টা নিয়ে দয়া করে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। শুধু দ্যাখো, যাতে জানাজানি কম হয়। এটা তোমার বন্ধু মেয়ের মতো ছেঁদো ঘটনা নয়। বাবলু একটা ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে পড়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে ওকে বের করে আনতে হবে। এটা মাথা ঠান্ডা করে বোঝার চেষ্টা করো অলকা। হি ইজ আ ভিক্টিম অফ দ্য সিচুয়েশন। চারপাশে যা চলছে তার শিকার হয়েছে।"

অলকা চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বললেন, "আমি আর কিছুই বুঝতে চাই না। ছেলেমেয়ে কিচ্ছু না। ভগবান কেন যে আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছেন..."

সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুম কাল থেকে অগোছালো হয়ে আছে। হৈমন্তী চলে যাওয়ার পরও শান্তিনীড়ের অবস্থা ক'দিন এরকম হয়েছিল। ঘরদোর ঝাড়পোঁছ হত না। রান্নাবান্না যেটুকু না-করলে নয়, সেটুকুই করা হত। আত্মীয়স্বজনরা আসত সান্ত্বনা দিতে।

BanglaBook.org

প্রতিবেশীরা দু'-একজন এসে গায়ে পড়ে পরামর্শ দিত। শ্রীশই একদিন সন্ধেবেলা এসে হইচই বাধাল, ''এরকমভাবে চলতে পারে না। আমরা নিজেরাই যদি এরকম ভেঙে পড়া আচরণ করি, তা হলে বাইরের লোক তো সুযোগ নেবেই। উই শুড বিহেভ নর্ম্যালি।''

অলকা বলেছিলেন, ''কী বলছিস! তোর দিদি এরকম একটা কাণ্ড করেছে আর আমরা দু'হাত তুলে নাচব?''

শ্রীশ কড়াভাবে বলে, ''কী কাণ্ড করেছে? সে নিজের পছন্দমতো একজনকে লাইফ পার্টনার করেছে। সো হোয়াট? ওর নিজের ভালমন্দ বোঝার বয়স হয়েছে। তোমরা মেনে নিতে পারবে না বলে সে এ-বাড়িতে আসেওনি। ব্যস, ফিনিশ্‌ড। এর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক? অথচ আমরা এমন করছি, যাতে বাইরের লোকজন সুযোগ নিচ্ছে।''

অলকা বলেন, ''তুই হৈমীকে সাপোর্ট করিস?''

''অবশ্যই করি। দিদিকে করি, কিন্তু ওই লোকটাকে সাপোর্ট করি না। তাতে দিদির কিছু যায়-আসে না। আসে না বলেই শি হ্যাজ্ ডান দিস, তাই না? তা হলে আমরা কেন মুখ গোমড়া করে বসে আছি? তাকে তার মতো সুখী থাকতে দেওয়া উচিত, আমরা আমাদের মতো থাকব।'

তারপর থেকে বাড়ি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করে। রাগ, অভিমান, কষ্ট চলে যায় নীচে। মজা নদীর জলের মতো বালির তলায়। এ-বাড়ির কেউ আর চট করে হৈমন্তীর কথা প্রকাশ্যে তোলে না। বৃদ্ধা সুধাদেবী শুধু মাঝেমধ্যে অচিরাকে ডেকে চুপিচুপি বলেন, ''টাকাটা রাখ। যাতায়াতের পথে মন্দিরে মেয়েটার নামে পুজো দিয়ে দিস। কাউকে বলার দরকার নেই। হৈমীকেও নয়।''

আজ অনেকদিন পর আবার শান্তিনীড়ে সেই বিপর্যস্ত,

BanglaBook.org

অগোছালো ভাব। বিপদের ছাপ। বিপদ বোধহয় এরকমই। চরিত্র আলাদা হলেও সে একই রকম ছাপ ফেলে। কাচের সেন্টার টেব্‌লের উপর এলোমেলো খবরের কাগজগুলো রাখতে রাখতে প্রলয়বাবু ঠিক করলেন, সন্দীপনকে ফোন করবেন। সন্দীপন সমাদ্দার তাঁর অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। বয়স বেশি নয়, দুর্গাপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছে মাত্র দু'বছর। দু'বছরেই ইউনিয়নটাকে হাতের মুঠোয় কব্‌জা করেছে। করিতকর্মা ছেলে। অফিসেই শুধু রাজনীতি করে না, বাইরের নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে সন্দীপনের। এই রাজনৈতিক ডামাডোলের বাজারেও সেই যোগাযোগ খুব ছোট নয়, অফিসের ম্যানেজমেন্ট সমঝে চলে। ছেলেটাকে বললে 'বড়' কাউকে ধরে দিতে পারে। সোফায় বসে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন প্রলয় সেনগুপ্ত। আর তখনই চোখের সামনে পড়ে থাকা খবরের কাগজের পাতার এক কোনায় চোখ পড়ল তাঁর। এতক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার পরও চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল খবরটা! অথবা চোখে পড়লেও হেডিং-এর কারণে পড়বার প্রয়োজন মনে করেননি। খোলা পাতাটা টেনে নিলেন প্রলয়বাবু। খবরটার হেডিং এরকম: 'জঙ্গি তরুণীর প্রেমিক ধৃত।' হেডিং-এর তলায় রিপোর্টার খবর লিখেছে:

সোমবার গভীর রাতে কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে গোয়েন্দাপুলিশ এক তরুণকে আটক করেছে। তরুণের নাম শ্রীশ সেনগুপ্ত। মেধাবী এই ছাত্র এক ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা শেষ করেছেন। পুলিশের সন্দেহ শ্রীশ ঝিলম দত্ত নামে এক জঙ্গি তরুণীর প্রেমিক। ঝিলমের বিরুদ্ধে খুন, পুলিশের অস্ত্র লুঠ, অগ্নিসংযোগ-সহ রাষ্ট্রদ্রোহিতার বহু মামলা রয়েছে। মেয়েটি কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ড সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া কাগজপত্রের সূত্র ধরেই গোয়েন্দারা

BanglaBook.org

শ্রীশকে আটক করেছে। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসারকে রাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে তিনি এই খবরের সত্যতা স্বীকার করতে রাজি হচ্ছিলেন না। পরে জানান, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এখনই এর বেশি কিছু বলা যাবে না। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই নিয়ে গত একমাসে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে একশোরও বেশি যুবককে পুলিশ ধরেছে। এদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়ায় কৃতী। বিষয়টি পুলিশমহলে বিশেষ চিন্তার কারণ তৈরি করেছে।

প্রলয় সেনগুপ্তর মনে হল, গোটা ঘরটা দুলছে। এক্ষুনি সোফার উপর তিনি পড়ে যাবেন। এই অবস্থাতেই কোনওরকমে পাতা উলটে কাগজের নামটা দেখলেন। না, কোনও ছোটখাটো কাগজ নয়। শ্রীশের খবর যেখানে বেরিয়েছে, সেই কাগজ খুবই নামী। প্রচার অনেক। তার মানে অনেকেই জানবে।

প্রলয়বাবু তাঁর স্ত্রীকে ডাকতে গেলেন। গলা থেকে স্বর বেরোলও না। তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, "অলকা, অলকা..."

BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

প্রায় অন্ধকার রান্নাঘরের মেঝেয় উবু হয়ে বসে বঁটিতে আনাজ কাটছে হৈমন্তী। আনাজ খুবই সামান্য। দু'দিন আগে কেনা বাসি লাউ, ক'টা আলু, কুমড়োর একটা ফালি। ঝুড়িতে বেগুনও পাওয়া গিয়েছে। তবে সেটায় পোকা ধরেছে। ফলে রান্না খুব কিছু করার নেই। ভাত-ডালের সঙ্গে একটা তরকারি।

এত ভোরে কখনও রান্না নিয়ে বসে না হৈমন্তী। আজ বসেছে। আজ নির্মলের কোর্টের ডেট। একটু পরেই তাকে খেয়ে বেরিয়ে

যেতে হবে। তবে শুধু সেজন্যই হৈমন্তী আজ ব্যস্ত নয়, ব্যস্ততার অন্য কারণ আছে। কাল রাতে হৈমন্তী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাবার কাছে ফিরে যাবে। তার পক্ষে আর এ-বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। অনেক সহ্য করেছে, আর নয়। কাল রাতে নির্মলের অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়েছে। বিশ্বাস অনেকদিন থেকেই ভাঙছিল। বিয়ের দু'দিন পরই নির্মল যেদিন শান্ত গলায় বলেছিল, ''কাল-পরশু আমার সঙ্গে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে আসবে,'' তখনই হৈমন্তীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

''অ্যাবরশন!''

নির্মল সামান্য হেসে বলেছিল, ''হ্যাঁ, এমনভাবে বলছ, যেন কখনও শোনোনি? চিন্তার কিছু নেই। আমার চেনা ক্লিনিক আছে। সেফ। ব্যাপারটা ইল্লি হলেও, এসব জিনিস যে-কোনও জায়গায় করাতে নেই।''

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলেছিল, ''সে কী! সন্তানের জন্যই তো আমার এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা।''

নির্মল এগিয়ে এসে দু'হাতে বউকে জড়িয়ে ধরে। কানের কাছে মুখ এনে বলে, ''সে পাট তো চুকে গিয়েছে সোনা। এখন আর ঝামেলা রেখে লাভ কী?''

''ঝামেলা! একে তুমি ঝামেলা বলছ?'' এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল হৈমন্তী।

নির্মল শান্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুলে বলেছিল, ''আহা, কথাটা ওভাবে নিচ্ছ কেন? এখন আমাদের বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করার সময় নয় ডার্লিং। ক'টা দিন নিজেরা হাত-পা ছড়িয়ে ভাব-ভালবাসা করে নিই। ছেলেমেয়ে হলে তো সব হয়েই গেল। শুধু ট্যাঁ আর ট্যাঁ। তখন তুমি কি আমাকে দেখার সময় পাবে?'' হেসে হৈমন্তীর বুকে হাত রাখে নির্মল। বলে, ''তা ছাড়া অফিসে কিছু সমস্যা হচ্ছে। ভাবছি,

BanglaBook.org

কাজটা ছেড়ে দিয়ে বিজনেস করব। পরের গোলামি আর পোষাচ্ছে না। বিজ়নেস খানিকটা স্টেডি হোক, বাচ্চা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তখন তুমি যটা চাইবে... হা হা।''

চোখের সামনে ঝলমলে জগৎটা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল হৈমন্তীর। কাঁপা গলায় বলে, ''চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ? সে কী! তুমি যে বলেছিলে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রমোশন? চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কী করে?''

নির্মল দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। যেন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে আড়মোড়া ভাঙার মতোই সহজ কিছু। বলে, ''প্রমোশন তো কী? কত টাকা দেবে? ব্যাবসা দাঁড়ালে অনেক ইনকাম। দু'বছর একটু কষ্ট করে দ্যাখোই না। এর তিনগুণ বড় একটা ফ্ল্যাট যদি তোমায় কিনে দিতে না-পারি তখন বলবে। নির্মল নাম বদলে আমার নাম রাখবে শুধু মল। টাট্টি। হা হা। ফ্ল্যাটের সঙ্গে গাড়িও হবে। আচ্ছা, গাড়ির জন্য তোমার কোন রং পছন্দ?'' কথা শেষ করে দশদিন আগে বিয়ে করা বউয়ের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে নির্মল। অ্যাবরশন এবং চাকরি ছাড়ার মতো এত বড় দুটো ধাক্কা একসঙ্গে আসায় হৈমন্তী হতচকিত হয়ে পড়েছিল। তার শরীরের ভিতরটা ঝনঝন করে ওঠে। এ কোন নির্মল? এই নির্মলকে তো সে চেনে না!

নির্মল হাসিমুখেই বলে, ''তা হলে ওই কথাই রইল। আমি ক্লিনিকে শনিবার সকালে ডেট করে রাখছি।''

হৈমন্তী খাটের একপাশে বসে মাথা নামিয়ে কাঁদতে থাকে।

''এই দ্যাখো, এরকম একটা ইজ়ি ব্যাপার নিয়ে ফ্যাঁচফ্যাঁচানি শুরু করলে কেন?''

হৈমন্তী মুখ তুলে বলে, ''তুমি চাকরি ছেড়ো না। আমরা খুব সমস্যায় পড়ব।''

BanglaBook.org

নিমেষের জন্য চোখ দুটো ঝলসে উঠেছিল নির্মলের। হৈমন্তীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর কঠিন গলায় বলে, "এটা আমার বিষয় হৈমন্তীদেবী। আমি আপনাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি। আপনার খাওয়া-পরার দায়িত্ব আমার। সেটা চাকরি করে না ভিক্ষে করে, নাকি চুরি-ডাকাতি করে, সেটা আমি ডিসাইড করব। দয়া করে এটা নিয়ে আমাকে অ্যাডভাইস দিতে আসবেন না।"

সেদিনই এই লোকটার প্রতি বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল হৈমন্তীর। যে-কারণে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে করা, এত স্বার্থত্যাগ, তাকে এত সহজে তুচ্ছ করে দিল মানুষটা! তারপরও যুক্তিহীন তীব্র ভালবাসায় সেই চিড় থেকে জোর করে মুখ সরিয়ে রেখেছিল হৈমন্তী। পরে সেই চিড় ধীরে ধীরে ফাটলের চেহারা নেয়। নির্মলের কদাকার রূপ ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। যত দিন যায় হৈমন্তী বুঝতে পারে, যে-মানুষটাকে সে অন্ধের মতো ভালবেসেছিল, সে এই মানুষ নয়। মানুষটা সবদিক থেকে অসৎ পথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ব্যাবসায় লোক ঠকায়, পাওনাদারের জন্য বাড়ি বদল করে। জাল-জোচ্চুরি জল-ভাতের মতো সহজ চোখে দ্যাখে! শ্রীশ তাকে জানায়, সে খবর পেয়েছে, নির্মল চাকরি ছাড়েনি। টাকার হিসেবপত্র নিয়ে বড় ধরনের গোলমাল করায় অফিস থেকে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কোম্পানি থেকে তার নামে পুলিশে ডায়েরি করবার কথাও ভাবছে। তার এক বন্ধুর দাদা একই অফিসে কাজ করে। খবর এসেছে সেখান থেকে। ফোনে এই খবর জানিয়ে শ্রীশ বলেছিল, "ঠিক করেছিলাম, কথাটা তোকে বলব না দিদি। পরে ভেবে দেখলাম, সেটা অন্যায় হবে। লোকটাকে তোর বুঝে রাখা দরকার। বাড়িতে কাউকে বলিনি। বলবও না। তাঁরা আরও চিন্তা করবেন।"

BanglaBook.org

রাতেই শ্রীশের নাম না-করে নির্মলকে ঘটনাটা জিজ্ঞেস করেছিল হৈমন্তী। সেদিনই প্রথম নির্মল তার গায়ে হাত তোলে। অভিযোগ শোনার পর এগিয়ে এসে সপাটে চড় মারে গালে। নির্মল যে তার গায়ে হাত তুলতে পারে, মার খাওয়ার পরও বিশ্বাস হচ্ছিল না হৈমন্তীর। সে গালে হাত দিতেও ভুলে যায়। চলে যায় বোধহীন এক জগতের মধ্যে। তার ইন্দ্রিয়গুলো অপমানে বিদ্রোহ করে। বিহ্বল চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমন্তী। এখানেই থেমে যায় না নির্মল। সে এগিয়ে এসে ডান হাতে হৈমন্তীর চুলের মুঠি চেপে ধরে। তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, "এই মিথ্যে কথা তোকে কে বলেছে? একবার নামটা বল, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদার। নিশ্চয়ই তোর বাপের বাড়ির কেউ আমার উপর চরগিরি করছে। মনে রাখবি, আমি কিন্তু সহজে ডিভোর্স দেব না। তোর বাপ-দাদাকে বলে দিস, পুলিশ, মামলা-মোকদ্দমাকে আমি ভয় করি না। বউ-খুনের দায়ে আমার জেল ঘুরে আসার অভ্যেস আছে। দরকার হলে আবার যাব। সব ক'টাকে মেরে যাব। যা আমার সামনে থেকে," চুল ছেড়ে যেন ঘৃণায় ছুড়ে ফেলে হৈমন্তীকে।

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল হৈমন্তী। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটার পর অপমানে শরীর কেঁপে কেঁপে কান্না আসছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সেই কান্না আটকে রাখছিল। বুঝতে পারছিল, এই কান্নার সে যোগ্য নয়। এটাই তার প্রাপ্য। হয়তো তার শাস্তিও। বাড়ির সকলকে অস্বীকার করে একজন ঝকঝকে সুদর্শন পুরুষের প্রেমে পড়েছিল সে। সেই প্রেমের জন্ম হয়েছিল গভীর এক মায়া থেকে। পুরুষটির মুখে ফুটে ওঠা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর বিষাদ তাকে টলিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল, সুন্দর এই মানুষটি কুৎসিত চক্রান্তের শিকার হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছিল, এই মায়া তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল। আগু-পিছু চিন্তার বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছিল ক্রমশ।

BanglaBook.org

বাড়ির শত বাধা, শত আপত্তি তাকে টলাতে পারেনি। মোটরবাইক চালিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত নির্মল। কখনও উলটোডাঙা, কখনও বাইপাসে সেজেগুজে অপেক্ষা করত হৈমন্তী। পিছনে বসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তরাঁয়। কোনওদিন থামত না কোথাও, শুধু ফাঁকা রাস্তায় পাক মারত। কলকাতার পথ ধরে ছুটে যেত শনশন করে। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে কানে ফিসফিস করে ভালবাসার কথা বলত। কিশোরীর মতো আচ্ছন্ন হয়ে যেত হৈমন্তী। কখনও কাঁধে মাথা রাখত, কখনও মানুষটার দুটো হাত জড়িয়ে নিজের বুকে ছুঁয়ে রাখত। সেই ঝলমলে ছবি যখন ফ্যাকাশে হতে থাকে, তখন যাবতীয় জোর হারাতে শুরু করে দিয়েছে হৈমন্তী। নানাভাবে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সংসারের নিত্য অভাব আর সমস্যার সঙ্গে। দ্রুত বদলে যেতে থাকে চারপাশ। বদলে যেতে থাকে নিজেও। শান্তিনীড়ের সুস্থ, সুন্দর জীবনের সঙ্গে যার কোথাও কোনও মিল নেই। নির্মলের রোজগার নেই, ধার-দেনায় ব্যাবসা জেরবার। সেটাকে যে শক্তভাবে দাঁড় করাবে, সে ইচ্ছেও নেই লোকটার। মিথ্যে আর জালিয়াতির অন্ধকার গলিতে চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খায়। এর সঙ্গে স্ত্রী-হত্যার মামলাটাও ফোড়ার মতো পেকে উঠতে লাগল। মাঝেমধ্যে খবরের কাগজগুলোয় ছোটখাটো মাপের খবরও বেরোয়। অল্প কথাতেই আদালত সংবাদদাতা রসিয়ে খুনের গল্প লেখে। বোঝাই যায়, নির্মলের মৃত স্ত্রী উপালির পক্ষের উকিল একতরফাভাবে লেখাচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করার কারণে আগেই পুরনো সম্পর্কগুলো ভেঙে দিয়েছিল হৈমন্তী। এর পর আরও সিঁটিয়ে যেতে লাগল। পথেঘাটে আত্মীয়, কলেজের বন্ধুদের দেখতে পেলে আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। টাকার অভাবে কোনও-কোনওদিন উকিল দাঁড় করানোই কঠিন হয়ে পড়ছিল। হৈমন্তী বাধ্য হয়ে ভাইবোনের কাছ থেকে টাকা চাওয়া শুরু

BanglaBook.org

করল। যত দিন যাচ্ছে, মামলাটা নির্মলের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। শুধু পয়সাকড়ির দিক থেকে নয়, মামলার মেরিট উলটোদিকে জোরদার হচ্ছে। মার্ডার না-হলেও 'প্রোভোকেশন সুইসাইড' বোধহয় আটকানো যাবে না। সাজাও কাছাকাছি। উপালির বাবা দু'হাতে টাকা খরচ করছেন। কয়েকমাস ধরে নির্মল নেশা করা বাড়িয়ে দিয়েছে। নেশার ঘোরে নোংরাভাবে তার উপর শারীরিক অত্যাচারও করেছে নির্মল।

কিন্তু আর নয়। হৈমন্তী আজ ঠিক করেছে, নির্মল বেরিয়ে গেলে সেও চলে যাবে। রাতের খাবারটা রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া থাকবে। গোছগাছের কিছু নেই। খানকতক শাড়ি একটা ব্যাগেই ঢুকে যায়। তাও না-নিলে চলে। সবই ও-বাড়িতে আছে। খালি হাতে এসেছিল, খালি হাতে যাওয়াই উচিত। কালকের কথা মনে পড়ায় লজ্জা, অপমানে অল্প কেঁপে উঠল হৈমন্তী। তলপেটের কাছটা টনটন করছে। প্রথম-প্রথম নির্মলের মার শরীরের চেয়ে বেশি লাগত মনে। এখন শরীরেও লাগে।

নির্মল কাল নেশা করেনি। সারাদিনই বাড়িতে বসে ছিল থম মেরে। মোবাইলে কয়েকটা ফোন করেছে। সন্ধের পর টিভির সামনে বসে চ্যানেল সার্ফ করেছে। তার মধ্যে কেবল টিভির ছেলেটা এসে বলে গেল, "বউদি, দু'মাসের টাকা বাকি পড়ে গিয়েছে। রবিবারের মধ্যে মিটিয়ে না-দিলে, লাইন কেটে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।"

বাপের বাড়িতে পাওনাদার ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না হৈমন্তীর। এখানে প্রথমদিকে অবাক লাগত। এখন নর্মাল হয়ে গিয়েছে। সে বলল, "ঠিক আছে, তোমার দাদাকে বলব।"

নির্মলকে কিছু বলেনি হৈমন্তী। বলার কোনও মানে হয় না। কেবল টিভির ভাড়া কেন, কালকের বাজার করার মতো টাকাও ওর হাতে নেই। তা ছাড়া দু'জনের কথাবার্তা প্রায় বন্ধই। খুব

BanglaBook.org

দরকার পড়লে দু'-একটা হয়। তাও দরকার পড়ে নির্মলেরই। রাতে গালাগালি, আর দিনে মাঝেমধ্যে টাকা চাওয়া, "কিছু থাকলে দাও তো।"

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলে, "আমার কাছে কোথায় টাকা?"

নির্মল বিরক্ত গলায় বলে, "সে আমি কী করে বলব? মেয়েদের কাছে কিছু না-কিছু সব সময়ই থাকে।"

হৈমন্তী নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, "আমি রোজগার করি না।"

নির্মল থমকে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকে মিনিটখানেক। তারপর বলে, "তোমার ভাইবোনেরা কি রোজগার করে? তাদের কাছে টাকাপয়সা থাকে না?"

হৈমন্তী বলে, "এটা অবান্তর কথা। সে-দরজা আমি বন্ধ করে এসেছি।"

নির্মল বলে, "সে-দরজা খুলতে হবে। টাকা ছাড়া মামলাটা আমি আর টানতে পারছি না, আর সেটার ফল কী হবে তুমি বুঝতে না-পারার মতো বোকা নও হৈমন্তী।"

সত্যিটা বুঝতে পারে হৈমন্তী। এতদিন তার মনে হত, এই পশুর মতো মানুষটার জেলের ভিতর থাকাই উচিত। এখন মনে হচ্ছে, তা হলে তার কী হবে? এখন অভিযুক্তের স্ত্রী হয়ে আছে, জেলে চলে গেলে যে তাকে সত্যি সত্যি খুনির স্ত্রী হয়েই থাকতে হবে। অচিরার বিয়ে বাকি। বাবলুর কেরিয়ার। বাবা-মা-ই বা বাইরে মুখ দেখাবেন কী করে? পালিয়ে গিয়ে ভালবাসার মানুষকে বিয়ে করার মধ্যে তাও একটা জোর আছে। খুনির বউ হয়ে থাকায় লজ্জা ছাড়া আর কিছু নেই। ভাইবোনের কাছ থেকে টাকা চাইতে শুরু করে হৈমন্তী। মায়ের কাছ থেকেও চাইছে। প্রথমে বানিয়ে সচ্ছলতার কিছু গল্প ফাঁদছে, তারপর টাকার কথা তুলছে। হৈমন্তী জানে, মিথ্যে গল্প মা ধরতে পারছেন। ধরুন।

BanglaBook.org

সেই টাকা নিয়েই কাল রাতে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে নির্মল। তখনও রাত বেশি হয়নি। সবে দশটা বাজে। নির্মল হৈমন্তীকে ডেকে গম্ভীর গলায় বলে, ''শোনো হৈমী, এবার তুমি বাড়ি থেকে কিছু টাকা আনার ব্যবস্থা করো। ওই খুচরো-খাচরা দু'-দশ টাকা নয়, বেশি টাকা। ''

চমকে উঠে হৈমী বলে, ''আমি সব দাবি ছেড়েই চলে এসেছিলাম নির্মল।''

নির্মল ধমক দিয়ে ওঠে, ''বাজে কথা রাখো হৈমন্তী। তুমি সব দাবি ছেড়ে চলে আসতে পারো, আমি আসিনি। বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ের জন্য কানাকড়িটি পর্যন্ত তোমার বাবা-মাকে খরচ করতে হয়নি। তুমিই তো গল্প করেছিলে, তোমার ঠাকুরমা বড় নাতনির জন্য সবচেয়ে দামি হারটা সরিয়ে রেখেছেন। বলোনি? এবার বুড়িকে দিতে বলো। টাকা না-দিক, তোমার ভদ্দরলোক বাপ, মেয়ের গয়নাগুলো অন্তত দিয়ে দিক।''

গলায় জোর এনে হৈমন্তী বলে, ''তুমি এভাবে বলতে পারো না।''

স্বমূর্তি ধরে নির্মল। চিৎকার করে বলে, ''আলবাত পারি! ভেবেছিলাম, মালদার শ্বশুরের পয়সায় ঝামেলাটা লড়ে খালাস পাব। বোকা-হাবা মেয়েটাকে বিয়েও করলাম। ও হরি, হারামজাদা একটা টাকা ঠেকানোর নাম করছে না।''

হৈমন্তী স্তম্ভিত গলায় বলে, ''এই কারণে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে? ছি ছি, এত নীচ তুমি?'!

''ও মা, এর মধ্যে নীচ-উপরের কী হল? সবাই কোনও না-কোনও কারণে বিয়ে করে। আমি করেছি।''

হৈমন্তী হিসহিসিয়ে বলে, ''একটা পয়সাও পাবে না তুমি। তোমার মতো একটা ক্রিমিনালকে বাঁচাতে আমার বাবা কেন টাকা দেবেন?'

BanglaBook.org

নির্মল শান্ত গলায় বলে, ''দেবেন, অবশ্যই দেবেন। ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারলেই দেবেন। এসো, আমরা একটা ডিল করি। প্রলয় সেনগুপ্ত আমাকে মামলা থেকে বেরিয়ে আসায় সাহায্য করুন, আমি তাঁর বড় মেয়েকে এই নরক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করব। ঠিকমতো ল'ইয়ার দিয়ে আমি যদি লাফড়াটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, তা হলে তোমাকে ডিভোর্স দিতে আমি কোনও সমস্যা করব না।''

থরথর করে কাঁপতে থাকে হৈমন্তী। বলে, ''এতদিন জানতাম, তুমি একটা বিকৃত মনের মানুষ। আজ বুঝতে পারছি, তার চেয়েও বেশি।''

আলমারির কোণ থেকে সস্তা মদের বোতল বের করতে করতে নির্মল বলে, 'এত বোঝাবুঝির মধ্যে যেয়ো না হৈমন্তী। বেশি বুঝতে গেলে ঝামেলা বাড়বে। আমার আগের বউ উপালিও এক কাণ্ড করেছিল। বেচারি বেশি বুঝতে গেল। গাদাখানেক অ্যাসিড গিলে মরতে হল। বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে, আমি সেদিন অফিসের টুরে বাইরে ছিলাম।''

অপমানে, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হৈমন্তী বলে, ''ওই মেয়ে ঠিক করেছিল, সুইসাইড নোটে তোমাকে দায়ী করে গিয়েছিল। জেলে ঘানি ঘোরাতে হবে বাকি জীবনটা। আমিও লিখে যাব।''

গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে সহজ ভঙ্গিতে নির্মল বলল, ''পারবে না। তোমার ভাইবোন আছে, বাবা-মা, বুড়ি ঠাকুরমা বেঁচে আছেন, তুমি চট করে অ্যাসিড খেতে পারবে না। যদি খেয়েই নাও, তাতেও আর বাড়তি সমস্যা কী? একটার বদলে দুটো মামলা নিয়ে লড়ব। শান্তিনীড়ের কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখেছ? মুখে যতই আধুনিকতার ফুটানি মারুক দিদি সুইসাইড করলে বোনের বিয়ে হওয়া মুশকিল আছে। সবদিকটাই তো তোমাকে ভাবতে হবে।

BanglaBook.org

আমার তো মনে হয়, আমার সলিউশনটাই তোমার মেনে নেওয়া উচিত। সিম্পল অ্যান্ড ইজি। কালই তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো।"

কাল রাতে নির্মলের কথায় রাজি হয়নি হৈমন্তী। তার শাস্তিও পেয়েছে। হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে বিছানায়। ক্যাম্পখাটের লোহায়, ঘরের দরজায় ধাক্কা খেয়েছে হৈমন্তী। বাধা দিতে গিয়েছে, পারেনি। অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নির্মল। খাটের কোনায় লেগে নিজেও আঘাত পেয়েছে কপালে। চাপা গলায় হুংকার দিয়ে বলেছে, "যতক্ষণ আমার খাবে, আমার কথা মতোই চলতে হবে তোমাকে।"

হৈমন্তী সিদ্ধান্ত নেয়, এই নরকে আর একটা দিনও নয়!

ভাত বসিয়ে, দ্রুত হাতে কাটা আনাজ ধুতে লাগল হৈমন্তী। আনাজ ধোওয়া শেষ করতে করতেই নির্মলের ঘর থেকেই হাততালির আওয়াজ পেল হৈমন্তী। সেইসঙ্গে উল্লাস। হৈমন্তী চমকে উঠল! এই ভোরেই মাতলামি শুরু করল নাকি! কী হল? একটু আগে চা দিয়ে এসেছে। বারান্দা থেকে তুলে খাটের একপাশে রেখে এসেছে খবরের কাগজ। যেমন রোজ রাখে। ভাবভঙ্গিতে কিছু বুঝতে দিতে চায়নি। চলে যেতে হবে চুপিসারে। এখন মনে হচ্ছে, এই লোক সব করতে পারে। বুঝতে পারলে হয়তো ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তালা দিয়ে বলবে, বাবাকে ফোন করে বলো টাকা এনে ছাড়াতে।

খাটের উপর বসেই লাফাচ্ছে নির্মল। সামনে পেতে রাখা খবরের কাগজটাকে সরিয়ে দু'হাতে তালি বাজাচ্ছে উন্মাদের মতো। যেন এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য সে অপেক্ষা করেছিল!

হৈমন্তী রান্নাঘর থেকে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল নির্মল। দু'হাতে খুলে রাখা খবরের

BanglaBook.org

কাগজটা তুলে বউয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখো কী হয়েছে, দ্যাখো নিজের চোখে। তোমার গুণধর ভাইকে... হা হা পুলিশে ধরেছে। শালা... এবার? এবার তোমার বাপ কী বলবেন? সুপুত্তুর বাপের সুপুত্তুর ছেলে..."

বাবলুকে পুলিশে ধরেছে! হৈমন্তী বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে কাগজটা যে নেবে, সে-শক্তিও পাচ্ছে না। নির্মলের কথা সে আজকাল কিছুই বিশ্বাস করে না।

খাট থেকে নেমে আনন্দে একপাক ঘুরে নিল নির্মল।

"বিশ্বাস হচ্ছে না তো ডার্লিং? নিজের চোখে পড়ে দ্যাখো। এই যে দ্যাখো, জঙ্গির প্রেমিক পাকড়াও... হা হা।"

কাঁপা হাতে কাগজটা নিল হৈমন্তী। দমবন্ধ করে শ্রীশের খবরটা পড়ল। একবার, দু'বার। মাথা ঘুরে উঠল। অবশ শরীরে বসে পড়ল খাটের উপর। এমন সময় নির্মল হঠাৎই লাফালাফি বন্ধ করে দিল। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বিড়বিড় করে বলল, "না, ব্যাপারটা তো ভাল হল না মনে হচ্ছে। আমার টাকাটা আটকে গেল।"

পাথরের মতো বসে হৈমন্তী বলল, "আমি ও-বাড়ি যাব।"

BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

দুপুর একটার একটু পরই শ্রীশ ছাড়া পেল। ট্যাক্সিতে ওঠার পর প্রনয়বাবু সস্নেহে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খাবি?"

বাবলু মাথা নাড়ল। সে শুধু বিধ্বস্তই নয়, কিছুটা অন্যমনস্কও। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ফরসা গালে একদিনের না-কাটা দাড়ি। চুল এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে কপালের উপর।

গায়ের টি শার্টটা কুঁচকে গিয়েছে। সন্দীপন সমাদ্দার বসেছে সামনের সিটে। নেমে যাবে পার্কস্ট্রিটের মোড়ে, সেখান থেকে অফিস। তার মোবাইলে ঘনঘন ফোন আসছে। কোথায় আছে, কী করছে, কাউকেই কিছু বলছে না সে। শুধু বলছে, "জরুরি কাজ সেরে এখনই আসছি।" প্রলয়বাবু খুশি হচ্ছেন। ছেলেটার প্রখর বুদ্ধি। সকালেই সে বলে দিয়েছে, "পেপারে খবর বেরিয়ে গিয়েছে, ফলে আপনাদের এখন সকলেই ফোন করবে। ফোন বাজলেই চট করে ধরবেন না। মোবাইলের নম্বর দেখে ধরবেন। বাড়ির অন্যদেরও কথাটা বলে দিন। অকারণে সবাই সহানুভূতি দেখাবে।"

"একেবারে বন্ধ করে দেব?"

"না, তা করবেন না। পুলিশ থেকে ফোন করতে পারে। তা ছাড়া ওরা হয়তো আপনার ছেলেকে একটা ফোন করার জন্য অ্যালাও করল। তাই একেবারে ফোন ছাড়া থাকাটা ঠিক হবে না। আপনারা নম্বর দেখে ধরবেন।"

প্রলয়বাবু কাতর গলায় বলে ওঠেন, "কিছু করা যাবে সন্দীপন? ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে?"

"চিন্তা করবেন না, এই তো সবে শুনলাম। দেখি, চন্দনদার সঙ্গে কথা বলি।"

"চন্দনদা কে?"

এই দুঃসময়ে ফোনের ওপাশে মৃদু হাসল যেন সন্দীপন। বলে, "আমাদের পার্টির লিডার। আপনি চিনবেন না।"

সন্দীপন ট্যাক্সিওলাকে রুট বলে দিয়ে পিছন ফিরে শ্রীশের দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, "বাড়ি গিয়ে একটা লম্বা হট শাওয়ার নিয়ে নেবে শ্রীশবাবু। তারপর পেটপুরে খেয়ে টানা ঘুম। ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে শরীর-মন ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে।"

শ্রীশ শুকনো হাসল। 'সব ফ্রেশ হয়ে যাবে' কথাটা কানে বাজল

BanglaBook.org

তার। কী ফ্রেশ হয়ে যাবে? সাধু লোকটার থাপ্পড়? না, বীভৎসভাবে মরে থাকা সুন্দরী ঝিলম?

প্রলয়বাবু বললেন, "তুই হেলান দিয়ে বোস বাবলু।"

"ঠিক আছে বাবা।"

পিঠে একটা ব্যথা অনুভব করছে শ্রীশ। না, মারধরের ব্যথা নয়। কাল রাতের সেই চড়ের পর ওরা আর গায়ে হাত তোলেনি। বরং বেঞ্চের উপর চাদর পেতে দিয়েছিল শোওয়ার জন্য। খেতেও দিয়েছিল। রুটি, তরকা, আধখানা পেঁয়াজ। রুটি গরম ছিল। এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে দিয়ে প্লেট সরিয়ে রেখেছিল শ্রীশ। সাধু বা ডিএসপি-র সঙ্গে কাল রাতের পর আর দেখাও হয়নি। ডিএসপি-র সঙ্গে দেখা হল আজ সকালে। ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা ও-ই বলছিল। উপরমহল থেকে যোগাযোগ ওর সঙ্গেই হয়েছে। আরও ঘণ্টাখানেক আগেই সব চুকেবুকে যেত। সব হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আবার ফোন এল। ডিএসপি ফোনে "স্যার," বলে আরও কিছুক্ষণ মাথা নাড়ার পর বলল, "শুধু ছেলেকে লিখে দিলেই হবে না, বাবাকেও লিখতে হবে।"

প্রলয়বাবু অবাক হয়ে বলেন, "আমাকে? আমাকে কেন?"

ডিএসপি বিরক্ত মুখে বলে, "আপনি গ্যারেন্টার থাকবেন।"

সন্দীপন পাশ থেকে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আহা, বলছেন যখন, লিখতে সমস্যা কোথায় প্রলয়দা? ওঁদের আইনকানুনেরও তো একটা ব্যাপার আছে। নিন, আপনি বলুন, কী লিখতে হবে, উনি লিখে দিচ্ছেন। নো প্রবলেম। তা ছাড়া সাদা কাগজে সই করে লিখে দেওয়া তো। সমস্যা কী?"

প্রলয়বাবু সন্দীপনের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দ্রুত বলেন, "না না, কোনও সমস্যা নেই। বলুন কী লিখতে হবে?"

লিখতে হয়েছে খুবই অল্প। দু'টো লাইন, 'আমার পুত্র শ্রীশ

BanglaBook.org

সেনগুপ্ত কখনও কোনওরকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকবে না। যারা রাজনীতি করে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে না।'

শ্রীশের বয়ানও একই। সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি লাইন,

'ঝিলম দত্ত ওরফে চাঁপা মুর্মু ওরফে মোহিনী বাস্কে নামের কোনও মেয়েকে আমি চিনি না। তাঁর হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে আমি কোনওভাবে জড়িত নই। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য পুলিশকে আমি সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

এত সহজে এমন একটা ভয়াবহ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, প্রলয়বাবুর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। তাঁর ভিতর শুধু একটা রিলিভ্‌ড ভাব নয়, ছেলেমানুষি ধরনের আনন্দও হচ্ছে। শুধু একটাই খচখচ করছে। খবরের কাগজে জিনিসটা বেরিয়ে গেল! সন্দীপন অবশ্য খানিক আগে বিষয়টা উড়িয়ে দিয়েছে।

"রাখুন তো মশাই আপনার পেপারের খবর। পেপারের খবর যদি সত্যি বলে মানুষ মনে করত, তা হলে এতদিন আর আমাদের পার্টি বলে কিছু থাকত না। এই টালমাটালের বাজারেও তো টিকে রয়েছি। নিজের চোখেই তো দেখলেন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের দু'-চারটে কথা শোনে। ওসব খবরটবর একদম ভুলে যান। ছেলেকে বলে দিন, কেউ কিছু বললে যেন মুখের উপর বলে দেয়, পুলিশ ভুল করেছিল, ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিয়েছে," কথাটা বলে সন্দীপন একটু হাসল। পার্কস্ট্রিটের মুখে আসার পর ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল সন্দীপন। প্রলয়বাবু জানালা দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে সন্দীপনের হাত জড়িয়ে ধরলেন। গাঢ় গলায় বললেন, "তুমি যে আমাদের কত বড় উপকার করলে..."

"ও-কথা বাদ দিন, আমি খুব ভাল করেই জানি, আমি কিছু করিনি। সমস্যায়-পড়া কোলিগকে সঙ্গ দিয়েছি মাত্র। বরং চন্দনদার সঙ্গে আপনার এতটা পরিচয় দেখে তো আমারই হিংসে করছিল।

BanglaBook.org

তা ছাড়া আপনিও যে পলিটিক্স করা লোক, এটা তো এই প্রথম জানলাম। এবার আপনার বিপদ আছে। আমাদের হাত থেকে আর পালাতে পারবেন না," জোরে হেসে উঠল সন্দীপন। তারপর নিচু গলায় বলল, "যান, রওনা দিন। পরে ফোন করব। আর-একটা কথা বলি, ছেলেকে এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ভাল ছেলে, একটা ট্রমার মধ্যে আছে। দু'দিন রেস্ট নিতে দিন।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে এবার সিটে মাথা এলিয়ে দিলেন প্রলয় সেনগুপ্ত। সত্যি, চন্দন তালুকদারের ঘটনাটা একেবারে ম্যাজিকের মতো। সেই ম্যাজিকের জন্যই কাজটা এত সহজভাবে হল। ঘরে ঢুকতেই চন্দন তালুকদার মিনিটখানেকের মতো চুপ করে থাকেন। তারপর ভুরু কুঁচকে বলেন, "আমাদের গেম সেক্রেটারি প্রলয় সেনগুপ্ত না?"

সন্দীপন সমাদ্দার অবাক হয়ে বলে, "আপনি ওঁকে চেনেন?"

পার্টির ডাকাবুকো নেতা চন্দন তালুকদারের কলেজের একবছরের সিনিয়র ছিলেন প্রলয়বাবু। একসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করেছেন দু'জনে।

"আমি যখন জেনারেল সেক্রেটারি, তুমি গেম্‌স না কালচার কী একটা দেখতে না প্রলয়দা?"

প্রলয়বাবু গদগদ গলায় বললেন, "বাবা, তোমার এতটা মনে আছে? গেম সেক্রেটারি হয়েছিলাম। সেবার তোমরা জোর করে ইউনিয়ন ইলেকশনে দাঁড় করালে," হাসলেন প্রলয়বাবু। এরকম একটা বিপদের সময় হাসি আসার কথা নয়, তবু হাসলেন। এই সময় বড় একজন লিডারের সঙ্গে পুরনো পরিচয় বেরিয়ে যাওয়ায় তিনি ভিতরে ভিতরে অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছিলেন।

"যাক, তোমার সমস্যা বলো! সন্দীপন ফোনে খানিকটা বলেছে..."

BanglaBook.org

সন্দীপন এবার বলল, "দাদা, খবরের কাগজেও বেরিয়েছে।"

চন্দন তালুকদার বললেন, "কাগজেও বেরিয়ে গেল?'

দ্রুত ঘটনাটা জানিয়ে প্রলয়বাবু বললেন, "বিশ্বাস করো চন্দন, বাবলু এসবের মধ্যে নেই। সে লেখাপড়া করা ভাল ছেলে। চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরে চলে যাবে। পলিটিক্স থেকে একশো হাত দূরে থাকে। প্লিজ চন্দন, যে করেই হোক ছেলেটাকে..."

চন্দন অল্প হেসে বললেন, "এটাই তো সমস্যা প্রলয়দা! ভাল ছেলেরাই আজকাল হয় খুন-জখম করছে, নয়তো পলিটিক্স শুনলে ভয়ে পালাচ্ছে। পালালে ক্ষতি নেই, কিন্তু খুন-জখমের মধ্যে ঢুকে পড়লেই সমস্যা। কলকাতার কিছু নামী কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে সম্পর্কে আমাদের পার্টির কাছে যা রিপোর্ট আছে, শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে। ল্যান্ডমাইন বানানো শিখছে। ভাবতে পারো? আমরাও স্টুডেন্ট লাইফে বোমাটোমা বেঁধেছি। তা বলে মাইন? এসব তো যুদ্ধে হয়! খুব খারাপ অবস্থা। আগে পাইপগান নিয়ে গোলমাল হত, এখন তো এ কে ফর্টি সেভেন ছাড়া কিছু শুনতে পাই না।"

প্রলয়বাবু কাতর গলায় বললেন, "বাবলু এরকম নয়। তা ছাড়া সে পড়ত একটা ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে। নামী ইনস্টিটিউট, অনেক খরচ। সেখানে ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নেই।"

চন্দন তালুকদার বললেন, "ঠিক আছে! আমি দেখি কী করতে পারি! খুব কঠিন সমস্যায় ফেললে প্রলয়দা। অন্য কেউ হলে হাত তুলে দিতাম। সন্দীপন বললেও নয়," বলতে-বলতে মোবাইলে নাম খুঁজে বোতাম টিপলেন। কানে ফোন ঠেকিয়ে বললেন, "পার্টি থেকে স্ট্রিক্টলি বলা আছে এক্সট্রিমিস্ট ব্যাপারে কোনওরকম...আমরাই বলেছি...বোঝোই তো, রোজ মার

BanglaBook.org

খাচ্ছি, মরছিও... অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ফ্রিলি কাজ করতে না-দিলে....সামনের দিন তো আরও মারাত্মক,'' কথার মাঝখানেই ওপাশের মানুষটি ফোন ধরলেন।

এর পরই চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে খোলা জানালার পাশে দাঁড়ালেন চন্দন। নিচু গলার 'হুঁ', 'হাঁ' ছাড়া প্রলয়বাবু আর কিছুই শুনতে পেলেন না। তাঁর নার্ভাস লাগছে। চন্দন কি পারবে? তার কি এতটা ক্ষমতা আছে? যদি না-পারে? আর কিছু ভাবতে পারছেন না প্রলয় সেনগুপ্ত। ছেলেটা কী অবস্থায় আছে? একটা সময় এইসব মামলায় কমবয়সি ছেলেদের ধরে পুলিশ বীভৎস টর্চার করত। বাবলুকে কি ওরা মারধর করছে?

ফোনে কথা বলতে বলতেই হাসিমুখে ফিরে এলেন চন্দন তালুকদার, ''থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, একদিন যাব, কফি খাওয়াবেন... এর পর তো আর আমাদের চিনতেই পারবেন না,'' জোরে হেসে উঠলেন চন্দন। তারপর গলা সিরিয়াস করে বললেন, ''আরে বাবা, আমি তো গ্যারান্টার রইলাম... হ্যাঁ, হ্যাঁ, যখন ডাকবে তখনই যাবে... এইসব ছেলে কোনও সাতেপাঁচে থাকার ছেলে নয়। বললাম তো, হি ইজ় আউট অ্যান্ড আউট কেরিয়ারিস্ট। এরা যদি মিথ্যে কেসে ফেঁসে যায় জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে... ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ... সেবার লাগলে বলবেন...'' মোবাইল নামিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন চন্দন। সামনে রাখা প্যাডের পাতা ছিঁড়ে কপালের ঘাম মুছলেন। প্রলয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''যাও প্রলয়দা, ছেলেকে গিয়ে ছাড়িয়ে আনো। ঘণ্টাখানেক পরে যাবে। উপর থেকে ইনস্ট্রাকশন নামতে তো একটু দেরি হবে!''

প্রলয়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে চন্দনের হাত চেপে ধরলেন। ছলছল চোখে বললেন, ''সত্যি? সত্যি ওরা বাবলুকে ছেড়ে দেবে?'' তিনি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

BanglaBook.org

চন্দন তালুকদার হাত ছাড়িয়ে অল্প হাসলেন, "হ্যাঁ দেবে। এই লোকটা টেটিয়া হলেও আমার কথা একটু-আধটু শোনেন। পার্টিলিডার হিসেবে কথা বলি না বলেই শোনে... যাক সেসব কথা, তোমার কেস আপাতত সলভ্ড প্রলয়দা।"

সত্যি সত্যি চোখে জল এসে গেল প্রলয়বাবুর. "তোমাকে আমি কী বলে যে ধন্যবাদ দেব চন্দন..."

"ওসব কথা ছাড়ো প্রলয়দা। এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। নিশ্চয়ই ইন্টারোগেশন করে ওরা বুঝতে পেরেছে, ছেলেটা জড়িত নয়। আইজি-র কাছে ইতিমধ্যে সেরকম রিপোর্টও এসেছে। উনি দেখলাম, নামটা বলতেই রেসপন্ড করলেন। কোনকালে কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল, তা দিয়ে তো আর কিছু বিচার করা যায় না। নইলে কাগজ-টাগজে ঘেঁটে যাওয়া কেস চট করে ছাড়া মুশকিল। চাপ থাকে। আর এখন তো জানোই, এসব কেস একবার কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে... ডায়েরি লেখা হয়ে যায়নি এটাই রক্ষে। আমি সেটা নিয়ে একটু ওয়ারিড ছিলাম। যদিও এসব মামলায় পুলিশ এখন আর চট করে কাগজে-কলমে কিছু লিখতে ভরসা পায় না। আগে ক'দিন নিজেদের হেফাজতে রেখে নেড়েচেড়ে দেখে, ঠিক না ভুল ধরেছে। ভুলও ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ওরাই-বা কী করবে বলো প্রলয়দা? যা শুরু করেছে। চা খাবে?"

বারণ করা সত্ত্বেও প্রলয়বাবু আবেগ সামলাতে পারছেন না। তিনি বললেন, "এর পর যখন পুলিশ ডাকবে, তোমার পুত্র যেন চলে যায়। এটা মনে রেখো। ইনফ্যাক্ট, আমি আইজি স্পেশ্যাল সেলকে সেরকমই বলে রাখলাম, ডাকলেই যাবে। দেখবে অ্যাভয়েড যেন না করে।"

প্রলয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "আবার ডাকবে! কেন? আবার ডাকবে কেন? তুমি তো বলে দিলে।"

BanglaBook.org

চন্দন মুখ দিয়ে নেতাসুলভ হালকা অসন্তুষ্টির আওয়াজ করলেন। বললেন, ''আমরা বলে দিলেই সব হয়? পুলিশের একটা নিয়মকানুন নেই? দেখছই তো, সময়টা খুব খারাপ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ কনফিউজ্ড্। চিন্তার কী আছে? তোমার ছেলে যখন কিছুতে ইনভলভ্ড নয়, পুলিশ ডাকলে সমস্যা কোথায়? স্মার্টলি চলে যাবে। কেসটা তো বিচ্ছিরি। একেই জঙ্গি বিপ্লবী, তার উপর মেয়ে। আমি কিন্তু গ্যারান্টার হয়েছি। গোলমাল কিছু হলে আমাকে ধরবে,'' বলতে বলতে একটা প্যাডের কাগজে খসখস করে একটা নাম লিখে দিলেন চন্দন। তারপর প্যাডের মাথাটা ছিঁড়ে কাগজটা এগিয়ে দিলেন সন্দীপনের দিকে, ''নাও, আইজি এই নামটা দিয়ে দিয়েছে, তোমরা এর কাছে যাবে। ডিএসপি র‍্যাঙ্কের অফিসার।''

চন্দন তালুকদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রলয়বাবু সন্দীপনের কাঁধ চেপে ধরলেন। সন্দীপন সেই কাঁধের উপর আলতো চাপড় দিয়ে বলল, ''ঠিক আছে, ছেলেটা আগে ছাড়া পাক। পুলিশের অনেকসময় মতি স্থির থাকে না! আপনি বরং আগে বাড়িতে ফোন করে জানান। বউদি দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন।''

প্রলয় সেনগুপ্ত কাঁপা হাতে মোবাইলের নম্বর টিপতে টিপতে বললেন, ''শুধু দুশ্চিন্তা? অলকা যে কী অবস্থায় আছে ভাবতে পারবে না। মেয়েটাও কান্নাকাটি করছে।''

বরাবরের মতো মনের জোর বজায় রেখেছেন একমাত্র তাঁর মা। এই এত বয়সেও তিনি যে কী করে এত শক্ত থাকেন, প্রলয়বাবু জানেন না। বেরোনোর সময় সুধাদেবীকে প্রণাম করে বেরিয়েছিলেন তিনি। খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন, তিনি না-বললেও মা প্রায় সবটাই আন্দাজ করতে পেরেছেন!

লর্ড সিনহা রোডের বাড়িটা দেখলে মনে হয় না পুলিশের অফিস। কালো পোশাকের কয়েকজন কম্যান্ডো ছাড়া সকলেই সাধারণ

BanglaBook.org

পোশাকে ঘোরাফেরা করছে। তাদের মধ্যে পুলিশি ব্যস্ততাও যে খুব একটা কিছু আছে এমন নয়। খবর পাঠানোর মিনিটপাঁচেক পরই ডিএসপি নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। প্রলয়বাবুকে বললেন, "আপনার ছেলেকে একটা ডিক্লারেশন লিখে দিতে হবে। শুধু তাতেই হবে না, তাকে ডাকলেই সে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে। নইলে আমাদের ফারদার স্টেপ নিতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি হার্ডার।"

প্রলয়বাবু আবার কিছু বলতে গেলে সন্দীপন তার হাত ধরে চাপ দিয়ে থামিয়ে দেয়। ডিএসপি বেল টিপতে পুলিশের উর্দি-পরা একজন এসে স্যালুট করে দাঁড়ায়।

"উপর থেকে ছেলেটিকে নিয়ে এসো।"

রাতজাগা, বিধ্বস্ত চোখেমুখে শ্রীশ ঘরে ঢোকে সহজ ভঙ্গিতেই। ডিএসপি তাকে বসতে বলে সহজ গলায়। সাদা কাগজ আর পেন এগিয়ে বলে, "নিন, লিখুন..."

শ্রীশ অবাক চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। প্রলয়বাবু ছেলের পিঠে সযত্নে হাত রেখে নরম গলায় বলেন, "লেখো বাবা, উনি যা বলছেন, লিখে দাও।"

ডিএসপি চেয়ারে হেলান দিয়ে আধমিনিটের মতো চুপ করে থাকে চোখ বুজে। সম্ভবত মনে-মনে বয়ান ঠিক করে নেয়। তারপর বলে, "নিন, লিখুন, 'ঝিলম দত্ত নামে কোনও মেয়েকে আমি চিনি না।' না না, লিখুন, 'ঝিলম দত্ত, ওরফে চাঁপা মুর্মু ওরফে মোহিনী বাস্কে নামে কোনও মেয়েকে আমি চিনি না... তার হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে আমার যোগ নেই..."

BanglaBook.org

বাইপাসে উঠে প্রলয় সেনগুপ্ত ছেলের হাতটা ধরলেন। ধরা গলায় বললেন, "ইট্‌স অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট বাবলু। খুব খারাপ সময় চলছে। নইলে এভাবে অকারণে পুলিশ কাউকে ধরে?"

শ্রীশ চুপ করে রইল। কাল রাতে পুলিশের সামনে যে-মেয়েটিকে শুধু চেনা ঠেকেছিল, আজ ভোররাতের দিকে তাকে পুরোপুরি মনে পড়েছে। গোটা রাত জেগে থাকার পর আধো তন্দ্রার মতো একটা ভাব এসেছিল। তখনই চোখের সামনে আবছা ভেসে উঠল নথ-পরা মুখ, মায়া-ভরা চোখ দুটো। সেই সঙ্গে মেয়েটির ঠোঁট। মেয়েদের ঠোঁট নজর করে দেখার মতো বয়স হয়নি তখনও। তবু মনে আছে। কারণ, আর পাঁচটা সদ্য কৈশোর পার হওয়া তরুণীর মতো গোলাপি নয়, সেই ঠোঁট ছিল কালো। একটু বেশিই কালো। প্রথমে মনে হয়েছিল, চড়া কোনও লিপস্টিক। পরে কাছ থেকে বুঝেছিল, না, রং নয়। এই মেয়ের ঠোঁটটাই এরকম। সাঁওতাল রমণীর মতো কালো!

শ্রীশ চোখ বুজল। ভোররাতে যখন ঝিলমকে মনে পড়ল, তখন সে বেঞ্চের উপর ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। পুলিশের দেওয়া মোটা খসখসে চাদর খসে পড়েছিল গা থেকে। শ্রীশ বুঝতে পারছিল, সে ঘামছে। ঝিলমকে মনে পড়ার উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছেও। ভারী অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে সেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। ঝড়-বৃষ্টিতে কীভাবে বাড়ি ফিরবে ভেবে ভিতু মেয়েটা ভয়ে কাঁপছিল।

সেই মেয়ে বন্দুক হাতে লড়াই করার সাহস পেল! আশ্চর্য!

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

খুব বেশিদিন নয়, বছর ছয় আগের কথা। সবে কলেজের ফার্স্ট ইয়ার চলছে শ্রীশের। মাস দুই ক্লাস হয়েছে মোটে। কলেজের বন্ধুবান্ধব প্রায় হয়নি বললেই চলে। রাস্তাঘাটে তখন পুরোপুরি

অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। বাবা অফিস যাওয়ার সময় কলেজের গেটে নামিয়ে দিয়ে যান। ফেরাটা নিজে করলেও, ধরাবাঁধা চেনা নম্বরের বাস ছাড়া অস্বস্তি হয়। এক দুপুরে দুটো ক্লাসের পর কলেজে ছুটি হয়ে গেল। দিনটা ছিল বৃষ্টির। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপট বাড়তে লাগল। ছাতা মাথায় বেশ কিছুটা ভিজেই কলেজে পৌঁছেছিল। ততক্ষণে কলেজ গেটের কাছে পা-ভেজা জল। শ্রীশের অস্পষ্ট মনে পড়ছে, সেকেন্ড পিরিয়ডের মাঝখানে না শেষের দিকে, বাইরের ঘন কালো আকাশ ভেঙে পড়ল। অত বড় ক্লাসরুমে গুটিকতক আলো। সেগুলো জ্বেলেও অন্ধকার সরানো গেল না। ছেলেমেয়ে খুবই কম। প্রফেসররাও অনেকে আসতে পারেননি। কোনওরকমে ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর ছুটি হয়ে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীশ দেখল, রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। জল প্রায় হাঁটু ছুঁইছুঁই। ট্রাম বন্ধ। গাড়ি কমে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশের দোকানে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পর-পর ভিজে চুপসে দু'-একটা বাস চলে যাচ্ছে বড়-বড় ঢেউ তুলে। যেন তড়িঘড়ি পালাতে পারলে বাঁচে! আকাশ জুড়ে মেঘের সর পড়ে আছে। ছাই রঙের মনমরা আলো চিরে থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। শ্রীশ কোনওরকমে জল ভেঙে রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপে পৌঁছোল। বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি দেখলেই ছুটে যাচ্ছে। খুব যে লাভ হচ্ছে এমন নয়। ট্যাক্সি তো যাবেই না, বাসও রুট বদলে নিজের নিজের গ্যারাজে পালাচ্ছে। শ্রীশের নার্ভাস লাগতে শুরু করল। বাড়ি ফিরবে কী করে? বৃষ্টি যদি এভাবে চলতে থাকে, জল আরও বাড়বে। তখন? দূর থেকে জানালা আটকানো বাস দেখে ছাতা, ব্যাগ সামলে এগিয়ে গেল। বাস থামল না। শ্রীশ পকেট থেকে ভেজা মোবাইল ফোন বের করে বাবাকে ধরার চেষ্টা করল। কুঁক কুঁক আওয়াজ তুলে মোবাইল থেমে গেল। কানেক্ট করা যাচ্ছে না। শ্রীশ সিদ্ধান্ত নিল,

BanglaBook.org

আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। নতুন করে আরও জল বাড়ার আগেই এগোতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার কোনও মানে হয় না। হয়তো খানিকটা এগোলে উঁচু রাস্তা পাওয়া যাবে। সেখান থেকে কিছুতে উঠে... কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কাঁধে-পিঠে একটা হাতের অনুভূতি হল শ্রীশের। কেউ যেন ডাকছে।

মুখ ফেরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল শ্রীশ।

হলুদ রঙের লেডিজ ছাতা মাথার উপর ধরে রেখেও ভিজে চুপসে গিয়েছে সালোয়ার-কামিজ। বড় একটা ব্যাগ একহাতে কোনওরকমে আঁকড়ে ধরে আছে বুকের কাছে। টলটলে মুখে আতঙ্ক। নাকের একপাশে পুরনো ফ্যাশনের মতো ছোট্ট একটা নথ। সেই নথেও জলের বিন্দু।

"তুমি কি আমায় একটু হেল্‌প করবে?"

শ্রীশ অবাক হয়ে বলল, "আপনাকে হেল্‌প?"

মেয়েটি কাতর গলায় বলল, "আমি তোমার কলেজেই পড়ি। কীভাবে বাড়ি ফিরব বুঝতে পারছি না। যদি হেল্‌প করো..."

কোনও মেয়ের কাছ থেকে সাহায্যের প্রার্থনা জীবনে এই প্রথম। এই সময় কী করতে হয়? শ্রীশ থতমত খেয়ে বলল, "তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

মেয়েটি কপাল থেকে ভেজা চুল সরিয়ে বলল, "আমিও ফার্স্ট ইয়ার। তবে তোমার ডিপার্টমেন্টে নয়, তোমাকে কলেজে দেখেছি। আমি বাড়ি ফেরার মতো বাস, ট্রাম কিছু পাচ্ছি না। আরও বৃষ্টি বাড়লে..." মেয়েটির প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

"সে তো আমিও পাচ্ছি না। কী করব, জানি না।"

মেয়েটি এবার একটা কাণ্ড করল। শ্রীশের ছাতা-ধরা হাতের কবজির কাছটা ধরে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। ঠোঁট কামড়ে বলল, "প্লিজ, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। ভীষণ ভয় করছে।"

BanglaBook.org

শ্রীশ তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখছি। এত নার্ভাস হোয়ো না।"

শ্রীশ বুঝতে পারল, বিচ্ছিরি একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। শুধু মেয়ে নয়, নিজের কলেজের মেয়ে। এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া অসম্ভব। মেয়েটি বেশ ঘাবড়েও গিয়েছে।

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"সন্তোষপুরে।"

শ্রীশ বলল, "বাবা, সে তো এক্সট্রিম সাউথ! আমি তো উলটোদিকে যাব। তুমি এই ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছ কেন?"

মেয়েটি শ্রীশের কাছ ঘেঁষে এল, "ভেবেছিলাম, মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত চলে যাব। শুনলাম, ওদিকে কিছু যাচ্ছে না। তাই এপাশ দিয়ে যাওয়ার জন্য..."

শ্রীশ বলল, "তোমাকে একটা রিকশায় তুলে দিলে হবে?"

"আমি এদিককার গলি কিছু চিনি না।"

শ্রীশ নিজেও যে তেমন চেনে না, এটা বলতে গিয়ে থমকে গেল। হেসে বলল, "তোমার চেনার দরকার কী? রিকশাওয়ালা চিনবে।"

"জলে যদি আটকে পড়ি? যদি মাঝপথে নামিয়ে দেয়?"

"তুমি বেশি ভয় পাচ্ছ।"

মেয়েটি কিছু না বলে মাথা নামাল। শ্রীশ মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না, একে এখন আর কোনওভাবেই রেখে যাওয়া যাবে না। যেরকম ঘাবড়ে গিয়েছে, তাতে এর পর চেনা পথও ভুল করবে। শ্রীশ বলল, "ঠিক আছে ,এসো দেখি যদি রিকশা পাই। তোমাকে না হয় মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেব।"

জল ভেঙে হাঁটতে লাগল দু'জনে। সামান্য টুকটাক দু'-একটা কথা ছাড়া দু'জনেই মূলত চুপ করে আছে। তবে মেয়েটি অনেকটা স্বচ্ছন্দ। সঙ্গী পেয়ে আতঙ্কের ভাব কমেছে।

BanglaBook.org

"তোমায় খুব ঝামেলায় ফেললাম।"

শ্রীশ নিজের ভিজে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "না, ঝামেলায় আর কী!"

"বাহ্, তোমায় আটকে দিলাম যে! বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না?"

শ্রীশ হেসে বলল, "এমনিই দেরি হয়ে যাবে। আদৌ পৌঁছোতে পারব কি না তাই তো বুঝতে পারছি না। তুমি আর নতুন করে কী ঝামেলায় ফেলবে?"

"ক'টা দিন গেলে আর এই প্রবলেম হবে না। আমি কলকাতার এদিকটাও চিনে যাব।"

শ্রীশ বলল, "এরকম বৃষ্টি হলে চেনা পথ সব অচেনা হয়ে যায়।"

"ঠিক তাই, আমি তো কলেজ থেকে বেরিয়ে কিছু চিনতেই পারছিলাম না। যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! একবার ভাবলাম, কলেজে ফিরে যাই।"

"গেলে ভালই হত। আজ রাতটা কলেজেই কাটাতে হত!"

কথা বলতে বলতে শ্রীশ হালকা হোঁচট খেল। জলের নীচে ইট বা সিমেন্টের চাঙড় ধরনের কিছু উঁচু হয়ে আছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "নাও, হাতটা ধরো।"

যে-মেয়েটি প্রথমে শ্রীশের গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিল, কব্জি চেপে ধরেছিল, সে-ই এখন বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরতে যেন সংকোচ বোধ করল।

শ্রীশ বলল, "এদিকে তোমার কোনও রিলেটিভের বাড়ি নেই?"

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, "মানিকতলায় এক মামা থাকেন।"

BanglaBook.org

শ্রীশ একটু উৎসাহিত হয়ে বলল, "সেখানে গিয়ে আজকের দিনটা থাকতে পারলে হত না? আমাকে তো ওখান দিয়েই যেতে হবে।"

মেয়েটি একটু চুপ করে রইল।

"কী হল, যাবে ওখানে?"

"না, সেটা সম্ভব নয়।"

আরও খানিকটা জল ভাঙার পর একটা রিকশা পাওয়া গেল। বৃষ্টি সামান্য ধরেছে। যেন দম ফেলছে কয়েক মুহূর্ত। বুড়ো রিকশাচালক গায়ে একটা প্লাস্টিক মুড়িয়ে পাদানিতে বসে ছিল। সবচেয়ে কাছের মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকে বসল।

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, "বাপ রে, এত ভাড়া!" তার চমকানিতেই বোঝা যায়, এই টাকা তার কাছে নেই।

রিকশাওলা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, "ঠিক হ্যায়, ছোড় দিজিয়ে বহেন।"

শ্রীশ বলল, "আর-একটু কম করো।"

"বহুত পানি হ্যায়। থোড়া বাদ রিকশা ভি নেহি মিলেগা।"

শ্রীশ রিকশার হাতল ধরে বলল, "ঠিক আছে, চলো।"

দ্রুত বড় রাস্তা টপকে গলি ধরে ফেলল রিকশাওয়ালা। ঠিকই বলেছে সে, সত্যি অনেক জল। কোথাও রিকশাওয়ালার কোমর ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রায় অন্ধকারে সেই জলকে আরও ভয়ংকর, আরও বেশি মনে হচ্ছে। দু'পাশের বাড়ির দরজা, জানালা সব বন্ধ। অঝোরে-পড়া বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সামনে ফেলে রাখা সবুজ রেক্সিনের পরদা সেই বৃষ্টির বেশিটাই আটকাতে পারছে না। দুই সদ্য তরুণ-তরুণী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ভিজছে। মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "আমি কিছুই চিনতে পারছি না।"

BanglaBook.org

শ্রীশও চিনতে পারছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। সে ভয় পেলে এই মেয়ে আরও কান্নাকাটি জুড়বে। তাতে সমস্যা আরও ভয়াবহ হবে। হয় মেয়েটি বেশি ভিতু, নয়তো হঠাৎ এই বিপর্যয়ের মধ্যে হিস্টিরিক আচরণ করছে। মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে জোর করে আওয়াজ করে হাসল শ্রীশ, "তুমি এমনভাবে বলছ, যেন এটা কলকাতা নয়, সুন্দরবনের খাঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি। আরে বাবা, তুমি শান্ত হও তো! কিচ্ছু হবে না! ঠিক বাড়ি পৌঁছোবে। আমি ব্যবস্থা করে যাব।"

মেয়েটি তার ঠান্ডা ভেজা হাত দুটো দিয়ে শ্রীশের ডান হাতটা চেপে ধরল, "সত্যি, কিচ্ছু হবে না তো?"

শ্রীশ এই প্রথম মরা আলোয় লক্ষ করল, মেয়েটির ঠোঁট দুটো কালো। জলে ভিজে ঠান্ডায় অল্প অল্প কাঁপছেও যেন। সে মেয়েটির হাতের উপর বাঁ হাতটা রেখে বলল, "না, কিচ্ছু হবে না। আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। ডোন্ট ওরি।"

মেয়েটি বিড়বিড় করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

"ওসব কথা বাদ দাও, তোমার নাম কী? কোন ডিপার্টমেন্ট? ক্লাসে কখনও তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো! আমি শ্রীশ, শ্রীশ সেনগুপ্ত।"

অন্য কথায় মেয়েটি যেন আবার একটু সাহস ফিরে পেল, "আমি ঝিলম, ঝিলম দত্ত। তোমার ডিপার্টমেন্টের নয়, আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স।"

"বাহ্, চমৎকার নাম! ঝিলম তো একটা নদীর নাম।"

"শ্রীশ নামটাও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্র। তাই না? তোমাকে কিন্তু আমি কলেজে কয়েকবার দেখেছি। ফ্রেশার্সে তুমি ডিবেটে পার্টিসিপেট করেছিলে। সেকেন্ড হয়েছিলে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, ইউ ওয়র দ্য বেস্ট।"

BanglaBook.org

শ্রীশ হাসল। বলল, "সে এখন আমি তোমাকে কম্পানি দিচ্ছি বলে, তুমি বেস্ট বলছ। আমি যদি তোমার সঙ্গে না-আসতাম, তুমি বলতে ওয়র্স্ট, সেকেন্ড হওয়ারও যোগ্য নই। জাজেরা ভুল করেছেন, এই ছেলেকে লাস্ট করা উচিত ছিল," কথা শেষ করে জোরে হেসে উঠল শ্রীশ।

ঝিলম মুখ ঘুরিয়ে বলল, "আমি ওরকম মেয়ে নই। মিথ্যে করে কিছু বলি না।"

খানিকটা চুপ করে থাকার পর শ্রীশ বলল, "ঝিলম, তুমি কি বাড়িতে ফোন করতে চাও? আমার কাছে মোবাইল আছে। যদিও কানেক্ট করা যাবে কি না জানি না। মনে হয় না যাবে, খানিক আগে তো আমিই ধরতে পারলাম না।"

ঝিলম একটু চুপ করে বলল, "আমার বাড়িতে ফোন নেই। দরকার হলে পাশের বাড়িতে ফোন করতে হয়।"

শ্রীশের একটু অস্বস্তি হল, কারও বাড়িতে ফোন নেই, শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য বলল, "তা হলে তুমি পাশের বাড়িতেই করতে পারো।"

ঝিলম নিচু হয়ে পোশাক থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "লাভ নেই। আমার মা অসুস্থ, হার্টের পেশেন্ট। পাশের বাড়িতে গিয়ে ফোন ধরতে পারবেন না। তা ছাড়া, এই বৃষ্টিতে ওঁরা বেরিয়ে কীভাবে আমার বাড়িতে গিয়ে খবর দেবেন? মায়ের জন্যই আমাকে যে করেই হোক বাড়িতে ফিরতে হবে। মাকে সারারাত বাড়িতে একা রাখা যাবে না।"

শ্রীশ বাড়ির অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে গেল। প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে যাবে। এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটার বাড়িতে আর কেউ নেই। তা ছাড়া এত কৌতূহলেরও কোনও মানে হয় না। সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে

BanglaBook.org

বাড়িতে ফোন করার চেষ্টা করল। না, লাইন ঢুকছে না। জলে ভিজে মোবাইলটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মেট্রো স্টেশনের সামনে রিকশা যখন দু'জনকে নামিয়ে দিল বৃষ্টি আবার থম মেরেছে। শ্রীশ টাকা বের করে দেওয়ার পর বুড়ো রিকশাওয়ালা বলল, "অউর দস রুপিয়া।"

এতক্ষণ পর ঝিলম হাসল। বলল, "এটা আমি দেব।"

স্টেশনের মুখ থেকেই জানা গেল, মেট্রো ঠিকই চলেছে।

শ্রীশ বলল, "যেতে পারবে তো?"

"স্টেশন থেকে অটো পাব।"

"যদি না পাও?"

নাকের নথটা ঠিক করতে করতে ঝিলম বলল, "রিকশা পাবই। না-পেলেও অসুবিধে নেই। ওদিকটা আমার সব চেনা। এত বছর আছি তো! তুমি কী করে যাবে? তোমার ওখানে তো মেট্রো যায় না?"

শ্রীশ হেসে ফেলল। বলল, "মনে হয় না ফিরতে পারব। কান্নাকাটি শুরু করে দিলে কেমন হয়?"

"ধ্যাত! ভয় পেয়েছিলাম বলে ঠাট্টা করছ? কলেজে সবাইকে বলবে, না?"

শ্রীশ ঝিলমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে সেরকম মনে হল?"

ছাতা বন্ধ করতে করতে ঝিলম বলল, "ইস, তুমি কী করে বাড়ি ফিরবে? আমার খুব খারাপ লাগছে। এতটা উলটো পথে নিয়ে এলাম।"

"প্লিজ, আর খারাপ-ভাল লাগাতে হবে না। আমি এবার চললাম। বৃষ্টি আবার যে-কোনও সময় শুরু হবে। তুমি কি আমার মোবাইল নাম্বারটা রাখবে? পৌঁছোনে কি না যদি একটা খবর দিতে পারো..."

BanglaBook.org

ঝিলম হেসে ফেলে বলল, "না, রাখব না। আজ সারারাত টেনশন কোরো।"

চাপা গলায় মেঘ ডেকে উঠল দূরে। শ্রীশ বলল, "বয়ে গিয়েছে। আমি টেনশন করার ছেলে নই। তুমি যাও, ট্রেনটা ধরো।"

"তোমাকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে একদিন আসতে হবে।"

শ্রীশ অবাক হয়ে বলল, "বাড়িতে কেন? কলেজেই তো দেখা হবে। কালই হবে। অবশ্য যদি না আজকের মতো অবস্থা হয়!"

"বাহ্, কলেজে হলে আমার মা তোমাকে দেখবেন কী করে? আমি আজ ফিরে গিয়ে মাকে তোমার গল্প বলব না? আমাদের বাড়িতে এসে একদিন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

শ্রীশ ভুরু তুলে হাসিমুখে বলল, "এই জল-বৃষ্টিতে তো হবে না। ঠিক আছে, রোদ উঠলে আসব।"

"আমি কিন্তু অপেক্ষা করব।"

জলের উপর লাফাতে লাফাতে ছুটে গিয়ে একটা মিনিবাস ধরে ফেলে শ্রীশ। সেই বাস সাঁতার কাটতে কাটতে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় দু'ঘণ্টা পর। এদিকটায় আগে কখনও জল জমত না। এখন জমছে। জলাভূমি, খোলা মাঠ ভেঙে তত বাড়িঘর, রাস্তা আর ফ্লাইওভার হচ্ছে, তত ভেসে যাচ্ছে। তবু খোদ কলকাতার চেয়ে অনেক কম। মনে আছে, শ্রীশের সেদিন শেষরাতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। প্রথমে মনে হয়েছিল বৃষ্টিতে ভেজার জ্বর। সেই জ্বর তিনদিন পরেই নিউমোনিয়ার চেহারা নিল। কুড়ি না বাইশ দিন পর কলেজে গিয়ে ঝিলমের খোঁজ করেছিল শ্রীশ। খুব হইচই করতে পারেনি। সবে কলেজে ঢুকে কোনও মেয়ের খোঁজ হইচই করে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া ঝিলম ছিল অন্য ডিপার্টমেন্টের। দিনতিনেক পরে জানতে পারল, ঝিলম দত্ত নামে মেয়েটি ট্রান্সফার নিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। কোন কলেজে ভরতি হয়েছে কেউ জানে না। তবে

BanglaBook.org

জানা গিয়েছে, মেয়েটির মা মারা যাওয়ায় মামারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। মামা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট অফিসার। জঙ্গলে-জঙ্গলে চাকরি। কিন্তু বাইরে মানে কোথায়? কত দূর? কেউ বলল, পুরুলিয়া, কেউ বলল মেদিনীপুর। বেশিরভাগই কিছু বলতে পারল না। সামান্য কয়েকদিনের পরিচয়ে এর চেয়ে বেশি আশা করাও যায় না।

দু'-একদিন একটু খারাপ লাগলেও, খুব দ্রুত মায়াভরা চোখের মেয়েটিকে ভুলে গেল শ্রীশ। নতুন ঝলমলে সব বন্ধুবান্ধবী, উজ্জ্বল কেরিয়ারের নেশা এক বৃষ্টিভেজা স্যাঁতসেঁতে স্মৃতি মাথা থেকে মুছে দিতে বেশি সময় নিল না। তারপর একসময় চলে এল অনন্যা। ঝকঝকে বুদ্ধিমতী অনন্যা, যার স্মার্ট প্রেম শ্রীশকে অবিরত মুগ্ধ করে। বড় হওয়ার প্রেরণা জোগায়। অনন্যা ছুটিছাটার দিন তাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ে। চমৎকার গাড়ি চালায় সে। চালাতে চালাতেই অনর্গল বকে যায়। তার অনেকটা জুড়েই থাকে শ্রীশকে নিয়ে দেখা স্বপ্নের কথা। দূরে, চমৎকার কোনও দেশে গিয়ে কীভাবে সংসার করবে, সেই স্বপ্নের কথা। ফেরার পথে কোনও কোনও দিন অনন্যা নির্জন রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করায়। শ্রীশকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ চুমু খায়। শ্রীশের অস্বস্তি হলে সে জোর করে তার হাত দুটো নিজের বুকে চেপে ধরে। রাগ দেখিয়ে বলে, "ঠিকমতো চুমু না-খেলে কিন্তু আজ একটা কাণ্ড করব। তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

এর পরও অতদিন আগে দেখা নথ-পরা, কালো ঠোঁটের ছোটখাটো চেহারার একটা ভিতু মেয়ে মাথায় থাকতে পারে?

বাড়ির কাছাকাছি আসার পর প্রলয়বাবু বললেন, "একটাই বিচ্ছিরি ঘটনা হয়েছে। কথাটা বলব না বলেই ভেবেছিলাম। তারপর ভাবলাম, কেউ যদি তোকে জিজ্ঞেস করে... লিখেছে কোনও এক

BanglaBook.org

জঙ্গি মেয়ের সঙ্গে নাকি তোর ভাব ছিল... আজেবাজে কথা সব।"

শ্রীশ ভুরু কুঁচকে বলল, "তারপর?"

প্রলয়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "তারপর আর কী? কিছুই না, সেই মেয়ে জঙ্গলে গোলমাল পাকাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মরেছে... আজকাল সব হচ্ছে না? সেই সূত্রেই নাকি তোকে... যাক, আমি ঠিক করেছি, কাগজের অফিসে আমি কড়া চিঠি পাঠাব। তোকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি, সব বাজে কথা!"

শ্রীশ মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার আর শুনতে ইচ্ছে করছে না।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াতে খুব সহজভাবে গাড়ি থেকে নেমে শান্তিনীড়ে ঢুকল শ্রীশ। বেল বাজাতে হল না, সদর দরজা খোলাই ছিল। তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, ভিতরে ঢুকতেই তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল যে-মানুষটি, সে বহুদিন পর আজ নিজের বাড়িতে এসেছে।

শ্রীশ হৈমন্তীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "তুই ভাল আছিস দিদি?"

হৈমন্তী চোখের জল মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, "খুব ভাল আছি বাবলু, তুই ফিরে এসেছিস, আমি ভাল থাকব না?"

উলটোদিকের বাড়ির একতলায় অম্বা বই হাতে ঘরে পায়চারি করছিল। গুনগুন করে পড়া আওড়ালেও তার চোখ বইয়ে ছিল না, ছিল খোলা জানালায়, শান্তিনীড়ের দিকে। ট্যাক্সি থেকে শ্রীশকে নামতে দেখে তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মরা মেয়ের প্রেমিককে দেখার জন্য সে জানালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

॥ ১২ ॥

অনন্যা চেয়েছিল বাড়িতে আসতে। শ্রীশ বারণ করল। অনন্যার কথা বাড়িতে এখনও তেমনভাবে জানাজানি হয়নি, নতুন করে আর-একটা অধ্যায় সে আজই শুরু করতে চায় না। মা বা অচিকে নিয়ে সমস্যা নয়। তাঁরা মুখে কিছু না-বললেও, অনন্যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা অল্পবিস্তর জানেন। অচি একটু বেশি জানে। কিন্তু আর-পাঁচটা বোনের মতো দাদার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে হাসিঠাট্টা করার মতো সম্পর্ক তার নয়। তা ছাড়া হৈমন্তীর ঘটনার পর থেকে প্রেমের ব্যাপারে দুই ভাইবোনই অতিরিক্ত সতর্ক। মুখে কিছু বলে না। তারা চায় না, প্রলয়বাবু কোনওভাবেই কিছু জানতে পারুন। এমন নয়, ভদ্রলোক দুই ছেলেমেয়ের উপর এই বিষয়ে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন। বরং বড় মেয়ের চলে যাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছেন। তবু শ্রীশ এবং অচিরা সব সময়ই মনে হয়, প্রেমের খবর পেলে মানুষটি আবার দুশ্চিন্তায় পড়বেন। অলকাও কখনও কিছু বলেন না। তবুও অচিরা মাকে শৌভিকের কথা কখনও তেমন করে কিছু বলেনি। শ্রীশও নয়।

BanglaBook.org

আজ সকালে খবরের কাগজ পড়েনি অনন্যা। অফিসে জরুরি মিটিং ছিল। সিঙ্গাপুরের একটা কাজের অর্ডার পেয়েছে কোম্পানি। সাতদিন আগে তাদের প্রজেক্ট ইনচার্জ দীপেশ ভগত অনন্যাকে ডেকে বলেছে, দু'দিনের মধ্যে ডেমো প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে। তারপর থেকে মাথা খারাপের মতো অবস্থা। দম ফেলার সময় নেই। অফিসে তো কাজ চলছেই, বাড়ি ফিরেও ল্যাপটপ বন্ধ করতে পারছে না। ক'দিন শ্রীশের সঙ্গে ফোনে দু'-একটা টুকটাক

কথা ছাড়া যোগাযোগও হয়নি তার। গত দু'দিন তাও হয়নি। আজ অফিসে গিয়ে মিটিং করার পর লাঞ্চ আওয়ারে অনন্যা একই সঙ্গে দুটো খবর পেল। একটা দিল দীপেশ। অন্যটা তার মতোই একজন জুনিয়র প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট আয়ুষী। দীপেশের খবর যতটা দুর্দান্ত, আয়ুষীর খবর ততটাই মারাত্মক। দীপেশ লাঞ্চের আগে অনন্যাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। ইতিমধ্যেই ইস্টার্ন জোনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে। চমৎকার ছেলে। অবাঙালি হলেও বাংলায় কথা বলতে বেশি ভালবাসে। যদিও শুরুটা করল ইংরেজিতে, "ইজ ইয়োর পাসপোর্ট রেডি অনন্যা?"

অনন্যা খানিকটা থতমত খেয়ে বলল, "পাসপোর্ট... পাসপোর্ট আমার রেডিই থাকে স্যার। কেন?"

দীপেশ হাসিমুখে বলল, "ফাইন। দেন প্যাক ইয়োর লাগেজ।"

অনন্যা খুশির গলায় বলল, "কোথায় যাব স্যার! গুয়াহাটি?"

"নো, তিনজনের একটা টিম সিঙ্গাপুরে পাঠাব বলে আমরা ডিসাইড করেছি, ফর থ্রি টু ফোর মান্থস। মে বি লিটল মোর। সিনিয়র প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে একজন জুনিয়রও থাকছে। সেই জুনিয়র হলে তুমি। কী, আপত্তি আছে?" কথাটা বলে দীপেশ একটু হাসল। অনন্যা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি, একজন জুনিয়র হয়ে সে এত বড় একটা সুযোগ পেতে চলেছে! সে অভিভূত গলায় বলল "আপত্তি! কী বলছেন স্যার? থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

দীপেশ হাত বাড়িয়ে অনন্যার হাত ছুঁল, "সিঙ্গাপুরের খবরটা আপাতত সিক্রেট রাখো। অন্তত অফিসে কাউকে বলার দরকার নেই। অফিশিয়াল নোটিশ দেওয়া হবে। যাও, হ্যাভ আ গুড লাঞ্চ অ্যান্ড অলয়েজ লুক ফরোয়ার্ড," দীপেশ কথা শেষ করে উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। অনন্যা সেই হাত স্পর্শ করে বলল, "আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট স্যার।"

প্রায় উড়তে উড়তে লাঞ্চে গেল অনন্যা। যাওয়ার পথেই মোবাইলেই পরপর দু'বার শ্রীশকে ধরার চেষ্টা করে। দু'বারই ফোন জানাল 'সুইচ্‌ড অফ'। মাকে কলেজে পাওয়া গেল। টিচার্স রুমের হইচইয়ে বীথিকা চট্টোপাধ্যায় প্রথমে মেয়ের কথা বুঝতে পারেননি। অনন্যা আবার বলায় তিনি একই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত এবং চিন্তিত হলেন। টিপিক্যাল মায়েদের চিন্তা, "দারুণ ব্যাপার! কিন্তু তুই একা অত দূরে গিয়ে থাকতে পারবি অনু?"

অনন্যা হেসে বলল, "না, পারব না। তোমাকে আর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি দয়া করে আজই তোমার কোলিগদের কিছু বলতে যেয়ো না মা। আগে অফিশিয়ালি জানি...এখন রাখছি, বাবাকে খবরটা দিই।"

বাবাকে ফোনে পেল না অনন্যা। অফিসের মিটিংএ আছেন। সে একটা ভয়েস মেসেজ ছেড়ে রাখল, 'হাই ড্যাড, ইট্‌স আই হ্যাভ গ্রেট নিউজ় ফর ইউ... অনু...'

লাঞ্চের সময়ই দেখা হল আয়ুষীর সঙ্গে। আয়ুষীর দ্রুত এগিয়ে আসা দেখে অনন্যা একটু চমকে উঠল। খবরটা জেনে ফেলেছে নাকি? কে জানে, শেষে যদি ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন বদলায়, তা হলে হাসাহাসির ব্যাপার হবে।

আয়ুষীর মুখটা যেন সামান্য থমথমে। অনন্যার সামনে এসে নিচু গলায় বলল, "তোমাকেই খুঁজছিলাম। এক্ষুনি ফোন করতাম।"

"কী হয়েছে? এনি প্রবলেম?"

আয়ুষী অস্বস্তিভরা গলা নামিয়ে বলল, "আজ পেপারে একটা নিউজ় দেখলাম, মে বি হি ইজ় অ্যানাদার শ্রীশ সেনগুপ্ত। শ্রীশ যে একজনই থাকবে, এমন তো কোনও মানে নেই।"

BanglaBook.org

"শ্রীশ! কী হয়েছে শ্রীশের?"

আয়ুষী অনন্যাকে ছুঁয়ে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে, সামথিং রং। ইউ শুড কল হিম।"

"পেপারটা আমাকে দেখাতে পারবে?"

"না, সকালে আমি বাড়িতে দেখেছি।"

এই অফিসে বাংলা খবরের কাগজ চট করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া গেল। অনন্যা খবরটা পড়ে খানিক চুপ করে রইল। সমস্যায় ভেঙে পড়ার মেয়ে সে নয়, মাথা ঠান্ডা রেখে চলার মেয়ে। সে এবার ফোন করল শ্রীশের বাড়িতে, ল্যান্ড ফোনে। এই ফোনে সে কখনও কথা বলেনি। শ্রীশের সঙ্গে তার কথা মোবাইল বা কম্পিউটার চ্যাটেই হয়। দীর্ঘক্ষণ ফোন বেজে যাওয়ার পর সেই ফোনও কেউ তুলল না। কী করবে? শ্রীশের বাড়ি চলে যাবে? সেটা কি উচিত হবে? শ্রীশের মুখে যেটুকু শুনেছে, তার দিদির ঘটনার পর ও-বাড়িতে তার যাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা আছে। সমস্যা না-বলে অস্বস্তি বলাই উচিত। শ্রীশ কখনও নিয়ে যায়নি। কিন্তু খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তাতে এসব সমস্যা, অস্বস্তির কথা ভাবার কোনও মানে হয় না। তবু সময় নিল অনন্যা। ঘন্টাখানেক প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাল সে। কাজের ফাঁকে কয়েকবার ফোনে ধরার চেষ্টা করল শ্রীশকে। লাভ হল না। বোঝাই যাচ্ছে সত্যি বড় কোনও বিপদ ঘটেছে। কী করে এমন হল? শ্রীশ এই ধরনের ছেলেই নয়। রাজনীতি বিষয়টাতেই তার অ্যালার্জি। মিটিং, মিছিল দেখলে বিরক্ত হয়। পলিটিক্যাল ডিসটার্ব্যান্সের সঙ্গে-সঙ্গে এই বিরক্তিও বেড়েছে। কতবার আলোচনা করেছে, এখানে আর কিছু হবে না। পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে। তার বাইরে চাকরি খোঁজার ব্যাপারে শুধুমাত্র অনন্যার চাপই নয়, এটাও একটা কারণ। সেই ছেলে কিনা খুনোখুনির সঙ্গে রয়েছে?

BanglaBook.org

অসম্ভব। তা ছাড়া একটা মেয়েকে জড়িয়ে বিশ্রীভাবে নিউজটা লেখা হয়েছে। সে নাকি শ্রীশের গার্লফ্রেন্ড! ছি ছি! অফিসে তাদের সম্পর্কের কথা বেশি কেউ জানে না। আয়ুষীর মতো দু'-একজন মাত্র জানে। তারাও মাথা ঘামায় না। এবার হয়তো ঘামাবে। খবরটা ছড়াতেও দেরি হবে না। মুখরোচক খবর। আজকাল ডেটিং বা অ্যাবরশন কোনও ঘটনা নয়, কিন্তু এক্সট্রিমিস্ট ব্যাপারটা ভয়ংকর। তাদের অফিসেও এখন ঢোকার আগে তিনবার চেক হচ্ছে। মা কি কাগজ দেখেছেন? নিশ্চয়ই দেখেননি। দেখলে বলতেন। মা শ্রীশের ব্যাপারটা খানিকটা জানেন। গত মাসেই জিজ্ঞেস করেছেন, "হ্যাঁরে, ছেলেটি কেমন?"

অনন্যা অবাক হয়ে বলেছিল, "কোন ছেলেটি?"

"ওই যে শ্রীশ না কী নাম? যার সঙ্গে তুই মাঝে মাঝে বেড়াতে যাস!"

অনন্যা বিরক্ত হওয়ার ভান করে বলেছিল, "আমি অনেকের সঙ্গে বেড়াতে যাই মা। কাজেও যাই। শ্রীশ ইজ ওয়ান অফ দেম।"

মা এ-কথায় আমল না-দিয়ে বলেছিলেন, "তোর অফিসের ছেলে?"

"না।"

"কোথায় কাজ করে?"

অনন্যা হেসে ফেলে। বলে, "বাপ রে! গোয়েন্দাগিরি করছ যে! এখনও কাজ করে না। অনেক ভাল অফার ছেড়ে দিয়েছে। হি ইজ ট্রাইয়িং টু গো অ্যাব্রড।"

"বাহ্! তা হলে তো ভালই!"

অনন্যা হাসতে হাসতে বলে, "ভাল কিনা জানি না, বোঝার চেষ্টা করছি। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। ভাল না-হলে তোমাদের সমস্যায় ফেলব না।"

BanglaBook.org

মা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "তোর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে।"

অনন্যা ঠিক করল, দুটোর পর 'শরীর খারাপ' বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা শ্রীশের বাড়িতে চলে যাবে। যেতেই হবে। এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। শেষবারের মতো সে শ্রীশের ল্যান্ডলাইনে ফোন করল। কেউ ধরবে না জেনেই করল। তবু দু'বার বাজতেই কেউ একজন ফোনটা তুলল। কোনও মহিলা। ভারী গলায় জানাল, শ্রীশ ঘুমোচ্ছে। তার শরীর ভাল নেই। তবে খানিক পরে ফোন করলে তাকে পাওয়া যাবে। অনেকটাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনন্যা। বাড়িতে ঘুমোচ্ছে মানে খবরটা ঠিক নয়। রাতে এক্সট্রিমিস্ট কানেকশনে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে দিনের বেলা বাড়িতে ঘুমোনো যায় না। নিশ্চয়ই একই নামের অন্য কারও কথা লিখেছে কাগজে। শ্রীশ সেনগুপ্ত নামে তরুণ যে কলকাতায় একজন থাকবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। সেই শ্রীশও ম্যানেজমেন্ট পড়া মেধাবী স্টুডেন্ট হতে পারে। ঠিক আধঘণ্টার মাথায় অনন্যা শ্রীশকে আবার ফোন করল এবং পেয়ে গেল। শ্রীশ ঘুম জড়ানো গলায় কথা বলল।

BanglaBook.org

"কী হয়েছে শ্রীশ? ফোন পাচ্ছি না কেন?" উদ্‌বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল অনন্যা।

শ্রীশ শুকনো হেসে বলল, "ইট্‌স ও কে।"

"ও কে মানে! আমি তো ভয়ংকর টেনশন করছি... আজ নিউজ পেপারে তোমার নামের একজনকে..."

"আমার নামের নয়, আমিই। আমাকেই কাল রাতে পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল," কথা বলতে বলতে শ্রীশ সামান্য হাসল যেন।

"মাই গড! তোমাকেই ধরেছিল? কেন?"

"আজ দুপুরে ছেড়ে দিয়েছে।"

অনন্যা কাঁপা গলায় বলল, "তোমাকে কেন ধরেছিল?"

"বললাম তো ছেড়ে দিয়েছে। দেখা হলে বলব।"

"আমি এখনই দেখা করতে চাই শ্রীশ। ইমিডিয়েটলি। তোমার বাড়ি যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

শ্রীশ এবার বিছানায় উঠে বসে। বলল, "তার দরকার নেই।"

অনন্যা বিরক্ত হল। বলল, "কী বলছ তুমি? আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই?"

"না, না, সে-কথা বলিনি। আই মিন, তোমাকে এ-বাড়িতে আসতে হবে না।"

অনন্যার বিরক্তি কমল না। ছেলেমানুষির একটা লিমিট আছে। এরকম ঘটনার পরও শ্রীশ এ-কথা বলছে কী করে?

"তা হলে তুমি এসো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ঘটনাটা ডিটেলসে জানব।"

শ্রীশ ক্লান্ত গলায় বলে, "আজ বাদ দাও অনু। খুব টায়ার্ড লাগছে," কথাটা বলেই শ্রীশ বুঝতে পারল শুধু ক্লান্ত নয়, সে অনন্যাকে ঘটনাটা বলার ব্যাপারে কোনওরকম উৎসাহ বোধ করছে না। শুধু অনন্যার বেলায় নয়, বাড়ি ফিরে আসার পর থেকেই এটা হচ্ছে। পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা নিয়ে অন্যদের মধ্যে যে-আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে, তার কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। স্নান, খাওয়া, বিশ্রাম সবই করেছে অন্যমনস্কভাবে। পুলিশ তাকে কী জিজ্ঞেস করেছে, কোথায় রেখেছিল, খেতে দিয়েছিল কি না সেসব সম্পর্কে দিদি, অচি, মা তাকে কিছু কিছু প্রশ্ন করেছেন। 'তেমন কিছু না', 'ঠিক ছিল' জাতীয় ছোট উত্তর ছাড়া সে কিছুই বলেনি। ইচ্ছেও করছিল না। একসময় ওঁরা এসব প্রশ্ন বন্ধ করে দেন। সম্ভবত বাবা ধমক দিয়ে থামিয়েছেন। অনন্যা কিন্তু এবার

BanglaBook.org

একটু বেশিই রেগে গেল। বলল, "বাদ দেব কেন? সবটা আমাকে জানতে হবে।"

শ্রীশ হাসার চেষ্টা করল। গোটা একটা রাত পুলিশ ধরে রাখলে কী হয়, মেয়েটা বুঝতে পারছে না। বোঝার কথাও নয়। তার নিজেরও ধারণা ছিল না। এখন হয়েছে। হয়তো এরকমই হয়। জীবনে কিছু ঘটনা ঘটে যা খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা দেয়, কিন্তু অনেক কথা জানিয়ে দিয়ে যায়।

"কী জানবে বলো? পুলিশ কাল রাতে আমাকে নিয়ে গেল, আজ দুপুরে ছেড়ে দিয়েছে। নাথিং মোর।"

ওপাশে অনন্যা ঠোঁট কামড়াল। তা হলে খবরটা পুরো মিথ্যে নয়, খানিকটা সত্যি। পুলিশ সত্যি শ্রীশকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাকিটুকু? সে শান্ত গলায় বলল, "তোমার কাছে নাথিং মোর মনে হলেও আমার কাছে নয়। আমার বন্ধুবান্ধব, কোলিগ, বাড়ির লোকেরা আরও জানতে চাইবেন। সেটাই ন্যাচারাল। ইজন'ট ইট?"

শ্রীশ এবার বিরক্ত হল। বলে, "তাঁদের কাছে জবাবদিহির কী আছে?"

অনন্যা কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "এভাবে বলছ কেন? জবাবদিহি কেন হবে? আমার ক্লোজ লোকজন জানতে চাইবে না?"

শ্রীশ কড়াভাবে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। বলল, "বলো, কী বলব?"

"এত সিরিয়াস বিষয় টেলিফোনে হয় না। দশমিনিটের জন্য হলেও আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি গাড়ি নিয়ে বাইপাসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে শ্রীশ বলল, "কখন আসব?"

"সিক্স থার্টি। আমি বাড়ি ফিরে গাড়ি নিয়ে বেরোব।"

BanglaBook.org

শ্রীশ বাড়ি থেকে বেরোবে শুনে অলকা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বাবলু? তুই বেরোবি?"

শ্রীশ বলল, "কেন? মাথা খারাপের কী দেখলে?"

"না, না, আজ কিছুতেই বেরোতে পারবি না।"

শ্রীশ সামান্য হেসে বলল, "কেন পারব না সেটা তো বলবে? পুলিশ তো আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে মানা করেনি?"

পুলিশ শুনে অলকা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "ওদের কথা আমার সামনে মুখে আনবি না। সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা ছাড়া ওরা আর কী পারে? কিচ্ছু পারে না। ঘুষখোরের দল সব। চারদিকে রোজ কেউ না-কেউ মরছে। কী করছে? গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে।"

প্রলয়বাবু সোফায় বসে খবরের কাগজের সম্পাদককে চিঠি লেখার আয়োজন করছিলেন। বারতিনেক খসড়া করা হয়ে গিয়েছে। পছন্দ হয়নি। এবার খানিকটা দাঁড়িয়েছে:

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আজ আপনাদের সংবাদপত্রের সপ্তম পৃষ্ঠায় 'জঙ্গি তরুণীর প্রেমিক ধৃত' শীর্ষক যে-সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সত্য খবর হল...

BanglaBook.org

চিঠি লেখার ব্যাপারে তিনি পঙ্কজ মুন্সির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রীশকে নিয়ে ফেরার পর, পঙ্কজ মুন্সি বাড়িতে এসেছিলেন। সঙ্গে ত্রিদিব রায়। কমিটির প্রেসিডেন্ট। এই দুপুরে চা খাওয়ার কথা নয়, তবু অলকা তাঁদের জন্য চা বানালেন এবং হৈমন্তীকে বলেন, "যা দিয়ে আয়।"

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে বলে, "আমি দিয়ে আসব! রত্না যাক না!"

অলকা নিচু গলায় বলেন, "না, তুমিই যাবে।"

আসলে তিনি চাইছিলেন, হৈমন্তীর ফিরে আসার খবরটা পাড়ায় ছড়াক। বাবলুর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে জানুক, বাড়ির বড় মেয়েও ফিরে এসেছে। এরকম একটা ভয়ংকর ঝড় বয়ে যাওয়ার পরও তাঁর এখন আনন্দ হচ্ছে। পুলিশ ভুল বুঝে বাবলুকে ছেড়ে দিল। হৈমীও এত বছর পর ছুটতে ছুটতে এ-বাড়িতে এল। শয়তান স্বামীটাকে তোয়াক্কা না-করেই তো এল! মেয়ের বাবাও মেনে নিয়েছেন। হৈমীর সঙ্গে কথা বলছেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই। যেন পিছনের কয়েকটা বছর নেই! মানুষটার মনও এখন হালকা। নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি, ছেলেটাকে এত সহজে ফিরিয়ে আনা যাবে। বাড়ি ফিরে এসে তাঁকে বলেছেন, "বুঝলে অলকা, এখনও পলিটিক্সের সকলে রসাতলে যায়নি। চন্দনের মতো মানুষও আছে।"

অলকা গদগদ হয়ে বলেন, "একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করো। বউ-বাচ্চা নিয়ে আসুক। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব।"

"সে বললেই একদিন ডাকা যায়। এখনও আমাকে যা সম্মান করে দেখলাম... সেই কবে যোগাযোগ ছিঁড়ে গিয়েছে।"

"শুধু সম্মান বলছ? বাবলুটাকে বাঁচিয়ে দিল," দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়েছিলেন অলকা, "আমার ছেলেটা তো রক্ষা পেল। আমি তো সকলকে ফোন করে বলছি, পুলিশ ভুল করেছিল। ক্ষমাটমা চেয়ে সকালে বাড়ি দিয়ে গিয়েছে।"

"উফ্, তুমি আবার বেশি বাড়াবাড়ি করো অলকা," বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রলয়বাবু।

"ও মা, বাড়াবাড়ি করব না? খবরের কাগজে আজেবাজে সব বেরিয়ে কী কেলেঙ্কারি হয়েছে, সেটা দেখবে না? সকলকে তো বলতেই হবে। অন্তত যতজনকে পারি, বলতে হবে।"

প্রলয়বাবু খানিকটা নিজের মনেই বলেছিলেন, "হ্যাঁ, এবার

BanglaBook.org

ওটা দেখতে হবে। বাবলুকে যখন ছেড়ে দিয়েছে, বোঝাতে অত অসুবিধে হবে না।"

স্বামী বাথরুমে ঢোকার সময় অলকা বলেন, "হৈমী খুব কান্নাকাটি করছিল। খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।"

প্রলয়বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে না-তাকিয়ে বলেন, "তাও ভাল, নিজের ভাইবোনেদের জন্য কষ্ট পাচ্ছে।"

অলকা বিড়বিড় করে বলেন, "ওকে আমি যেতে দেব না।"

প্রলয়বাবু সম্ভবত কথাটা শুনতে পাননি। তিনি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্লকের লোকদের চা দিয়ে আসার প্রস্তাবে হৈমন্তী দ্বিতীয়বার আপত্তি করল। বলল, "থাক, আমাকে বাদ দাও, তুমি যাও।"

অলকা ঝাঁঝিয়ে বললেন, "কেন? তুই কি এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছিস? নিজের বাড়িতে ফিরে আসাটা কি অন্যায়? নাকি লজ্জার?"

হৈমন্তী কথা না-বাড়িয়ে চায়ের ট্রে নিয়ে ড্রয়িংরুমে গেল। তাকে দেখে ত্রিদিববাবু, পঙ্কজবাবু দু'জনেই অবাক হলেন। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ত্রিদিব রায় বললেন, "কেমন আছ মা? কতদিন পর তোমায় দেখলাম। রোগা হয়ে গিয়েছ।"

হৈমন্তী গায়ের কাপড় টেনে নিতে নিতে বলল, "ভাল আছি কাকাবাবু। কাকিমা কেমন আছেন? আমি যাব একদিন।"

"অবশ্যই এসো। তোমার কাকিমা তো বাড়িতে সারাক্ষণ থাকে। বাতের ব্যথায় বেরোতে পারে না।"

হৈমন্তী ঘর থেকে চলে গেলে প্রলয়বাবু দ্রুত ছেলের মুক্তির ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুধু চন্দনের সঙ্গে দেখা করা আর পুলিশকে দেওয়া মুচলেকার প্রসঙ্গ দুটো চেপে গেলেন। উত্তেজিত পঙ্কজ মুন্সি বললেন, "ব্লক থেকে এর একটা প্রোটেস্ট করা উচিত। নিরীহ

BanglaBook.org

একটা ছেলেকে রাতবিরেতে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে আর আমরা চুপ করে থাকব, সেটা হতে পারে না। আজ বাবলুকে ধরেছে, কাল আর-একজনকে ধরবে। আপনারা রাজি হলে, আমরা সকলেই সই করে থানায় চিঠি দেব।"

প্রলয়বাবু বললেন, "ওসব পরে হবে। তার আগে বলো তো পঙ্কজ, নিউজ় পেপারে আমার একটা চিঠি পাঠানো উচিত কি না? যে-খবরটা আজ বেরিয়েছে, সেটা বাবলুর পক্ষে খুবই অসম্মানজনক। একটা ক্রিমিনালকে নিয়ে... তা ছাড়া কাগজগুলো অ্যারেস্ট হওয়ার খবর ছাপবে, কিন্তু এই যে ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিল, সেটা তো ছাপবে না। এই কারণেই ভাবছিলাম, একটা কড়া চিঠি লিখব।"

পঙ্কজ উৎসাহে সোফার সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, "অবশ্যই দেবেন। যদিও আমি খবরটা পড়িনি,

মেয়ে বলছিল..."

ত্রিদিব রায় বললেন, "আমিও প্রথমে পড়িনি, শিপ্রা এসে স্ত্রীকে জানিয়েছে। তখন কাগজ খুলে দেখলাম।"

প্রলয়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "শিপ্রা কে?"

"ওই যে, আপনাদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে, অম্বা বলে মেয়েটির মা।"

পঙ্কজ মুন্সি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বললেন, "ছাড়ুন তো! ওরকম কিছু লোক সব জায়গায় থাকে, গুজব ছড়াতে ভালবাসে। প্রলয়দা আপনি চিঠি লিখুন, দরকার হলে আমি আপনাকে হেল্প করব। চিঠি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। বাবলুর ভবিষ্যৎ বলে একটা ব্যাপার আছে।"

তারপরই ফাইনাল চিঠি লিখতে বসেছেন প্রলয়বাবু। স্ত্রী আর বড়

BanglaBook.org

মেয়ে, বাবলুকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দিতে রাজি নন শুনে মুখ তুললেন।

"তোমরা ওকে আটকাচ্ছ কেন? ওর তো নিজের কোনও কাজকর্ম থাকতে পারে?"

হৈমন্তী বলল, "একটা দিন কাজ না-করলে ওর হবে না বাবা?"

হৈমন্তীর কথাবার্তা, আচরণ দেখলে কে বলবে, দীর্ঘদিন সে এই বাড়িতে আসে না। সকালে শান্তিনীড়ে ঢোকার পর বোনের হাত ধরে বসে শুধু কাঁদছিল। শ্রীশের ছাড়া পাওয়ার খবর এলে পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায়। চোখ মুছে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে মেয়েটা। হইহই শুরু করে দেয়। খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত রান্নাবান্না নিয়ে বাড়িতে কোনও চিন্তাভাবনাই ছিল না। রত্না শুধু সুধাদেবীর রান্নাই করছিল। এবার হৈমন্তী কাপড়টাপড় বদলে, রান্নাঘরের চার্জ নিয়ে নিল। রান্নার কী মেনু হবে, কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে নানা ধরনের পরিকল্পনা করে ফেলে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল শান্তিনীড়ে আজ কোনও উৎসব হচ্ছে! মাঝখানে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করে, জড়িয়ে ধরে একদফা কেঁদে আসাও হয়েছে। প্রথমটায় অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, পরে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বড় নাতনির মাথায় চুমু খেয়ে বলেছেন, "কাঁদিসনি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হৈমন্তী এখন পর্যন্ত বাড়ির কাউকে একবারের জন্যও নির্মলের কথা বলেনি। কেউ জিজ্ঞেসও করেনি। যেন এরকম কোনও ঘটনাই নেই, যেন শ্রীশকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার মতো ভয়ংকর ঝড়ে অনেক আবর্জনা উড়ে গিয়েছে। প্রলয়বাবু বড় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অবুঝের মতো কথা বলিস না। ছেলেটাকে নর্মালভাবে থাকতে দে। তা ছাড়া ও যদি দরজা-জানলা দিয়ে ঘরে বসে থাকে, সকলে ভাববে, নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল আছে।

BanglaBook.org

আমারই মনে হচ্ছে, দুপুরের পর একবার অফিসে ঘুরে এলে ঠিক হত। সকলকে সত্যিটা বলতে পারতাম। যাক, কালই যাব।"

বেরোনোর সময় শ্রীশ বলল, "তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব!"

॥ ১৩ ॥

শৌভিক টেলিফোনের ওপাশে চুপ করে আছে।

মোবাইল ফোনটা কানের সঙ্গে চেপে ধরে অচিরা বলল, "কী হল, চুপ করে আছ কেন? হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ না?"

শৌভিক অস্পষ্ট গলায় বলল, "পাচ্ছি।"

"তা হলে চুপ করে আছ কেন?" চাপা গলায় বলল অচিরা।

চাপা গলাতেই কথা বলতে হচ্ছে অচিরাকে। সে খানিক আগে ফোন নিয়ে ছাদে চলে এসেছে। শৌভিককে ধরেছে। দাদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে শুনে কাল ট্যাক্সি থেকে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে নেমেছিল অচিরা। শৌভিক কিছু বুঝতে পারেনি, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল অচিরা? শরীর খারাপ লাগছে?"

"বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। দাদাকে নিয়ে গিয়েছে," অস্ফুটে বলে অচিরা।

শৌভিক আকাশ থেকে পড়ে। বলে, "তোমার দাদাকে? শ্রীশদাকে? হোয়াই? হি ইজ আ জেন্টলম্যান। পুলিশ তাকে কেন ধরবে?"

অচিরা কোনওরকমে কান্না চেপে ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে বলে, "আমি জানি না। বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?"

অচিরা হাত দিয়ে বারণ করে। বলে, "আমি পরে সব জানাব।"

সে গলিতে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত হতভম্ব শৌভিক ট্যাক্সিতে বসে থাকে। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা শৌভিক জীবনে এই প্রথম শুনল। তারপর অচিরার সঙ্গে আর কোনও কথা হয়নি তার। আজ সকালে মোবাইলে বারকয়েক ধরার চেষ্টা করেছে, অচিরার মোবাইল বন্ধ ছিল। দুপুরের পর শৌভিককে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ততক্ষণে অচিরার দাদার কথা মাথা থেকে বেরিয়েও গিয়েছে। আবার মনে পড়ল সন্ধের মুখে। অচিরা ফোন করার পর।

বাড়ি অনেকটা শান্ত হওয়ার পর অচিরা মোবাইল নিয়ে ছাদে চলে এসেছে। শৌভিককে ফোনে ঘটনাটা বলল। এমনকী, খবরের কাগজে যে-খবরটা বেরিয়েছে, তাও লুকোল না। মন দিয়ে শোনার পর শৌভিক পুরো চুপ করে গেল। অচিরা উদ্‌বিগ্ন গলায় আবার বলল, "হ্যালো শৌভিক, কিছু বলছ না কেন?"

শৌভিক কাঁপা গলায় বলল, "কী বলব?"

"কিছু তো বলবে! দাদাকে তো ওরা ছেড়ে দিয়েছে। বাবা কাগজে চিঠিও পাঠাচ্ছেন। তুমি নার্ভাস হচ্ছ নাকি?"

শৌভিক বিড়বিড় করে বলল, "এক্সট্রিমিস্ট কানেকশন? তোমার দাদা তো এরকম নন?"

অচিরা ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে অবাক গলায় বলল, "নয়ই তো। ভুল করে পুলিশ ধরেছিল। পুলিশের ভুল হয় না?"

শৌভিক বিড়বিড় করে বলল, "আমি ঠিক জানি না।"

অচিরা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলছ শৌভিক? আমার দাদার সম্পর্কে তো তুমি সব জানো। সে

BanglaBook.org

লেখাপড়া নিয়ে থাকে। আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে হি ইজ দ্য বেস্ট। সে কখনও খুনটুনের মধ্যে থাকতে পারে? যে-মেয়েটার কথা কাগজে লিখেছে, তাকে দাদা চেনা তো দূরের কথা, নামও শোনেনি।"

শৌভিক অস্ফুটে কিছু একটা বলল, অচিরা শুনতে পেল না। অচিরা বলল, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব শৌভিক।"

শৌভিক অন্যমনস্ক গলায় বলল, "ঠিক আছে।"

"কালই দেখা করব। সামনাসামনি সব গুছিয়ে বলব।"

শৌভিক ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছে না। অচিরার দাদা খুনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত! পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছিল! খবরের কাগজে ঘটনাটা বেরিয়েওছে! নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বলেই বেরিয়েছে। সে বিড়বিড় করে বলল, "কাল নয় অচিরা।"

অচিরা থমকে গেল। এত বড় একটা বিপদ শুনেও শৌভিক বলছে, "কাল নয়!"

শান্ত গলায় বলল, "তবে কবে? পরশু?"

শৌভিক ঢোঁক গিলে বলল, "না, কাল-পরশু হবে না। আমি পাসপোর্ট নিয়ে খুব প্রবলেমের মধ্যে আছি। একটু সামলে নিই...নইলে আমার পড়তে যাওয়াটাই হয়তো আটকে যাবে। প্লিজ, গিভ মি সাম টাইম। আমিই তোমাকে খবর দেব। তারপর দেখা করব না হয়, কেমন?"

অচিরা চুপ করে রইল। ওপাশ থেকে শৌভিক বলল, "হ্যালো অচি... হ্যালো...হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ?"

কান থেকে মোবাইল ফোন নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে অচিরা দেখল, পাশে দিদি এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধের নরম অন্ধকারে দিদির মুখটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। অচিরা চমকে উঠে বলল, "কী রে, তুই?"

হৈমন্তী বলল, "কেন? আমার কি ছাদে ওঠা বারণ?"

BanglaBook.org

অচিরা হেসে বলল, "ধুর পাগলি!"

"প্রেম করছিলি? শৌভিক?"

শৌভিকের নাম শুনে ক্ষণিকের জন্য মুখ শক্ত হয়ে গেল অচিরার। নিজেকে সামলে বলল, "বাদ দে ওসব কথা।"

হৈমন্তী সুন্দর করে হেসে বোনের হাত ধরে বলল, "কেন, বাদ দেব কেন? ঝগড়া করছিলি?"

দিদির হাত সরাতে সরাতে অচিরা বলল, "ভাব-ভালবাসা, ঝগড়া সবই কেমন অদ্ভুত, না রে দিদি? কাচের কাপ-প্লেটের মতো, যে-কোনও সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে। যতক্ষণ না পড়বে, ততক্ষণ মনে হবে বিরাট কিছু। পড়ে গেলে আবর্জনা। আর সবচেয়ে মজা কী জানিস দিদি, হাত থেকে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না কখন পড়বে।"

হৈমন্তী বোনের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এল। চোখ বড় করে বলল, "বাপ রে, তুই তো মস্ত ফিলজফার হয়ে গেলি রে অচি! হল কী তোর? নিশ্চয়ই কঠিন ঝগড়া করেছিস?"

শৌভিকের এই ভয়ংকর আচরণের পরও দিদিকে এতদিন পর কাছে পেয়ে অচিরার ভীষণ ভাল লাগছে। বাবা-মা, ঠাকুরমাও আনন্দ পেয়েছেন। দাদার সমস্যাটাও খুব সুন্দরভাবে মিটে গেল। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বাড়িটা সত্যি আবার শান্তিনীড় হয়ে গিয়েছে। সে হেসে বলল, "ওসব কথা ছাড়। এবার থেকে রোজ আমরা ছাদে আড্ডা দেব।"

"রোজ! ও মা, রোজ আমায় কোথায় পাবি?"

"বাহ্, পাব না? এখন থেকে তুই তো এ-বাড়িতেই থাকছিস।"

হৈমন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কাল পর্যন্ত সেরকমই ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে..."

অচিরা দিদির ডান হাতের কবজির কাছটা চেপে ধরল, "একটা

BanglaBook.org

কথাও শুনব না। তুই আর ফিরে যেতে পারবি না। ওই পশুটার কাছে আর কিছুতেই তোকে আমরা ফিরে যেতে দেব না। মা তোকে কিছু বলেননি?"

হৈমন্তী চুপ করে রইল। তাকিয়ে রইল ছাদের ওপাশে। দুটো ঝাপসা নারকেল গাছ দু'পাশে পাতা ছড়িয়ে অন্ধকারের নকশা এঁকে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে খাওয়ার পরই অলকা তাঁর মেয়েকে গাদাখানেক কথা বলেছেন।

"বিপদ তো কাটল, এবার তুই তোর ঘর গুছিয়ে নে হৈমী।"

"কোন ঘর গোছাব?"

"সে আবার কী? যে-ঘরে থাকবি, সেই ঘর গোছাতে হবে না? আমার তো মনে হয় অচির সঙ্গে থাকাটাই ভাল। যেমন ছিলি।"

হৈমন্তী মাথা নামিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ ঘষতে ঘষতে বলেছে, "অচির এখন পড়াশোনা বেড়েছে, সব সময় তার নাকের ডগায় বসে থাকাটা কি ঠিক হবে মা? ওরও তো একটা স্পেস চাই।"

অলকা খুশি হন। এই আলোচনার অর্থ মেয়ে এখানে থাকার সিদ্ধান্ত পাকা করেই এসেছে। কিন্তু তিনি মুখে রাগ দেখালেন, "সে আবার কী কথা? বোনের সঙ্গে দিদি থাকবে, তার আবার নাকের ডগায় বসে থাকার কী আছে? আজ তো নতুন কিছু নয়, এত বছর তো ছিলি।"

হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে বলে, "তবু..."

অলকা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তা হলে এক কাজ করতে পারিস, নীচে থাকতে পারিস। ঠাকুরমাকেও দেখতে পারবি। মাইনে-করা নার্স-আয়া দিয়ে তো আর সব হয় না। মানুষটা খুশি হবেন। তবে তোর বাবা রাজি হলে হয়!"

হৈমন্তী উৎসাহিত গলায় বলে, "বাবাকে আমি রাজি করাব।

BanglaBook.org

নীচে থাকা মানে তো আর বাড়ির বাইরে থাকা নয়, তা ছাড়া সারাদিন তো উপরেই থাকছি। রাতটুকু শুধু শুতে যাওয়া।"

অলকা হাত বাড়িয়ে মেয়ের থুতনি ছুঁলেন। গাঢ় গলায় বলেন, "এই ডিসিশনটা আগে কেন নিলি না হৈমী? কেন এতদিন মিছিমিছি নষ্ট করলি মা? জানিস না, তোর বাবা কত কষ্ট পেয়েছেন? তুই নিজে কত কষ্ট পেয়েছিস?"

চুপ করে মুখ নামিয়ে বসে ছিল হৈমন্তী। অলকা বলেছিলেন, "থাক, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন তো মনে হচ্ছে, বাবলুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছিল, তোকেও ফিরে পেলাম। এরকম ঘটনা না-ঘটলে তুই কি আসতিস? নিজের মানুষের টান বোঝার জন্য একটা ধাক্কা লাগে।"

হৈমন্তী চাপা গলায় বলে, "ধাক্কা না-লাগলেও আমি চলে আসতাম মা। ওই মানুষটার সঙ্গে থাকা যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না।"

অলকা চোখের জল সামলে বলেন, "যাক, ছাড় ওসব কথা। আমি জানতাম, তুই ঠিক একদিন ভুল বুঝতে পারবি। তোর বাবাকে কতবার বলেছি, 'দেখো, হৈমী ফিরে আসবে!' আরে বাবা, লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের মেয়ে কখনও ছোটলোকের সঙ্গে ঘর করতে পারে? একটা সময় তো আমার সন্দেহ হচ্ছিল, নির্মলই বাবলুর নামে মিথ্যে করে পুলিশকে নালিশ করেছে। ও পারে না এমন কিছুই নেই। তোর বাবা অবশ্য মানতে চাননি। যাক গে, তুই এখানে পাকাপাকিভাবে চলে আসার কথাটা বরং নিজের মুখে বাবাকে বলিস। খুশি হবেন।"

"রাতে বলব।"

"সেই ভাল। সকলে মিলে একসঙ্গে যখন খেতে বসব।"

হৈমন্তী বলে, "মা, এবার বাবলুকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে

BanglaBook.org

দাও। এখানকার অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছে। পেপারে দেখি, রোজ কিছু না-কিছু লেগেই আছে। খুনোখুনি, আগুন, গুলি।"

অলকা হেসে বললেন, "ও মা! আমি কেন পাঠাব? বাবলু তো নিজেই বাইরে চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। কাল না পরশু ওর ইন্টারভিউ আছে।"

হৈমন্তী বলে, "তাই ভাল। বাইরে চলে যাক। ইস, আমিও যদি কোথাও চলে যেতে পারতাম!"

অলকা মেয়েকে কাছে টেনে বলেন, "তুই কোথায় যাবি? কোথাও যাবি না। আমাদের কাছে থাকবি। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি, বিয়ের বয়সও যায়নি, আমরা আবার তোর বিয়ে দেব।"

হৈমন্তী মায়ের ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলে, "চুপ করো মা।"

অলকা ভুরু কুঁচকে রাগী গলায় বলেন, "কেন, চুপ করব কেন? ডিভোর্স হলে আবার বিয়ে হয় না?"

হৈমন্তী মাকে আর এগোতে না-দিয়ে উঠে পড়েছিল। বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অলসভাবে। বারান্দা, বাগান, ছাদে গেল। নীচে গিয়ে সুধাদেবীর পাশে বসল খানিকক্ষণ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসার সময় হাতে-ধরা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ভেসে উঠল নির্মলের নাম। থমকে দাঁড়াল হৈমন্তী। ঠোঁট কামড়াল। ফোনটা কেটে দিতে দিতে ঠিক করল, না, এই ফোন সে ধরবে না। কিছুতেই নয়। মিনিটখানেকের মধ্যে আবার ফোনটা এল। আবার কেটে দিল হৈমন্তী। ফোনটাকে পুরোপুরি বন্ধ করবার মুখে মেসেজ ভেসে এল পরদায়। সেই মেসেজ ডিলিট করতে গিয়ে হৈমন্তী দেখল নির্মল লিখেছে: আমার বেল পিটিশন খারিজ হয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। প্লিজ, ফোনটা ধরো।'

BanglaBook.org

সামান্য কেঁপে উঠল হৈমন্তী। বেল পিটিশন খারিজ হয়েছে মানে! নির্মলকে ওরা অ্যারেস্ট করবে? করুক। এই লোকের বাইরে থাকার কোনও অধিকার নেই। পায়চারি করতে করতে দু'বোনে সরে এসেছে ছাদের অন্য পাশে। অমাবস্যা নয়, তবু আজ এখনও চাঁদ ওঠেনি। নাকি উঠেও কোথাও লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? থেকে থেকে একটা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। অচিরা গায়ের ওড়নাটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিল। হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আবার কী মনে হচ্ছে? কিচ্ছু মনে হচ্ছে না, তুই আর যাবি না, ব্যস! নাথিং মোর।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হৈমন্তী। সামান্য হাসলও। অন্ধকারে সেই হাসি মিলিয়ে গেল দ্রুত, "না রে অচি, নাথিং মোর নয়, আরও একটু আছে। আজ নির্মলের মামলার তারিখ ছিল।"

"মামলা! কীসের মামলা?"

"বউ-খুনের মামলা।"

অচিরা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "উফ, ক্রিমিনালটাকে তুই এতদিন কী করে টলারেট করলি দিদি? আমি হলে তো..."

হৈমন্তী বলল, "মামলায় নির্মলের জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। ওকে যে-কোনও সময় পুলিশ অ্যারেস্ট করবে।"

অচিরা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "তাই করা উচিত। হি শুড স্টে বিহাইন্ড দ্য বার্‌স।"

হৈমন্তী নিজের মনেই হাসল। বলল, "আমিও তাই চাইছি। লোকটার শাস্তি হওয়া দরকার। এমনকী, ওর যদি ফাঁসি হয়, তা হলেও আমি দুঃখ পাব না। কিন্তু এই সময়টুকু আমি ওর পাশে থাকব বলে ঠিক করেছি অচি।"

অচিরা হৈমন্তীর হাত চেপে ধরে বলল, "তুই কী বলছিস? আর ইউ ম্যাড? তুই একটা খুনির পাশে থাকবি মানে?"

BanglaBook.org

হৈমন্তী বলল, "মানে কিছুই নয়। ফাঁসির সময় খুনির বউ কি খুনিকে ছেড়ে চলে যায়?"

অচিরা চুপ করে তার দিদির দিকে তাকিয়ে রইল। হৈমন্তী শান্ত গলায় বলল, "আসলে কী জানিস অচি, শুধু কোর্ট নয়, আমিও ওই লোকটাকে শাস্তি দিতে চাই। খারাপ সময়ে ওর পাশে থেকে প্রমাণ করতে চাই, যতই অত্যাচার করুক, আমাকে ঠকাক, আমি কিন্তু তাকে ভালবেসেছিলাম। আমি বোকা, ওর ছলচাতুরি ধরতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমার ভালবাসায় কোনও ভেজাল ছিল না। এটা জানলে লোকটা জেলে বসে আরও কষ্ট পাবে। অচি, এই শাস্তি ফাঁসির চেয়ে কম কিছু নয়। আমি আজ রাতেই ফিরে যাচ্ছি, বাবা-মাকে বোঝানোর দায়িত্ব তোর। লক্ষ্মী বোন আমার!"

টুকরো মেঘ সরে গিয়ে আকাশে চাঁদ দেখা দিল। শান্তিনীড়ের ছাদ খুব দ্রুত ভেসে গেল জ্যোৎস্নায়। সেই জ্যোৎস্নার তলায় দুই বোন অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

BanglaBook.org

॥ ১৪ ॥

চকচকে যে-রাস্তাটা নিউটাউনের বুক চিরে ময়াল সাপের মতো চলে গিয়েছে এয়ারপোর্টের দিকে, তার একপাশে গাড়ি পার্ক করেছে অনন্যা। দু'পাশে ধু ধু করছে খোলা মাঠ। চোখ তুললেই দিগন্ত জুড়ে আকাশ। বাতাস বইছে হু হু করে। এর আগেও অনন্যা শ্রীশকে গাড়িতে তুলে এখানে নিয়ে এসেছে কয়েকবার। পথের পাশে, গাড়িতে বসেই গল্প করেছে। বিরক্ত করার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। মাঝেমধ্যে পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে যায় গাড়ি। সংখ্যায় খুবই কম। জায়গাটা ভাল লাগে অনন্যার। বাইপাসে দেখা

করার বারো-তেরো মিনিটের মধ্যে এখানে চলে এসেছে অনন্যা। আসতে আসতে গতকালের ঘটনা শুনেছে। শ্রীশ যে একনাগাড়ে খুঁটিনাটি সব বলেছে, এমন নয়। তার কথাগুলো ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া। বলতে বলতে বেশিরভাগ সময় অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে বাইরে। এখানে আসার পর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে অনন্যা পুরোপুরি শ্রীশের দিকে ঘুরে বসল।

"হোয়াই আর ইউ সো আপসেট শ্রীশ?"

শ্রীশ ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টেনে শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "আপসেট! না, কই, আপসেট কোথায়?"

"দেন?"

বড় করে শ্বাস টেনে শ্রীশ বলল, "তারপর আর কী? আর কিছুই নয়। ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। বিফোর দ্যাট আই হ্যাড টু গিভ আ ডিক্লারেশন। পুলিশি ভাষায় একেই বোধহয় বলে 'মুচলেকা'।"

অনন্যা কপালের উপর এসে পড়া চুল মাথার পিছনে ঠেলতে ঠেলতে ভুরু কুঁচকে বলল, "মুচলেকা! সেটা আবার কী? কী লিখলে তুমি?"

সামান্য চুপ করে থেকে শ্রীশ বলল, "লিখলাম, ঝিলম নামে কোনও মেয়েকে আমি চিনি না।"

"হোয়াট ননসেন্স! এটা আবার লিখে দেওয়ার কী আছে? তুমি তো সত্যিই চেনো না। ভুল করেছে পুলিশ। ক্ষমা তারা চাইবে। তুমি কেন লিখবে?"

শ্রীশ চুপ করে রইল। অনন্যাকে দেখতে সুন্দর। এতটাই সুন্দর যে, যখন সে চোখ সানগ্লাসে ঢেকে গাড়ি চালায়, তখন রাস্তার লোক না-তাকিয়ে পারে না। আসলে আর-পাঁচটা মেয়ের হিংসে করার মতো শরীর অনন্যার। মেদহীন ছিপছিপে। এই ছিপছিপে গড়ন ধরে রাখার জন্য অনন্যা নিজেকে যত্ন করে। সকালে জিমে

BanglaBook.org

যায়। যেদিন অফিসের তাড়া থাকে, সেদিন বাড়িতেই স্নানের আগে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ় সারে। শরীরের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক সে। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলে। তবে সাজগোজ খুব একটা কিছু করে না। ইচ্ছে করেই করে না। একটা কেয়ারলেস লুক রাখতে চায়। এতে তার শরীরের আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছে। তবে কখনও সখনও শ্রীশের সঙ্গে দেখা করার সময় অল্প সাজে। কোনওদিন গালে একটু ব্লাশার দেয়, কোনওদিন চোখের পাতায় রং লাগিয়ে সামান্য গাঢ় করে। তার ঠোঁট দুটো যেন একটু বেশি গোলাপি। হালকা লিপস্টিকে সেই গোলাপি রংকে কখনও-সখনও আরও গোলাপি করে। আজ অবশ্য কিছুই করেনি। বাড়িতে ঢুকে শুধু পোশাকটাই বদলেছে। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

"আমি সকলকে অন্য কথা বলব," অনন্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

"কী বলবে?"

"বলব, পুলিশ তোমার কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছে।"

শ্রীশ বলল, "সকলকে বলার দরকার কী?"

অনন্যা বিরক্ত গলায় বলল,"ডেফিনিটলি দরকার আছে। নিউজ় পেপারে লিখেছে।"

"ছেড়ে দাও। কে চেনে আমাকে?"

"যারা চেনে তাদেরই বলব। আমি তো রাস্তার লোক ধরে ধরে বলতে যাচ্ছি না। একটা এক্সট্রিমিস্ট, খুনি-মেয়ের সঙ্গে রিলেট করে তোমার নামে স্ক্যান্ডাল হবে, আর আমি চুপ করে থাকব? তা ছাড়া আমার বাবা-মাও তো তোমার কথা একটু-একটু করে জানতে পেরেছেন। বাপির বিজ়নেসের কে যেন মেসোমশাইয়ের অফিসের কাকে চেনেন। দু'দিন আগেই বাপি বলছিলেন।"

BanglaBook.org

শ্রীশ অনন্যার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলছিলেন?"

"তোমার বাবার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'হি ইজ আ ম্যান অফ প্রিন্সিপ্যাল্‌স।' মোস্ট লাইকলি, সেই লোকটি তোমার দিদির ঘটনা কিছু বলেছেন। বাপি আমাকে বললেন, 'তোর বন্ধুর বাবা, শুনলাম খুব কড়া ধাঁচের মানুষ। কোনওরকম অন্যায় মেনে নেন না। নিজের ছেলেমেয়ে হলেও নয়। এইরকম মানুষ আজকালকার দিনে খুব দরকার।' আমি কিছু বলিনি। তবে শুনে প্রাউড ফিল করছিলাম। বাপি যদি এখন উলটো কিছু শোনেন সেটা ঠিক হবে?"

শ্রীশ বাইরের দিকে তাকাল। অন্ধকার নেমেছে। শ্রীশ অন্যমনস্কভাবে বলল, "কী ভাববে?"

"ডোন্ট টক রাবিশ শ্রীশ। হবু জামাই একটা খুনে-মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত শুনলে কোনও ভদ্রলোকই খুশি হবেন না। পুলিশের ভুলের জন্য তুমি শুধু আপসেটই হওনি, লজিকও হারাতে শুরু করেছ দেখছি।"

আপন মনেই শ্রীশ ফিসফিস করে বলল, "হবে হয়তো! সত্যিই বোধহয় লজিক হারাতে শুরু করেছি," তারপর গলা তুলে বলল, "চলো অনন্যা, এবার ফিরতে হবে। বাড়িতে চিন্তা করবে।"

অনন্যা স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল, "দ্যাটস কারেক্ট। যতই হোক, ঘটনাটা তো বিচ্ছিরি। উইদাউট এনি রিজন, এভাবে বাড়িতে এসে পুলিশ... এখানকার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে হবে," গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অনন্যা বলল, "তোমার সেই ইন্টারভিউটা যেন কবে?"

"কোন ইন্টারভিউ?"

গাড়ি গড়িয়ে নিয়ে অনন্যা বলল, "সে কী! কোন ইন্টারভিউ

BanglaBook.org

মানে? সেই যে বাইরের চাকরি? তুমি এত খাটাখাটনি করলে, এখন বলছ, কোন ইন্টারভিউ?"

শ্রীশ গাড়ির ড্যাশবোর্ডে হাত রেখে বলল, "হ্যাঁ, শনিবার সকালে। তবে ওরা কি আর আমাকে নেবে?"

গিয়ার বদলে গাড়ির স্পিড বাড়াল অনন্যা। সে জোরে গাড়ি চালাতে ভালবাসে। কলকাতায় গাড়ি জোরে চালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তার উপর আজকাল যে-কোনও সময় রাস্তাঘাটে গোলমাল হচ্ছে। রোড ব্লকেড, আগুন, গাড়ি ভাঙচুর, এমনকী, ড্রাইভারকে মারধর, সবই হচ্ছে। কয়েকদিন আগে গড়িয়াহাটের কাছে কোনও এক কলেজ ইলেকশন নিয়ে তুলকালাম হল। ছোটমাসির গাড়ির হেডলাইট ভেঙেছে। ড্রাইভার নেমে আটকাতে গেলে ঘুসি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দিয়েছে। অনন্যা গাড়ি নিয়ে বের হয় কম। মা-বাবাও বারণ করেন। এই সব দিকে এলে একটু শখ মেটায়।

"নেবে না কেন?" অবাক হল অনন্যা।

"একবার পুলিশের খাতায় নাম উঠলে এসব চাকরি হয় না।"

"পুলিশের খাতায় তোমার নাম উঠল কোথায়? এগেন ইউ আর লুজিং ইয়োর লজিক শ্রীশ। ওরা তো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

বড় করে নিশ্বাস টেনে শ্রীশ বলল, "পাসপোর্ট, ভিসা এসব দেয় না।"

কথাটা শুনে অনন্যা একটু থমকে গেল। আর-একটা মোড় ঘুরে সামনের ব্রিজটা টপকাতে হবে। তা হলেই নিউটাউনের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।

"তুমি মিথ্যে টেনশন করছ। ঠান্ডা মাথায় ইন্টারভিউটা দাও তো! এই চাকরিটা তোমাকে পেতেই হবে শ্রীশ। পেয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

শ্রীশ চুপ করে রইল। অনন্যার কথায় সে কোনও বাড়তি

BanglaBook.org

উৎসাহ পেল বলে মনে হল না। সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করে অনন্যা হেসে বলল, "যাক, অনেক ব্যাড নিউজ় হয়েছে। এবার তোমাকে একটা গুড নিউজ় দিই। আমি জানি, গুড নিউজ়টা শুনে তুমি আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলবে এবং গালে একটা চুমু খাবে। বাট আই উইল নট স্টপ দ্য কার। আমরা এটা সেলিব্রেট করব আরও কিছুদিন পরে। তোমার কাজটা হয়ে যাওয়ার পর। তখন চুমুর চেয়ে অনেক বেশি কিছু আমায় দিতে হবে। রাজি?"

শ্রীশ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"অফিস আমাকে সিঙ্গাপুরে পাঠাচ্ছে। বাট ইফ আই গেট আ বেটার অপশন, আই ক্যান স্টে দেয়ার। কী জঙ্গি মেয়ের বয়ফ্রেন্ড, খবরটা কেমন? হাউ ইজ় দ্য নিউজ়?"

শ্রীশ শান্ত গলায় বলল, "কনগ্র্যাচুলেশন্‌স অনন্যা।"

ব্রিজ় পেরিয়ে সল্টলেকে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। চারপাশে আলো ঝলমল করছে। সেক্টর ফাইভের অফিসগুলোয় কাজ চলে সারারাত। এখন তো সবে সন্ধে। অনন্যা গাড়ির স্পিড কমিয়ে বলল, "শুধু কনগ্র্যাচুলেশন্‌স বললে হবে না।"

"কবে যাচ্ছ?"

"এখনও ডেট ফাইনাল হয়নি, দু'একদিনের মধ্যে হবে। বস বলেছে, ওখানে অনেক অপশন রয়েছে। সত্যি যদি কিছু পেয়ে যাই...আচ্ছা, তুমি শনিবার যেখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছ ওদের সিঙ্গাপুরে কোনও ব্রাঞ্চ নেই?"

কথাটা বলেই অনন্যা বুঝতে পারল ছেলেমানুষি প্রশ্ন হয়ে গেল। নিশ্চয়ই শ্রীশ হেসে ফেলবে। শ্রীশ হাসল না। অস্ফুটে বলল, "কী জানি, থাকতে পারে। থাকলে কী হবে?"

অনন্যা লজ্জা পেল আবার রাগও হল। ছেলেটা আচ্ছা হাঁদা তো! থাকলে কী হবে বুঝতে পারছে না?

BanglaBook.org

"কিচ্ছু না। তুমি কোথায় নামবে?"

"স্টেডিয়ামের কাছে কোথাও থামাও।"

অনন্যার ভাল লাগছে না। সে এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছে, তারপরও শ্রীশ কোনও উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে না। যদিও এই ছেলে বাইরে হইচই করার ছেলে নয়। তবুও একটু কিছু তো বলবে। এতটা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক কেন? একটা ভুল ঘটনা নিয়ে এতখানি ভেঙে পড়াটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়।

স্টেডিয়ামের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অনন্যা বলল, "তুমি কিন্তু বড্ড বেশি চিন্তা করছ শ্রীশ। পুলিশ তো তোমাকে কিছু করেনি। শুধু একটু লিখিয়ে নিয়েছে। ফরগেট ইট। ফরগেট দ্য টোটাল ইনসিডেন্ট। শুনেছি, একসময় পুলিশ তো যাকে-তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে টর্চার করত। আশা করি, সেই হরিব্‌ল দিনগুলো আর ফিরবে না। আর ফিরলেই-বা কী, আমরা তো এখানে থাকব না। তুমি যা-ই বলো, আমাদের বাইরে গিয়েই সেট্‌ল করতে হবে। বিকজ উই ওয়ান্ট টু ওয়র্ক। এখানে থাকলে সব কাজ ডকে উঠবে।"

ঠোঁটের কোণে যেন হাসল শ্রীশ। গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, "গুড নাইট অনু!"

অনন্যা হাত বাড়িয়ে শ্রীশের বাঁদিকের কাঁধ ছুঁল। জিন্‌স আর কালো টি-শার্টে শ্রীশকে চমৎকার দেখাচ্ছে। অনন্যা গাঢ় গলায় বলল, "চিন্তা কোরো না! স্যাটারডে ঠিকমতো ইন্টারভিউটা দাও। বাজে চ্যাপ্টারটা তো বন্ধ হয়েই গিয়েছে। এবার মন থেকেও মুছে ফেলো। একটা ভুল মনের মধ্যে পুষে রেখে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।"

শ্রীশ এতক্ষণ মাথা নামিয়ে অনন্যার কথা শুনছিল। এবার মুখ তুলে চোখের দিকে তাকাল সরাসরি। এদিকটায় অনেক আলো। অনন্যার মুখ দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না তার। সে নিচু গলায়

BanglaBook.org

বলল, "পুলিশ ভুল করেনি অনু। আমি ঝিলম নামের মেয়েটিকে চিনি।"

"চেনো?"

শুকনো হাসল শ্রীশ। বলল, "হ্যাঁ চিনি। আমার জন্য তার অপেক্ষা করার কথাটাও বানানো নয়। সত্যি একদিন কথা হয়েছিল, তার কাছে আমি যাব। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। খুব বৃষ্টি। কলকাতা ভেসে গিয়েছিল। আমি আর ঝিলম একটা রিকশা নিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় উঠেছিলাম। শুধু একটা প্রশ্নেরই জবাব পাচ্ছি না অনু, ঝিলম আমার অ্যাড্রেস জানল কী করে? পুলিশ তার ডেডবডির পাশে যে-নোটবুক পেয়েছে, সেখানে আমার ঠিকানাও ছিল। আশ্চর্য না? আমি তো তাকে ঠিকানা দিইনি। মাত্র একদিনের পরিচয়। কে জানে, হয়তো পরে কলেজ থেকে জোগাড় করে রেখেছিল। ভেবেছিল, কোনওদিন যদি যোগাযোগ করে। সুযোগ পায়নি... অথবা হয়তো ইচ্ছে করে যোগাযোগ করে আমাকে বিপদে ফেলেনি অথবা অপেক্ষা করছিল। দেখছিল, যে-কথা আমি তাকে দিয়েছিলাম, তা রাখি কি না, যাই কি না তার কাছে। বড় অদ্ভুত!"

অনন্যা কাঁপা গলায় বলল, "কী যা-তা বলছ শ্রীশ?"

"আমার কথা শুনে তুমি কষ্ট পেলে অনু? আমিও খুব কষ্ট পাচ্ছি। ঝিলম বড় সাংঘাতিকভাবে মরেছে! পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়া, গালিগালাজ, চড়-থাপ্পড়, কাগজের নিউজ, সব ভুলতে পারছি! কিন্তু ওই ক্ষতবিক্ষত মুখ আমি ভুলতে পারছি না। আই কান্ট... এর কারণ কী জানো অনু? কারণ তার ভালবাসা। পুলিশ, মিডিয়া, আমি, তুমি, সকলে তার পলিটিক্স দেখছি, তার রক্ত দেখছি, ভালবাসাটা দেখতে পাইনি। মেয়েটা সত্যি আমায় বড্ড ভালবেসেছিল।"

অনন্যা চমকে উঠে বলেছিল, "ভালবেসেছিল?"

BanglaBook.org

শ্রীশ আবার হাসল। সেই হাসি বিষণ্ণ। বলল, "বুঝতে পেরে আমিও তোমার মতো চমকে উঠেছিলাম অনু। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বারবার আমার মনে হয়েছিল, এতদিন কেন বুঝতে পারিনি। কেন পারিনি? ক'টা দিন কলেজে খোঁজ করে চুপ করে যাই। অন্যায় করেছি অনু। খুব বড় অন্যায়। যদি সেদিন আরও খোঁজার চেষ্টা করতাম... চেষ্টা করলে কি তার কাছে পৌঁছোতে পারতাম না? নিশ্চয়ই পারতাম। আটকাতে পারতাম না তাকে? ধরে রাখতে পারতাম না নিজের কাছে? হারিয়ে যেতে দিতাম না বিপথে। এই ভয়ংকর মৃত্যু তাকে মেনে নিতে হত না। এখন মনে হচ্ছে আমিই দায়ী।"

সামান্য ফুঁপিয়ে উঠল কি শ্রীশ? অনন্যা তার হাত দুটো ধরল। ফিসফিস করে বলল, "শান্ত হও। প্লিজ় শান্ত হও।"

॥ ১৫ ॥

বাস যেখানে শ্রীশকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে দু'-একটা ঝুপড়ি ধরনের চায়ের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। লাল মাটির রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে সামনে। তারপর মিলিয়ে গিয়েছে শাল-পিয়ালের জঙ্গলের ভিতর। দুপুর রোদে সেই জঙ্গলকে লাগছে ঝলমলে। যেন হাসছে।

কাঁধের কিটব্যাগ চায়ের দোকানের ভাঙা বেঞ্চে রাখা ছিল এতক্ষণ। এবার ব্যাগটা তুলে নিল শ্রীশ। দোকানের মালিক বুড়ো মানুষ। ভাঙা বাংলা আর সাঁওতালি ভাষায় শ্রীশকে জানিয়েছেন, এখান থেকে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সরাসরি কোনও বাস নেই। মাইলখানেক যেতে পারলে হেঁড়ুয়া বলে একটা গঞ্জ

BanglaBook.org

পড়বে। সেখান থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ ধরতে পারলে শিলাডিহি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। শিলাডিহি অনেকটা পথ। সেই ঝাড়খণ্ড বর্ডারের গায়ে। আজকাল আর প্রাইভেট গাড়ি চট করে জঙ্গলে ঢুকতে চায় না। অনেক টাকা দিলেও নয়। শ্রীশ জিজ্ঞেস করেছিল, "এই মাইলখানেক যাব কী করে?"

বুড়ো মানুষটি জানিয়েছেন, সেও যেতে হবে কষ্ট করে। খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ভ্যান রিকশা। সেরকম করে বোঝাতে পারলে কোনও গ্রামবাসী সাইকেলের পিছনে বসিয়ে নিতে পারে। তবে সে-সুযোগ খুবই কম। আজকাল অচেনা লোককে জঙ্গলে কেউ সঙ্গে নেয় না।

শনিবার সকালে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে আসে শ্রীশ। ঝাড়গ্রামের ট্রেন ধরে। সঙ্গে মোবাইল আনেনি। সুইচ অফ করে নিজের ঘরে টেবলের উপর একচিলতে কাগজের উপর রেখে এসেছে। সেই কাগজে লিখেছে: ক'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, চিন্তা কোরো না।

অবশ্য 'চিন্তা কোরো না' বললেই যে শান্তিনীড়ে কেউ চিন্তা করবেন না, এমন বোকার মতো কথা ভাবার ছেলে শ্রীশ নয়। কিন্তু আর কী-ই বা করার ছিল তার? 'শিলাডিহি যেতে চাই' বললে কে তার কথা শুনতেন? কে বুঝতেন, ঝিলম নামে এক নাকে নথ-পরা, কালো ঠোঁটের তরুণী তার জন্য অপেক্ষা করছে? মানুষ মরে গেলেও যে অপেক্ষা করে, এ-কথা কি সে নিজেও আগে বিশ্বাস করেছে কখনও? অন্যরা করবে কীভাবে? ফলে একরকম পালিয়েই আসতে হয়েছে। ঝিলমের সঙ্গে তার দেখা হবে না। কিন্তু যেখানে সে মারা গিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অন্তত ফিসফিস করে বলতে পারবে, 'দ্যাখো ঝিলম, আমি তোমার কাছে এসেছি, আমি কথা

BanglaBook.org

রেখেছি। দেরি হয়ে গিয়েছে বলে কি তুমি আমায় ক্ষমা করবে?' পথে যেতে যেতে কিছু বুনো ফুল সে নিশ্চয়ই পাবে।

লালধুলোর পথ ধরে মাথা নামিয়ে শ্রীশ হাঁটছে দ্রুত। হাঁটছে জঙ্গলের দিকে। শুধু ভালবাসার টানেই সে হাঁটছে। তার গায়ে রোদ পড়ছে। ভালই লাগছে। এখন রোদ ভালই লাগে, কারণ, শীত খুব দূরে নয়...